নরনারীতত্ত্ব।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রী প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা
বেদান্ত-প্রেস্‌,—১২৭ নং মস্‌জীদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৫।

(*All rights reserved.*)

সংখ্যা ২৭৯২

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

অর্থনীতি।

পরিশিষ্ট।

বিজ্ঞাপন।

"নারীদেহতত্ত্ব" পুস্তকে স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বিশেষ উৎসাহিত হইয়া ঐ পুস্তক প্রকাশের ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে "নরনারীতত্ত্ব" প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এরূপ গবেষণা পূর্ণ পুস্তক দেশে যত প্রকাশিত হয় ততই ভাল, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ছয় মাসের মধ্যে দুই সংস্করণে নারীদেহতত্ত্ব যখন দুই সহস্র বিক্রিত হইয়াছে তখন স্বদেশীয়গণ যে এরূপ পুস্তকের আদর করিতে শিখিয়াছেন তাহা আমরা সুপষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি; নতুবা কখন ছয় মাস যাইতে না যাইতে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না।

গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় না থাকায় এবং গ্রাহক বর্গকে নূতন বৎসরের নূতন উপহার দিবার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় ব্যস্ততা বশতঃ কতক গুলি মুদ্রণ ভুল রহিয়া গিয়াছে; আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ সেত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষনে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহিত হইলে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

১লা জানুয়ারি
১৩নং জোড়াবাগান
কলিকাতা

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।

দুই একটী কথা।

আমরা গ্রন্থ পাঠারম্ভের পূর্ব্বে পাঠক পাঠিকাদিগকে দুই একটী কথা বলিতে চাহি।

প্রথম আমরা এই পুস্তক প্রণয়ণে ভাষার দিকে একেবারেই দৃষ্টি রাখি নাই,—যাহাতে কঠিন বিষয় সকল সহজ হয়,—যাহাতে সকলে এই পুস্তকের ভাবগ্রহ করিতে পারেন প্রাণপনে তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য যদি কোথায়ও ভাষা দোষ লক্ষিত হয় পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে পৃথিবীর কষ্টের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে কঠিন কিছুই নাই; শেষাংশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং এই অংশ স্বভাবতই কঠিন হইয়াছে। আশা করি সকলেই পুস্তকের এই অংশ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। এই অংশ ভাল রূপ আয়ত্ত না করিলে আমরা পুস্তকের শেষে যে সকল উপায় অবলম্বন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছি তাহার যথাযথ বিচার করা কঠিন হইবে।

এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের উপর এই পুস্তক লিখিত;—সেই কয়েকটী বিষয় এই:——

প্রথম, মনবিজ্ঞান (Psychology.)।

দ্বিতীয়, জীবনতত্ত্ব (Physiology.) ।
তৃতীয়; দেহতত্ত্ব (Anatomy.) ।
চতুর্থ, চিকিৎসাতত্ত্ব (Pathology.) ।
পঞ্চম সমাজ বিজ্ঞান (Sociology.) ।
ষষ্ঠ অর্থনীতি (Politicol Economy.) ।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী শাস্ত্র লইয়া এই পুস্তক লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় উল্লিখিত বিষয়গুলির একটী বিষয়েও উপযুক্ত পুস্তক নাই। কাযেকাযেই এই সকল বিষয়ের অ তারণা কালে এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে; অথচ সকলই সঙ্খেপে শেষ করিতে হইয়াছে। এই জন্য অনেকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনেকাংশে অসম্পূর্ণতা লক্ষ করিবেন। আমাদের যদি এই সকল বিষয়ের উপর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইত তাহা হইলে পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ হইয়া পড়িত, – সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সকল বিষয়ই সঙ্খেপে শেষ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য পাঠক পাঠিকার্গণ ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে যদি এই পুস্তক সকলে এক একবার পাঠ করেন তবেই সকল শ্রম সার্থক হয়; তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই পুস্তক আরও সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত হইব।

কলিকাতা
১লা জানুয়ারি ১৮৮৫ } শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল।

ভূমিকা।

গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন,—পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি স্বদেশের কি উপকারের প্রত্যাশা করেন,—কোন্ সাহসে তিনি জন সাধারণের সম্মুখে শিক্ষক রূপে দণ্ডায়মান হইলেন, এই সকল কথা সতঃই পাঠকদিগের মনে উদিত হইয়া থাকে; এই জন্যই গ্রন্থকারগণ পুস্তকের প্রথমেই ভূমিকা রূপে এই সকল প্রশ্নের যথাযথ ও যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে চেষ্টিত হইয়া থাকেন। আমরাও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া প্রথমেই কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। আশা করি পাঠক মাত্রেই আমাদের এই কয়েকটী কথা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পুস্তক পাঠারম্ভ করিবেন।

যে দিবস হইতে এ দেহে জ্ঞানোদয় হইয়াছে সেই দিবস পর্য্যন্ত জগতে অধিকাংশ লোকের অসহনীয় দারিদ্র্য ক্লেশ দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সেই দিবস হইতে মানবের পাপাচরণ সকল দেখিয়া হৃদয় ভয়ে সশঙ্কিত হইয়াছে, সেই দিবস হইতে এই নীলাকাশ পূর্ণ করিয়া যে শোক ও দুঃখের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে তাহা শুনিয়া প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে; যাহার হৃদয়ে মানব জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা অছে সে কখনই এই সকল

দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। যে দিন হইতে পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে কি দেশের, কি বিদেশের যেখানে যত মহা পণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি। দেখিলাম এই দেব দুর্ল্লভ ভারতভূমে পণ্ডিতগণ মানবের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না,—বালক শাক্যসিংহ রাজার সন্তান হইয়াও মানবের দুঃখ দেখিয়া কিসে তাহা দুরীভূত হইতে পারে এই চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন, মান, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছিলেন,—মহামুনী কপিল, পতঞ্জলী হইতে নদিয়ার নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য সকলেই এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন ও মানবের দুঃখ মোচনের উপায়ে যিনি যাহা স্থির করিতে পারিয়াছিলেন জগতে তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম ইঁহারা সকলেই এক রূপ সংসার ত্যাগ করিয়া দূরে বসতি করিয়া এই শোক, তাপ, দুঃখ ও পাপাচরণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পরামর্শ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জগতের দুঃখ ও পাপের কারণ অনুসন্ধান করেন নাই, জগতে দুঃখ ও পাপের জন্ম কেন হইতেছে তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, কেবল কিসে এই সকল জগৎ হইতে দূরীভূত হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়েই চিন্তা করিয়াছিলেন। ইহাতে জগতের সকল মনুষ্যের উপকার হয় নাই,—ইহা দ্বারা কয়েক জন লোক শোক তাপ

দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমগ্র মানব জাতিকে শোক, তাপ, দুঃখ ও পাপাচরণ ত্যাগ করে নাই। সমস্ত মানব জাতি যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ইহা কখনই সম্ভব নহে,—সুতরাং আমাদের উদ্ধারের পথ ভারত ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও আর্য্য ঋষি বাক্যে পাইলাম না,- তখন ইয়োরোপ প্রদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম তথায় মহা মহা পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা জগতের দুঃখ ও পাপের কারণানুসন্ধান করিতে ত্রুটী করেন নাই,—এই কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা জগতের দুঃখ ও পাপ দূরীভূত করিবার নানা উপায় নানা জনে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বদেশ ও বিদেশ উভয় দেশস্থ পণ্ডিতগণের চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া উভয় দিকের সামঞ্জস্য করিয়া জগতের দুঃখ ও শোক দূরীভূত করিবার উপায় প্রকাশ করিবার জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি।

উদ্দেশ্য মহৎ,—নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা এই অসম সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম তাহা হইলে জগতে আমরা উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইতাম সন্দেহ নাই। আমরা কীটানুকীট,—আমরা জগতের দুঃখ ও পাপ দূর করিবার উপায় বলিয়া দিই আমাদের এমন সাধ্য কোথায়? যে সকল মহা মহা ঋষিগণ আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন, যাঁহারা জগতের দুঃখ ও পাপ দূর করিবার জন্য জগতে জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের জন্মে পৃথিবী পবিত্র হইয়া গিয়াছে, আমরা সেই দেবর্ষীগণের বাক্য পুনর্ধ্বনিত করিতেছি মাত্র। সেই সকল দেবতাগণের নিকট যাইবার ক্লেশ গ্রহণ ক্ষমতা সকলের নাই;—সেই জন্য আমরা সহজ ভাষায় ও সরল ভাবে তাঁহাদিগের চিন্তাপূর্ণ বাক্য সকল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতেছি,—যদি এই কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে হইয়া থাকে তবে তাহাই আমরা করিয়াছি; অন্য আর সকলই সেই জগতের আলোক স্বরূপ ঋষিগণের।

প্রথমে আমরা জগতের দারিদ্র্য—ক্লেশ, ব্যাধিযন্ত্রণা ও পাপাচরণের বর্ণনা করিয়া জগতের ও মানব জাতির কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহাই দেখাইব। আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ মানব জাতি হইয়া পশু অপেক্ষাও নীচ হইয়া গিয়াছি, আমাদের ন্যায় ক্লেশ জগতের আর কেহই ভোগ করে না, আমাদের ন্যায় ক্লেশ আর কাহারই হয় না। এই কার্য্য সাধনের জন্য, দারিদ্র ক্লেশ, ব্যাধিযন্ত্রণা ও পাপাচরণের বর্ণনা করিতে যাইয়া সতঃই আমাদিগকে লজ্জাকে জলাঞ্জলী দিতে হইয়াছে, সমাজ যাহাকে অশ্লীল কহেন তাহারও উল্লেখ করিতে হইয়াছে, পাপের গভীরতর অবস্থা ভেদ করিয়াও যাইতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদিগের সভ্যাভিমানী, ধর্ম্মবেশী স্বদেশীয়গণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দূরে পলায়ন করিবেন।* ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে মিথ্যা লজ্জা

* আমার প্রণীত "নারীদেহতত্ত্ব" পাঠ করিয়া বা

বশতঃ সভ্যতাভিমানী লোকেরাও সত্যকে ঘৃণা করে, বিজ্ঞানকে অশ্লীলতাময় বিবেচনা করে, জ্ঞান চর্চ্চাকে পাপময় মনে করিয়া থাকে? আপনাপন মন পাপে মগ্ন, আপনাপন হৃদয়ে সর্ব্বদাই পাপ বিরাজ করিতেছে তাহাই যে যাহা প্রকাশ করে তাহারই ভিতরে পাপ গুপ্ত ভাবে লুক্কাইত আছে বলিয়া বিবেচনা হয়। কেহ ভয় দেখাইয়া ভারত সন্তানকে যদি নিজ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারেন তবে যথার্থই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতা যে দেশে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সর্ব্ব সমক্ষে নিজ প্রভা প্রকাশ করিতেছে সেই দেশবাসীগণ যদি মিথ্যা লজ্জা, ভয় বা ধর্ম্ম নষ্ট আশঙ্কায় নিজ কার্য্য করিতে অবহেলা করেন তবে তাঁহাকে আমরা পিতার কুপুত্র বলিব, ভারতের অপবিত্র সন্তান বলিব; ইহা বলিতে এক মুহুর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইব না।

সম্মুখে অষ্টাদশ অক্ষোহিণী সৈন্য। কুরু পাণ্ডব এক ক্ষেত্রে আত্মনাশে দণ্ডায়মান, পিতা এক পক্ষে, পুত্র অন্য পক্ষে; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধুতে বন্ধুতে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে সংগ্রাম। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডিব হস্তে রণে অগ্রসর, স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী। অর্জ্জুন একবার যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, একবার সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহণীর

নাকরিয়া অনেকে এইরূপ করিয়াছেন। শুনিতে পাই না কি তাঁহারা সম্বাদ পত্রে লিখিয়া ও ইত্যাদি করিয়া আমাকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবেন।

দিকে চাহিলেন, দেখিলেন যুদ্ধ করিলে আত্মীয় স্বজনের রক্তে ধরা প্লাবিত হইবে, পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে সখা সখাকে হত্যা করিবে; নিজ আত্মীয়া স্বজনা শত শত বিধবা হইবে। এ যুদ্ধ করিলে ইহার মত মহাপাতক আর নাই। অর্জ্জুন ধীরে ধীরে গাণ্ডিব ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সখে, আমার যুদ্ধ করা হইল না। আত্মীয় স্বজনের রক্তপাত করিয়া মহাপাতক আমি করিব না।" তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন; পুস্তক শ্রেষ্ঠ ভগবদ্গীতার সৃষ্টি হইল। তোমার কার্য্য তুমি কর,—পাপ পুন্য বিচার করিও না,—তুমি কার্য্য করিতে আসিয়াছ কার্য্য কর,—কার্য্যের ফলাফল দেখিও না। এই সকল কথা আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি,—ভগবদ্গীতার জ্বলন্ত কথা কোন ভারত সন্তান কি কখন ভুলিতে পারেন? আমরা বুঝিয়াছি, আমরা যাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি স্বদেশীয়-গণের জন্য তাহা আবশ্যক,—যে রূপে প্রকাশ করিতেছি তাহাতে দেশের উপকার হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস,—অন্য ফলাফল দেখিনা ও দেখিবও না; প্রকাশ করিলাম বলিয়া যদি পাপ করিয়া থাকি, করিয়াছি,—তাহার জন্য যদি দণ্ডিত হইতে হয় ক্ষতি নাই, কিছুরই ফলাফল দেখিনাই ও দেখিব ও না। এই কার্য্য করিতে আসিয়াছি এই কার্য্য করিতেছি, ভাল মন্দ বুঝি না,—হৃদয়ে ভাল মন্দের ভেদাভেদ জানিনা; কেহ যদি শিক্ষা দেন মস্তক অবনত করিয়া তাহা তাঁহার নিকট শিক্ষা করিব। কেহ যদি শিক্ষার পরিবর্ত্তে, উপদেশের পরিবর্ত্তে গালাগালি দেন বা

নিন্দাবাদ করেন তবে তাঁহার কথা শুনিব না। ইহার জন্য যদি অজস্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও ভোগ করিব, বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করিব না।

প্রথমে পৃথিবীর দুঃখ বর্ণন করিয়া পরে সেই সকল দুঃখের কারণ কোথায় ও কি, তাহাই দেখিব, তৎপরে সেই দুঃখ দূর কিসে হইতে পারে সেই বিষয় বিবেচনা করিব।

জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রেরই কি এই সকল বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক নহে? জিজ্ঞাসা করি, সকলেই কি দারিদ্র্য ক্লেশ, ব্যাধি যন্ত্রনা ও পাপাচরণে অহঃরহই ক্লেশ অনুভব করিতেছেন না? আমাদের চতুর্দ্দিকে কি জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় এই সকল দুঃখের অগ্নি আকাশ স্পর্শ করিয়া জ্বলিতেছে না? হায়,—এই দাবানলে বেষ্টিত হইয়া আমরা কি সকলেই "মরিলাম, মরিলাম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছি না;—এরূপ অবস্থায় যদি কেহ আমাদিগকে এই অগ্নি হইতে উদ্ধার হইবার উপায় বলিতে আইসেন তাহা হইলে কি তাঁহার কথা আমাদিগের মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে,—তাহা হইলে তাহা কি অগ্রহ্য করিয়া না শুনা কখন আমাদের পক্ষে উপযুক্ত? আমরা যাহা এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম, সকলকেই অনুরোধ করি একবার মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করুন, তৎপরে নিরপেক্ষ ভাবে ইহার দোষগুন বিচার করিয়া দেখুন;—তৎপরে যাহা আমরা বলিলাম তাহা যদি গ্রহণীয় হয় তবে কেন না সকলেই তাহা গ্রহন করিবেন, তাহা হইলে কেন আমাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিবেন?

মানবের অসহ্য ক্লেশ দেখিয়া হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়াছি বলিয়া এই পুস্তক প্রকাশে যত্নবান হইয়াছি; এ পুস্তকে যাহা লিখিতেছি সকলই হৃদয়ের হৃদয়ের কথা; মিথ্যা আড়ম্বরের জন্য এ পুস্তক নহে, এই পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গদেশে "বড় লোক" বলিয়া খ্যাত হইবার বাসনা রাখি না। হৃদয়ের কথা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া, হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া সাধারণ সমক্ষে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, যদি আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্যকে বিকৃত ভাবে কেহ না দেখেন তবেই আশা সফল হইবে; নতুবা ভাবিব নতুবা মনকে প্রবোধ দিব, বলিব যে আমাদের কার্য্য আমরা করিলাম, লোকে না শুনিল কি করিব।

একবার, হে মানব জাতি, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজ শোচনীয় অবস্থার পর্য্যালোচনা কর দেখি; এক বার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিকে দারিদ্র্য ক্লেশ, ব্যাধি-যন্ত্রণা, ও পাপাচরণ কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দেখ দেখি, একবার এই সকল দেখিয়া চির আলস্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মানব সমাজ হইতে এই সকল দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা কর দেখি। অধিক আর কি বলিবার আছে।
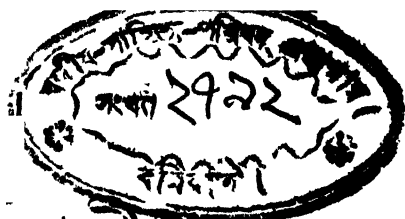
নরনারীতত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানবজাতি।

নর ও নারী।

মানবজাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। মানব পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ ও জীবের উপর আধিপত্য করিতেছে; মানব এই সুন্দর পৃথিবীর রাজা। মানবজাতির রক্ষার জন্য ঈশ্বর মানবজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—নর ও নারী। নরনারীর সংমিলনে নূতন মানবের উৎপত্তি; এইরূপে মানবজাতি ক্রমে ক্রমে বহু সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমেই সভ্যতায়, বিদ্যায় ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এক্ষণে কত কত বৃহৎ বৃহৎ নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব আর এক্ষণে একাকী বাস করে না; কোটী কোটী একত্রে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে।

দুঃখ কি।

প্রথমে দেখিলেই বিবেচনা হয় যে এরূপ মানবজাতির নিশ্চয়ই কোন অভাব বা ক্লেশ নাই। যাহারা মেঘের উপর, বিদ্যুতের উপর, জলের উপর নিজ রাজত্ব বিস্তৃত করিয়াছে তাহাদের কোনরূপ ক্লেশ থাকা কি সম্ভব? কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় মানবজাতিতে ফল ইহার ঠিক বিপরীত ফলিয়াছে; মানব দিন রাত ক্লেশের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, দুঃখ দুঃখ মহারোল মানবজাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে;—এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের যথায় যাও, প্রত্যেক নর নারীর নিকট যাও, দেখিবে কেহই সুখী নহে, সকলেই দুঃখের জন্য খেদ করিতেছে। ইহা কি স্বভাবসিদ্ধ? ইহাই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? প্রথমে আমরা ইহা দেখিব।

দুঃখ কি।

এই ফল পুষ্পে সুশোভিতা পৃথিবী, যে অতি সুন্দর ও মনোরম ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি বিধাতা বাসস্থান নানা দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া অতি মনোরম করিয়া থাকেন তবে সেই স্থানবাসীগণকে দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কখন কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব বিবেচনা হয়? যদি মানব দুঃখেই কাল কাটাইবে ইহা তাঁহার অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি কখন এই পৃথিবীকে এত সুন্দর সৃষ্টি করিতেন না। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে ইহা কেবল অনুমান মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান আবশ্যক হইতেছে। আমরা

দেখিয়াছি যে আগুনে হাত দিলে হাতে একরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে। কেন এরূপ হয়? অগ্নি হস্তে সংযুক্ত হইবা মাত্র ইহা হস্তকে বাষ্পে পরিণত করিতে চাহে; হস্ত হইতে তন্ত্রী মণ্ডলী মস্তিস্কে এই সম্বাদ দিয়া সমস্ত শরীরে এক আলোড়ন উপস্থিত করে। একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক খানি ইষ্টক খুলিলে সমস্ত অট্টালিকাটি কম্পিত হয়। সেইরূপ শরীরের একাংশে পরিবর্ত্তন ঘটিলে সমস্তাংশে পরিবর্ত্তন ঘটিতে চাহে। কিন্তু জীবনী শক্তি ইহা সংঘটিত হইতে দিতে চাহে না। এই দুই বিপরীত শক্তিতে ঘর্ষণ হওয়ায় আমরা সমস্ত শরীরে একরূপ দুঃসহ ক্লেশানুভব করি; অগ্নিতে হস্ত না দিলে এ ক্লেশ ঘটিত না। ইহাদ্বারা দেখিলাম স্বভাব স্বভাবানুযায়ী চলিতে পারিলে আমাদের কোন ক্লেশ উপলব্ধি হয় না। তাহা হইলে বুঝিলাম জীবন যে ভাবে চলিতে চাহে ঠিক সেই ভাবে চলিতে পাইলে মানবের ক্লেশ হইবার নিশ্চয়ই কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যখন আমরা দুঃখ পাইতেছি তখন আমরা কি স্বভাবের নিয়মভঙ্গ করিয়াছি বলিতে হইবে? তবে কি বলিতে হইবে যে, যে দুঃখ দুঃখ করিয়া আমরা কাঁদিয়া বেড়াই তাহা কোন শক্তিকে আমরা আমাদের উপর আপনারাই আনিয়াছি?

সমস্ত জগত নিয়মাধীন ও নিয়মে চলিতেছে, কাহারও সাধ্য নাই যে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে। কিন্তু মানবকে ঈশ্বর নিতান্ত জড় পদার্থের ন্যায় না করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য কতক স্বাধীনতা দিয়াছেন।* মানবকে যথার্থ

* See Mill on Liberty.

আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা তিনি দিয়াছেন। সেই ক্ষমতা চালনের জন্য মানব মনে জ্ঞান দিয়াছেন,*—পশু পক্ষীর মতন মানবজাতি নিয়মাধীন নহে—মানবের ভাল মন্দ বুঝিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। † উপরে দেখাইয়াছি স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ না করিলে কখন মানবের ক্লেশ-বোধ সম্ভব নহে। মানব নিজ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিল, সুখ দুঃখ বোধ করিতে লাগিল; একটীতে দুঃসহ ক্লেশ,—অপরটীতে আনন্দ—অর্থাৎ মানব স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে যাইয়া দুই প্রকারের ভাব মনে উপলব্ধি করিতে লাগিল। দেখা যাউক ইহা প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী কিনা ?

সুখ ও দুঃখ ।

জগতে একটা কিছু আছে বুঝিতে গেলে বুঝিতে হয় যে তাহার ঠিক বিপরীত একটা কিছুও আছে। যদি আলো আছে বলি তবে বুঝিতে হইবে যে অন্ধকারও আছে; নতুবা আলো হইবে কি রূপে ? এইরূপ সমস্ত বিষয়ে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে আলো ও অন্ধকার উভয়ই এক। আলো না থাকিলে অন্ধকার থাকা সম্ভব নহে, অন্ধকার না থাকিলে আলো থাকিবার সম্ভব নাই। সুতরাং কেহ বলিতে পারেন না যে আলো মন্দ ও অন্ধকার ভাল বা অন্ধকার মন্দ, আলো ভাল। ঈশ্বরের

---

* Read Locke's Human Understanding.

† ইহাও সকল দার্শনিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন।

রাজ্যে কোনটাই মন্দ নহে, আবার কোনটাও ভাল নহে, সকলই সমান। যদি এই রূপ সর্ব্বত্র হয় তবে মানব জীবনেও কেন না হইবে? সুখ থাকিলে দুঃখ থাকা আবশ্যক, কিন্তু সুখ ভাল ও দুঃখ মন্দ এভাব হওয়া সম্ভব নহে। তবে এরূপ হয় কেন? যখন এভাব হইয়াছে তখন আমাদের বলিতেই হইতেছে যে আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াই আমরা ইহা ঘটাইয়াছি; ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়মাধীন বিষয়ে কখনও এরূপ ঘটিতে পারে না; যেখানে নিয়মের শিথিলতা আছে সেই খানেই এরূপ ঘটা সম্ভব। নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই আমাদের সুখ দুঃখের ভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের দুঃখ অধিক না সুখ অধিক? যাহা আমাদের চক্ষে সহজে পতিত হয়, যাহা আমাদের সহজে উপলব্ধি হয় তাহা তাহার বিপরীত বিষয় হইতে পরিমাণে অল্প; সাদা কাপড়ে কালির দাগ লাগিলে তাহা আমরা সহজেই স্পষ্ট দেখিতে পাই;—সুখের মধ্যে দুঃখ কতক আছে বলিয়াই দুঃখকে আমরা অধিক মনে করিয়া থাকি।* দেখিলাম দুঃখ আমাদের অল্প। এই পুস্তকে কিসে সেই দুঃখ বোধ একেবারে লোপ হয় তাহাই লিখিত হইবে। প্রথমে আমরা দেখাইব এই দুঃখ কি কি প্রকারে মানব সমাজে রাজ্য করিতেছে; মানব সমাজে দুঃখ কিসে কিসে উৎপন্ন হইতেছে, পরে দেখিব প্রকৃতির কোন কোন নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষমতা আমাদের আছে, আর সেই সেই নিয়ম গুলি কি। তৎপরে সেই নিয়ম পালনার্থে কি কি

---

* ইহাও বিজ্ঞানবলে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

করা আমাদিগের আবশ্যক তাহাও লিখিব। কেহ কেহ এই স্থলে বলিবেন যে যদি দুঃখ না থাকিল তবে সুখও থাকিবে না। মানবের যে যে নিয়মে চলা আবশ্যক সেই মত চলিলে মানবের সুখ দুঃখ ভেদ জ্ঞান কিছুতেই থাকিতে পারে না। তখন সুখ ও দুঃখে একই রূপ ভাব হইবে। আমরা সেই ভাবের নাম "মত্ততা" কহিব।

দুঃখ কি কি।

আমরা কিসে কিসে দুঃখ পাই? আমাদিগের দুঃখের ও কষ্টের প্রধান কারণ দরিদ্রতা; দ্বিতীয় কারণ পীড়া ও অকাল মৃত্যু, তৃতীয় কারণ পাপাচরণ। আমাদিগের আবশ্যকীয় পদার্থের অভাবের নাম দরিদ্রতা, আমাদের জীবন দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, এক শরীর ও অন্য মন। শরীর রক্ষার্থে আমাদের আহার প্রয়োজন, বসন, বাস, বিশ্রাম ও সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলের রীতিমত পরিচালনাও আবশ্যক। মনকে রক্ষা করিবার জন্যও ঠিক মনের আবশ্যকায় কার্য্যের প্রয়োজন। এই সকলের অভাব হইলেই আমরা ক্লেশ পাই; পৃথিবার তৃতীয়াংশ লোক শরীর রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক, তাহা পায় না; দরিদ্রতা-ক্লেশ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রাজত্ব করিতেছে। মনের মত্ততার অভাবে মনের কষ্টে প্রায় সমস্ত মানব জাতি কষ্ট পাইতেছে *। এই দুইএর অভাবে জগতে

* "Ye have the poor always with you." Says the Bible

পাপাচরণ উপস্থিত হইয়াছে; একটি অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে গিয়া দুইটি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। পরে ইহা হইতে পীড়া ও পীড়া হইতে অকাল মৃত্যু জগতে আসিয়াছে। মানব জাতি ক্লেশ ভিন্ন,—শোক, তাপ, দুঃখ ভিন্ন,—আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। আমরা ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

শরীর ধারণের আবশ্যকীয় পদার্থের অভাব মানব সমাজে হওয়ায় মানব শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে—পাপাচরণ ঘটিয়াছে। উপযুক্ত আহার না পাইয়া, বসন না পাইয়া, বাস না পাইয়া, মনের মত্ততা না পাইয়া ক্রমেই পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতে অকাল মৃত্যু জন্মিয়াছে,—অকাল মৃত্যুর জন্য শোক—তাপ—মর্ম্মবেদনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোক, স্বভাব যাহা চাহে, তাহার সংস্থান ন্যায় পথে না করিতে পারিয়া বাধ্য হইয়া অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়াছে;—অন্যায় পথ অবলম্বন করায় তাহার ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত মানবের ক্লেশ জন্মিতেছে। এইরূপে পৃথিবীতে এক ভয়ানক দুঃখের অগ্নি অহরহঃ জ্বলিতেছে। প্রথমে আমরা এই দুঃখ, এই দারিদ্র, পীড়া,-পাপাচারণ জগতে কতদূর বিস্তৃত তাহাই দেখিব। পরে স্বভাবের যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার বর্ণন করিব—তৎপরে এই অবস্থায় সেই সকল নিয়মানুযায়ী চলিবার জন্য কি করা আবশ্যক তাহা দেখাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দরিদ্রতা।

আহার, বসন ও বাস।

প্রথম আমরা শরীর ধারণের জন্য যাহা যাহা মানবের আবশ্যক তাহার কতদূর অভাব মানব জাতির মধ্যে হইয়াছে তাহাই দেখিব, মন চালনের অভাব পরে বিবেচনা করিব।

একবার চারি দিকে চাহিলেই দেখিতে পাই যে দরিদ্রই * জগতে অধিক। দরিদ্রের প্রধানতঃ এই পাঁচটীর অভাব; আহার, বসন, বাস, বিশ্রাম, ও ইন্দ্রিয় পরিচালনা। দারিদ্র্য যে এ পৃথিবীর কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না,—সমস্ত পৃথিবীর দারিদ্র্য বর্ণন একরূপ অসম্ভব, এই জন্য পৃথিবীর দুইটী প্রধান দেশের দরিদ্রতার বিষয় লিখিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে উত্তমরূপে ইহার লোমহর্ষণ দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চাহি। যে দেশ জগতের মধ্যে এক্ষণে শ্রেষ্ঠ ও যে দেশবাসীগণ আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন সেই দেশবাসীগণের অধিকাংশ লোক কিরূপ অবস্থায় আছে আর আমরাই বা এই ভারতবর্ষে কিরূপ কষ্টে

---

* এ স্থলে দরিদ্র অর্থে যাহারা অর্থশূন্য তাহাদের বুঝিতে হইবে।

জীবিত আছি তাহাই দেখাইতেছি। ইহাতেই জগতের দারিদ্র কষ্টের কতক ভাব উপলব্ধি হইবে।

ইংলণ্ডের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫০ জন লোকের শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হয়। ইহারা সারা দিবস বিনা বিশ্রামে কঠিন পরিশ্রম করিতে থাকে, বস্ত্রাদি প্রায় ব্যবহার করিতে পায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের দারুণ শীতে যেরূপ বসন আবশ্যক এই অভাগারা তাহার শতাংশের একাংশও পায় না। এদেশে যেমন অধিকাংশ লোকের দরিদ্র হইলেও নিজের বাড়ী আছে; ইংলণ্ডে সে রূপ নাই। তথায় এক বাটীতে এমন কি ৫০০। ৭০০ দরিদ্র ব্যক্তি বাস করে। সুতরাং বাসস্থানও যে এই অভাগাদিগের কি রূপ তাহা বলা বাহুল্য। যাহাই হউক প্রথমে দেখা যাউক এই অভাগারা কিরূপ আহার পাইয়া থাকে। সেই আহার তাহারা কিরূপে প্রাপ্ত হয় তাহাও পরে বর্ণিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট দেশের দরিদ্রতার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য এক "কমিসন" নিযুক্ত করেন; ইহারা বলেন,* যে কৃষকগণ সপ্তাহে চার সের তিন ছটাক মাত্র (১৪০ আউন্স) আহার পাইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রত্যহ অর্দ্ধসেরের কিছু অধিক হইতেছে। "অর্থনীতি" প্রণেতা বিখ্যাত কসেট সাহেব বলেন যে ইংলণ্ডস্থ গৃহস্থ কৃষক সপ্তাহে ১২ সিলিং মাত্র

---

* For particulars see the reports of the Poor-law Commission, 1849.

উপায় করে। * এই ইংলণ্ডেই যে সকল বন্দিগণ কারাগারে পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহাদিগকে প্রায় আটসের খাদ্য সপ্তাহে প্রদত্ত হয়। বলা বাহুল্য যে যখন বন্দিদিগের আহারের হার নির্দ্দিষ্ট হয় তখন ইংলণ্ডস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান চিকিৎসকের পরামর্শ গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে বিশেষ বিবেচনার পর বলিয়াছিলেন যে একজন যে কঠিন পরিশ্রম করিবে তাহার আহার ইহার কম দিলে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা হয়। বন্দিদিগের অর্দ্ধ আহারও কৃষকগণ পায় না! কিন্তু ইহারাও কতক ভাল, † লণ্ডনের দরিদ্রগণ ইহাপেক্ষাও দরিদ্র। ইহাদের অনেকের আয় প্রত্যহ আট পেন্সের (দুই আনার) অধিক নহে,—ইহার ভিতর সমস্ত পরিবারের আহার, বেশ ও বাস আছে। বাসের জন্য অনেককে প্রত্যহ অর্দ্ধপেনী ব্যয় করিতে হয়। অর্দ্ধপেনীতে কিরূপ বাস স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অনেকানেক বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। এক কদাকার দুর্গন্ধময় বৃহৎ ভগ্ন অপরিষ্কার গৃহ,—তাহার মধ্যে বিচালি ফেলা, সেই বিচালির উপর এক অতি দুর্গন্ধময়

---

* "Our agricultural laborors afford a melancholy example of wages being so low that saving is rendered almost impossible. A married man with only 12s. a week, is insufficiently provided with many necessaries of life." Manual of Political Economy, by Henry Fawcet, p. 581.

† "Young girls shiver as they sew for bread" &c. The Poor and the Poverty.

গাদর—এই শয্যায়, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে, কেহ উলঙ্গ কেহ অৰ্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে —এই সকল স্থানে কিরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার হয় তাহা বর্ণনাতীত।* সর্বপ্রকারপাপাচরণ,পীড়া এবং অকালমৃত্যুর মূত্যের স্থান এই। শরীর ধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, হায়! এই হতভাগ্যগণ তাহার কিছুই তো পায় না—ইহার উপর আবার স্বজাতীয়গণই পশু অপেক্ষা এই হতভাগ্যদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে পুরুষ হইতে স্ত্রীলোক আরও দরিদ্র। তথায় অধিকাংশ পুরুষ দারিদ্র ভয়ে বিবাহ করে না, কাজে কাজেই অনেক স্ত্রীলোককে স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়। যাহারা এই ঘোর দরিদ্রতায় পতিত হইয়াও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন না করিবার ক্ষমতা ধারণ করে, সেই রূপ জীবের কিরূপ আয় তাহা আমরা মাহিউ সাহেবের বিখ্যাত “লণ্ডন লেবর ও লণ্ডনপুয়র” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধার করিলাম। “যাহারা পরিচ্ছদ সিলাই করে তাহারা বৎসরে ছয় মাস নিয়মিত কার্য্য পাইয়া থাকে, যখন তাহারা কার্য্য পায় তখন তাহাদের সপ্তাহে আয় ৪ সিলিং আট পেন্স। শারটার যাহারা প্রস্তুত করে তাহারা প্রত্যহ প্রাতে আট্‌টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহে ৪ সিলিং পায়। যাহারা জামা সেলাই করে তাহারা প্রত্যুষ হইতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া সপ্তাহে ২ সিলিং মাত্র পায়।” † আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই, ইহাই

---

* See Reynold's Mysteries.

† Read Mr. Mayhew's Loudon Labor & London Poor.

যথেষ্ট; নরনারী জগতে অনাহারে কত কষ্ট পাইতেছে তাহা ভাবিলে আর মুখে আহার উত্তোলনে কাহারও রুচি হয় না। যে দেশ সৌভাগ্যের জন্য বিখ্যাত সেই দেশে এই রূপ ব্যাপার; আমাদের দেশে যে কি রূপ তাহা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যাইবে না কেন? অনেকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। পৃথিবীর তৃতীয়াংশ লোক দিন রাত কঠিন পরিশ্রম করিয়াও অনেকে যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার উদরে প্রদানে সক্ষম হয় না। আর যাহারা কর্ম্মক্ষম নহে একবার তাহাদের অবস্থাও স্মরণ কর। এরূপ কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যাও জগতে প্রায় শতকরা ৭।৮ জন। যাহারা আহার পায় না তাহাদের আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি। তাহারা ঘোর পাপে মগ্ন হইবে না তো হইবে কে? যাহারা পেট ভরিয়া আহার পায় না তাহারা যে বেশ, বাস, বিশ্রাম, প্রেম কিছুই পায় না তাহা বলা বাহুল্য। মত্ততা; হায়, মানসিক মত্ততার* পরিবর্ত্তে বিষপান করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা হইতে, প্রাণের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায়। লণ্ডনে ক্ষুধা রাক্ষসী কি ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। লণ্ডনের অধিকাংশ দরিদ্র একেবারে আহার করে না; হায়, হয় তো সমস্ত দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর ৭।৮ পেন্স মাত্র উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে, বাটীতে শিশু সন্তান ও স্ত্রী অনাহারে ব্যাকুল নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া আছে, অভাগা সেই সামান্য অর্থ গৃহে লইয়া যাইয়া কি করিবে, তাহার কষ্ট

---

* Read Dean Stanley's Sermons—especially one delivered at the Westminster Hall on "the National Evils of England."

দূর করিবে। পথিপার্শস্থ দোকানে প্রবেশ কবিয়া প্রখর সুরা পান করিয়া সকল কষ্ট ডুবাইল—আর বাটীতে তাহারা কি করিল— সে কথা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহে। * ভারতেও তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইতেছে—যতই দরিদ্রতা বাড়িতেছে, সুরাপানও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুঃসহ কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার ত একটা উপায় চাই। পাপাচরণ পরিচ্ছেদে এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

এক্ষণে বিদেশ ত্যাগ করিয়া দেশে আইস। এই বিস্তৃত ভারতে প্রায় ২৫ কোটী লোক বাস করে; ইহার মধ্যে প্রায় ২০ কোটী লোক দারিদ্র কষ্ট ভোগ করিতেছে। এ দেশে আহারের কষ্ট ছিল না,—লোকে পূর্ব্বে অতিথী সৎকার না করিয়া আহার করিত না; এক্ষণে সে দিন আর নাই। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস আমাদিগের কৃষকেরা এক বেলা ভিন্ন আহার পায় না। আবার সেই অর্দ্ধাহারে যাহা তাহারা কিছু ভক্ষণ করে তাহাতে বলকারক দ্রব্য প্রায়ই থাকে না। পরিশ্রমে যাহা তাহারা উৎপন্ন করে তাহার ফসল থাকিলে তাহাদের কষ্ট কোথায়? কিন্তু নিবুদ্ধিতা বশতঃ তাহারা তাহাদের উপার্জ্জিত

* Read Dicken's Old Curiosity Shop & Reynolds' Mysteries. ইংলণ্ডস্থ উপন্যাস লেখকগণ সকলেই লণ্ডনস্থ দরিদ্রগণের অবস্থা বর্ণন করিতে ক্রটী করেন নাই।

অর্থের অর্দ্ধেকের অধিক হারায়; সুদেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।* এদেশে যাহারা দৈনিক পরিশ্রমী তাহারা গড়ে ১০ পয়সা দিন পায়। এই দশ পয়সার মধ্যে তাহাদের অন্ততঃ পাঁচ জন আহার করিতে আছে; মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আপনি। কাহারও কাহারও আরও আছে, প্রায় অধিকাংশের একটী পিশি, মাশি বা একটী বিধবা ভগ্নীও আছে; ইহাপেক্ষা কম আহার করিবার লোক অল্পেরই আছে। সুতরাং দুই পয়সায় বা এক পয়সায় কিরূপে এক জন লোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহা একবার বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালার নীচ জাতির মধ্যে দারিদ্র্য ক্লেশ তত কঠোর নহে, কারণ তাহারা আহারীয় দ্রব্য অনেক বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে পাইয়া থাকে। অনেকেই মৎস্য ক্রয় করে না,—অথচ মৎস্যই বাঙ্গালীর এক প্রধান খাদ্য।† কিন্তু এ সুখও অধিক দিন আর রহিবে না। বাঙ্গালীর দরিদ্রতা মধ্যবিদ্ ভদ্রলোকের মধ্যে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিয়া একবার বেহারে যাও—দেখিবে দারিদ্র্য

---

* ইহারা যখন ধন পায় তখন জ্ঞান থাকে না। অনর্থক ধন ব্যয় করে; কত দান করে তাহারও স্থির নাই। এইরূপ ভাবে চলিলে ধন কতদিন থাকে? যখন ফুরাইয়া যায় তখন ইহারা ধার করিতে আরম্ভ করে। ধার করিলে সুধিবার নিয়ম এইরূপ। এক কাটা ধান ধার লইলে দুই কাটা ধান দিয়া পরিশোধ করিতে হয়।

† See W. W. Hunter's Rural Bengal &c.

কষ্ট কি ভয়ানক রূপে তথায় রাজ্য করিতেছে। সেখানে অনেকে কঠিন পরিশ্রম করিয়াও চারি পয়সা দিন উপার্জ্জন করিতে পারে না। আবার চারি পয়সায় হয়তো আটটী জীবন রক্ষা করিতে হইবে। অনেকের অদৃষ্টে আহার অনেক দিন জুটে না—অধিকংশে সামান্য ছাতু ও লঙ্কা বা ভুট্টা খাইয়াই জীবনাতিবাহিত করে। বসন অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না—অনেকের বাসস্থান দেখিলে ক্রন্দন সম্বরণ করা যায় না। একবার দরিদ্রের গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, করিলে দেখিবে যে অনেক পশু ও ইহাদের অপেক্ষা ভাল রূপে বাস করে। আরও উত্তরে যাও—আরও কষ্ট, বিশেষ একবার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কঙ্কন প্রদেশে যাও—তথায় লোকে অনেক দিন দুর্ব্বাঘাষের শিকড় খাইয়া জীবন কাটায়।* এই ভয়ানক অবস্থার উপর আবার সময় সময় দুর্ভীক্ষ রাক্ষসী দর্শন প্রদান করেন, তখন যে এই সকল হত-ভাগ্য দিগের অবস্থা কি ভয়ানক হয় তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।† তখন মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করে; মানব মানব মাংস আহার করে; পথে মানব দেহে পদাচারণ কঠিন হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা নগরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নগরই দারিদ্র্যের প্রধান বাসস্থান কারণ যাহারা একটু ক্লেশ অনুভব করে তাহারাই নগরে আইসে—মনে করে বুঝি নগরে যাইয়াই কর্ম্ম জুটিবে, অর্থ মিলিবে।

* Life of a Bengal Peasant by Revd. Lal Behari Dey.

† See *Bengal Famine & Famine Campaign.*

দেখা যাউক কলিকাতা নগরীতে দরিদ্রের অবস্থা কি রূপ। কলিকাতার দর্জ্জি, মিস্ত্রী, নাপিত ইত্যাদি লোকেরা দিন গড়ে ছয় আনা উপার্জ্জন করে। জুতা সেলাই মুচি গড়ে তিন আনা, এবং মজুর, মুটে ইত্যাদি গড়ে দশ পয়সা, উপার্জ্জন করে। সকলকারই এই অর্থে অন্ততঃ পাঁচ জন লোক খাইতে আছে। সুতরাং যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদিগের অধিকাংশই দিন আট আনার অধিক পায় না; এদিকে আবার কেহ কেহ চারি পাঁচ পয়সাও পায়। সুতরাং কাহারও কাহারও এক পয়সার মধ্যেও ভরণ পোষণ চালাইতে হয়। যদি অনেকের ভরণ পোষণ করিতে না হইত, যদি এই সামান্য অর্থের উপর দান না থাকিত, অপব্যয় না থাকিত, তাহা হইলে লোকের দারিদ্র্য ক্লেশ অনেক কম হইত সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশে অন্ন ব্যয় করিয়া অধিকাংশ পরিবারের চারি পয়সার অধিক আহা দিন জুটে না। সুতরাং অর্দ্ধাহার বা অনাহার বঙ্গের সর্ব্বত্র; বিশেষ এক্ষণে মধ্যবিদ্ লোকগণের মধ্যে। বঙ্গের পুরুষ হইতে স্ত্রী লোকে অনাহার কষ্ট অধিক সহ্য করে—অনুসন্ধান কর জানিবে যে মাসের মধ্যে ১০। ১২ দিন তাহারা একেবারে আহার পায় না,—যে কয় দিন পায় তাহাও পেট ভরিয়া নহে। স্বামী ও সন্তানদিগকে আহার করাইয়া ইহাদের ভাগ্যে অল্পই জুটে, শাক পাতা খাইয়া ভারতবাসী ক্ষুধা নিবৃত্তি করে—কিন্তু ইহাতে জীবন কয় দিন রক্ষে? পীড়া ও অকাল মৃত্যু ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছে। ভারত বাসীর বাজে ব্যয় অনেক আছে তাহাতে আবার [illegible] দিগে কতক গুলি বিলাস দ্রব্য প্রায় আবশ্যকের

মধ্যে পরিণত হইতেছে—সুতরাং ভারতবর্ষে সকলেই কি ভদ্র কি অভদ্র কি সহস্র মুদ্রাধিপতী কি ভিখারী সকলেই উপযুক্ত আহার পায় না,—পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—সুতরাং আমাদের বেশ ও বাস ভাল মন্দের বিষয় কি ?

শ্রম ।

মানবের আহার বসন বাস ইত্যাদি যেরূপ প্রয়োজন, শ্রমও তদ্রূপ। শ্রম আর কিছুই নহে—শরীরের সমস্ত যন্ত্রের পরিচালনা মাত্র। শ্রম করিলে শরীরস্থ যন্ত্রাদির চালনা হইতে লাগিল, সেই চালনার দ্বারা শরীরের ক্ষয় হইতে লাগিল, সেই ক্ষয় পূর্ণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন। যখন কোন একটা বিষয় অপর আর একটা বিষয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলি তখন তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষয়ের পক্ষে সেই বিষয়টী যে পরিমাণে থাকিলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণেই আছে—অধিকও নাই অল্পও নাই ; যদি অধিক থাকিল তবে তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার উপস্থিত হইল, আবার অল্প থাকিলেও তদ্রূপ। শ্রমের সহিত আমোদ (Excitement.) থাকাও কর্ত্তব্য, কারণ যদি মনের সহিত তোমার বাহ্যিক কার্য্যের অনৈক্য হইল তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে ও শরীরে পরিবর্ত্তন হইয়া তোমাকে কষ্ট দিবে। এই জন্য বিখ্যাত হিজিলসনসাহেব বলিয়াছেন,"পরিশ্রম যে কেবল আমাদের শারীরিক আবশ্যকেই সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এরূপ নহে। আমাদের সমস্ত প্রকৃতি কেবল শারীরিক শ্রম

ব্যতীত আরও কিছু চাহে; আমাদের সকলের মধ্যেই এক রূপ আনন্দময় চঞ্চল জিপ্‌সিদিগের* ন্যায় ইচ্ছা আছে, এই ইচ্ছা নষ্ট না করিয়া পরিস্ফুট করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"* দেখা যাউক এই অত্যাবশ্যকীয় পরিশ্রম মানব সমাজে কিরূপ প্রচলিত। ইংলণ্ডস্থ কৃষকদিগকে প্রান্তরে প্রত্যহ ১৪ঘণ্টা করিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তৎপরে গৃহে নিজ আবশ্যকীয় পরিশ্রমও গড়ে প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আহারের, ভ্রমণের, ইত্যাদি পরিশ্রম প্রত্যহ অন্ততঃ ২ ঘণ্টা করিতে হয়। তাহা হইলে দেখিলাম একজন কৃষকের প্রত্যহ ১৯ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, এই পরিশ্রমে যে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা কি অর্দ্ধসের আহারে পূর্ণ কখনও হইতে পারে? সুতরাং এইরূপে প্রত্যহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যে জীবন শত বৎসর রহিত তাহা ৪০ বৎসর মাত্র রহিল না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে লণ্ডনস্থ জামা সেলাইকার রমণীগণ ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খাটিয়া —অর্থাৎ প্রত্যহ ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ২৲ সিলিং মাত্র সপ্তাহে উপার্জ্জন করে, ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নিজ কার্য্যে

---

* "Indeed there is something involved in the matter far beyond any more physical necessities. All our natures need something more than mere bodily exertion: they need bodily enjoyment. There is, or ought to be, in all of us a tough of gypsy nature, which should be trained and not crushed." *Hegginson.*

—অর্থাৎ রন্ধনে, বস্ত্র পরিষ্করণে ইত্যাদিতে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিলাম এই হতভাগ্যগণের প্রত্যহ ২১ ঘণ্টা পরিশ্রমে যাহা ক্ষয় হইল তাহা ৩ পেন্সে রক্ষা করিতে হইতেছে। এই তিন পেন্সেরও সমস্ত তাহারা আহারের জন্য পাইতেছে না। ইহার মধ্যে গৃহভাড়া বস্ত্রাদি অন্যান্য খরচ আছে। এতদ্ব্যতীত এই অর্থে তাহারা কেবল একক আহার করিতে নহে। হয় তো প্রত্যহ কেবলমাত্র এক পেন্সের দ্রব্য আহার করিয়া তাহাদিগের জীবনাতিবাহিত করিতে হয়। এক পেন্সে লণ্ডনে এক পোয়া দ্রব্যও পাওয়া দুষ্কর; সুতরাং এই ন্যূনাধিক এক পোয়া দ্রব্য আহার করিয়া তাহার এই পরিশ্রমের ক্ষতিপূরণ করিতে হইতেছে; ইহাতে পীড়া বা অকাল মৃত্যু যদি না হইবে তবে আর কিসে হইবে?

ভারতবর্ষের দরিদ্রের অবস্থা ইহা হইতে উত্তম নহে; ইহাদিগের গড়ে প্রত্যহ ১৬। ১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এই পরিশ্রম করিয়া ইহারা কিরূপ আহার সংস্থান করিতে পারে। কতকগুলি লোকের শরীর ধারণের নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল সঞ্চয় করিতে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম করিয়াও ইহারা ইহার উপযুক্ত আহার পায় না; আবার কতকগুলি লোকের আহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই পরিমাণে শ্রম নাই। ইংলণ্ডস্থ বড়লোকদিগের মধ্যে আলস্য অল্প,—যাহার অন্য কার্য্য নাই তিনি ক্রীড়ায়,—মৃগয়ায় ইত্যাদি নানা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সেরূপ নহে,

আমাদের দেশের ধনাঢ্যগণ গড়ে দিন আহারাদিতে দুই ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করেন। কেহ কেহ এখনও আছেন যে অর্দ্ধ ঘণ্টাও পরিশ্রম করেন না। ইহাঁদের শরীর যে এই অলসতা হেতু রীতিমত চলিতে না পারিয়া শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িবে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং দরিদ্রেরা অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া মানব শরীরের যেরূপ অনিষ্ট করিতেছে, ইহাঁরা পরিশ্রম না করিয়াও ঠিক সেইরূপ করিতেছেন; দরিদ্রেরা পরিশ্রম করিয়া যেরূপ দুঃখী, ধনীগণ পরিশ্রম না করিয়া তেমনি দুঃখী।

ইন্দ্রিয় পরিচালনা।

শরীরের সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযুক্ত রূপ পরিচালনা নিতান্ত আবশ্যক। আহার, বসন, বাস কিছুতেই শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারে না যদি শরীরের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিচালিত না হয়। উপযুক্ত আহার পাইলে তবে পাকস্থলীর উপযুক্ত পরিচালনা হয়। উপযুক্ত ভ্রমণ থাকিলে তবে পদের উপযুক্ত পরিচালনা হয়। আমরা শ্রম আখ্যায় দেখাইয়াছি যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা আমাদিগের মধ্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে কাহারও বা অত্যধিক অঙ্গ প্রতঙ্গের চালনা হয়, কাহারও একেবারে হয় না—আহার বসন, বাস ও সাংসারিক সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার উপর শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ প্রতঙ্গের সুমন্ধ—কিন্তু জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাহা নহে। বলা বাহুল্য যে, দরিদ্রই হউক বা ধনীই হউক ধনের সহিত জননেন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ

নাই—আর ইহাও বলা অতিরিক্ত যে আহার,বসন,বাস শরীর সুস্থ রাখিবার পক্ষে যেরূপ আবশ্যক জননেন্দ্রিয় পরিচালনাও তেমনি প্রয়োজন। প্রথমে দেখা যাউক মানব সমাজে ইহার অপরিচালন কতদূর বিস্তৃত ও তাহার ফলই বা কি ?

কামেন্দ্রিয়কে একবারে নষ্ট করা যে অতি উত্তম কার্য্য ও মনুষ্য মাত্রেরই এই কার্য্য করা বিশেষ কর্ত্তব্য ইহা বহুকাল হইতে সভ্য সমাজ মাত্রেই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু জননেন্দ্রিয় পরিচালনা একেবারে স্থগিত রাখিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে এক সহস্র মিলে কিনা সন্দেহ—পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এবিষয়ে যথেষ্ট অধিক হইবে। যখন দেখিতেছি শরীরের কোন অঙ্গই আমাদের সুস্থাবস্থায় নাই, যখন দেখিতেছি—পীড়া আমাদের সাথের সাথী হইয়া উঠিয়াছে।* তখন কেমন করিয়া বলিব আমরা ঠিক স্বাভাবিক নির্দেশানুসারে চলিতেছি। দেখিয়াছি যে জননেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে সেও পীড়িত, আবার দেখিয়াছি যে, যে অত্যধিক ইহার পরিচালনা করিয়াছে সেও পীড়িত। একক্ষণে দেখা যাউক পৃথিবী মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনার দ্বারা কি ঘটিতেছে। সকল শরীরে সকল সহে না; হয়তো এক ব্যক্তির দিন ২০ক্রোশ হাঁটিয়াও ক্লেশ হয় না, আবার আর এক ব্যক্তির দুই ক্রোশ হাঁটিলেই অতিশয় ক্লেশানুভব হয়,—জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ।

---

* আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন "[illegible] ব্যাধি মন্দিরং।"

একজন গ্রীক যুবকের প্রত্যহ ১৪ বার স্ত্রী সহবাস করিয়াও বহু বৎসর ধরিয়া কোন পীড়া হয় নাই * আবার চারি দিকে চাহিলেই দেখিতে পাই যে অনেকে এক বার সহবাস করিয়া পীড়িত হইতেছে। যাহারা বারবনিতা তাহারা ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা তত অত্যধিক পরিমাণে সাধিত হয় না; যে হেতু অনেক সময়ে তাহাদের গর্ভবতী থাকিতে হয়। একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক অনুমান করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের প্রায় শত করা ৬৫ জনের পীড়ার গুপ্ত কারণ এই অত্যধিক ইন্দ্রিয় চালনা। এমেরিকার এক জন চিকিৎসক বলেন যে মানুষ যে ক্রমেই স্বল্পায়ু হইয়া আসিতেছে তাহার কারণও অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা। † কোন ইন্দ্রিয়কে অত্যধিক চালনা করিলে শীঘ্রই সে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে। তখন যদি সেই ইন্দ্রিয় হইতে আর কিছু সম্ভূত হয় তাহা কখনই যেমন তাহার সবলাবস্থায় হইত সেরূপ সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। কত পীড়া কত ভাবে স্বভাবের এই নিয়ম ভঙ্গ বশতঃ মানব সমাজে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা পীড়া নামক পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে।

এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে আমাদের কোন অঙ্গই স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতেছে না—এই ব্যাধি সংযুক্ত দেহ হইতে যে সন্তানের জন্ম হইতেছে সে দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় বিশদ রূপে লিখিত হইবে।

---

* See M. Lallemonds on Spermatorrhoea.

† See Marriage & Parentage.

মন।

বাষ্পীয যন্ত্র যেরূপ, শরীরে মন সেরূপ। শরীর বাহ্যিক জড় পদার্থে ঘটিত; মন শক্তিতে ঘটিত। শরীরের যেমন সমস্ত অঙ্গ নিয়মে চলে, মনের সকল অঙ্গও তেমনি নিয়মে চলে; শরীরের পক্ষে পরিশ্রম আবশ্যক, মনের পক্ষেও পরিচালনা আবশ্যক। মনের একটী বৃত্তি কাম, এই কামকে একেবারে নষ্ট করাও যেরূপ অন্যায়, ইহাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ গর্হিত। মনের একটী বৃত্তি বুদ্ধি—ইহাকে অপরিচালনা করাও যেরূপ অকর্ত্তব্য, ইহাকে অযথা পরিচালনা করাও তেমনি গর্হিত। সকলেই দেখিয়াছেন রাগ হইলে তৎপরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরে একরূপ ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে। আমরা এক্ষণে দেখিব মনের বৃত্তি সকলের অপরিচালন আমাদিগের মধ্যে কতদূর।

শরীরে ক্লেশ হইলে আমরা যন্ত্রণা কহি, মনে * ক্লেশ জন্মিলে আমরা দুঃখ, শোক ইত্যাদি কহি। শরীরের অভাব কথঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল, এক্ষণে মনের অভাব বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইবে। শরীর কার্য্য করে, মন কার্য্য করায়, সুতরাং মনের একটি প্রধান বৃত্তি "কিছু করিবার ইচ্ছা।" † এই ইচ্ছা মানবের প্রায়সর্ব্বদাই অপরিতৃপ্ত রহে। শরীরের

---

* এস্থলে মন অর্থে শরীর ব্যতীত বা শরীরের মধ্যে জড় পদার্থে ঘটিত নাই এরূপ মানবের যাহা আছে তাঁহার সমস্ত গুলিকেই বুঝিতে হইবে।

† Excitement.

সুস্থাবস্থাকে আমরা স্বাস্থ্য কহি। মনেরও ঠিক ঐরূপ একটি সুস্থাবস্থা আছে। ঐ অবস্থাকেই আমরা মত্ততা কহি। মানবের মনে এই প্রধান আবশ্যকীয় বিষয়, কিন্তু মানব যেমন উপযুক্ত আহার না পাইয়া পীড়িত হইয়াছে তেমনি এই মত্ততা না পাইয়া মনে পীড়িত হইয়াছে। যেমন লোকে খাদ্য না পাইয়া লতা পাতা খাইয়া পীড়িত হয় তেমনি মত্ততার উপযুক্ত দ্রব্য না পাইয়া, কেহ কামে, কেহ ক্রোধে, কেহ ধনে, কেহ সুরায় মত্ত হইয়া শরীরকে ও মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতেছে। সুতরাং কাহারই মন আর প্রকৃতস্থ নহে। যেমন শরীরের কতকগুলি দুর্ঘটনা* প্রায়ই ঘটে অর্থাৎ যেমন হঠাৎ এক স্থান কাটিয়া গেল, হঠাৎ এক স্থান দগ্ধ হইল, তেমনি মনের নানা কারণে কতকগুলি দুর্ঘটনা আছে। অকাল মৃত্যু তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু সকল কষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হয় না।† পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশস্থ সকল জাতির সকল লোকের মনে দুঃখ ব্যতিত আর কিছু দেখিতে পাই না। মনের বৃত্তি সকলের পরিচালনা আমাদের একে

---

* Accidents.

† স্বভাবের একটী নিয়ম দুর্ব্বলকে বলিষ্ঠ গ্রাস করে। যদি কোন কাষ্ঠ বহুদিবস পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপর রহে, তবে তাহা প্রস্তর হইয়া যায়। মনের সম্বন্ধেও এই নিয়ম; যদি প্রত্যহ মিথ্যাকথা কহি তাহা হইলে মিথ্যা কথায় আর ক্লেশ হইবে না। যদি প্রত্যহ প্রাণী হত্যা করি তাহা হইলে প্রাণী হত্যায় আর কষ্ট হয় না।

বারে হয় না। কি ধনী বা কি নির্দ্ধনী সকলকারই মনের আবশ্যকীয় বিষয়ের অভাব। সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্ব লোকের মধ্যেই কতক গুলি লোককে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা- দের শারীরিক কোন বিষয়ের অভাব না থাকা সত্ত্বেও তাহারা মনে মনে কষ্ট ভোগ করে। যদি তুমি তোমার দয়ার পরিচালনা না কর—তোমার দয়া বৃত্তি যে একেবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইবে; কেবল ইহাই নহে,—মনের একটা কার্য্য আবশ্যক,—দয়া যদি একেবারে না থাকে তবে হিংসা দ্বেষ অতিশয় প্রবল হইবে; এবং এই সকল বৃত্তি অত্যধিক প্রবল হওয়ায় মনে ক্লেশের উৎপত্তি হইবে। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। বোধ হয় এবিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিবার আবশ্যক নাই;—পরে এবিষয়ে আরও লিখিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যাধি।

পীড়া কি।

যেরূপ দারিদ্র্য দুইপ্রকার ব্যাধিও ঠিক সেইরূপ দুইপ্রকার—শারীরিক ও মানসিক। প্রথমে আমরা শারীরিক ব্যাধির বিষয় আলোচনা করিব পরে মানসিক ব্যাধির উল্লেখ করিব। শারীরিক ব্যাধিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিব—এক সাধারণ ব্যাধি—ও অন্য জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ব্যাধি। এক্ষণে দেখা যাউক এই সকল পীড়া কি প্রকার আকারে ও কত প্রবল্ রূপে মানব সমাজে রাজত্ব করিতেছে।

কোন না কোন ব্যাধি নাই এ রূপ লোক মানব সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ পীড়া পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়া এক্ষণে এক রূপ সমস্ত মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম করিয়াও সকল পীড়ার কারণ নির্দ্দেশ ও তাহার এপর্য্যন্ত উপায় বিধান করিতে পারেন নাই—কত কালে যে পারিবেন তাহারও স্থিরতা নাই। যাহা দ্বারা স্বভাবের নিজ অবস্থা ঠিক রাখিবার সাহায্য করে তাহার নাম ঔষধ; যথায় কোন বস্তু সম্পূর্ণ

অস্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—তথায় সেই বস্তুকে অস্বাভাবিকত্ব হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিতে হইলে ঔষধের দ্বারা ক্ষণ কালের জন্য সেই কার্য্য সমাধা হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং ঔষধ অগ্রে নহে, অগ্রে স্বভাবের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক।

পীড়া কাহাকে বলি? স্বভাবের নিজ অবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য তাহার যে চেষ্টা সেই চেষ্টার নাম পীড়া।* তোমার জ্বর হইল;—অর্থাৎ কোন গতিকে তোমার রক্ত যে অবস্থায় বহমান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা না হইয়া অন্যরূপ হইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; স্ব ভাব তাহা হইতে দিবে কেন? সুতরাং সে নিজ অবস্থা ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এইরূপে তোমার রক্ত উষ্ণ হইয়া বাষ্পে পরিণত হইতে চাহে—শরীর তাহা হইতে দিবে না সুতরাং তোমার জ্বর হইল। অনেকানেক দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা দেখাইতেপারি যে ব্যাধি আপনি হয় না—যেখানে নিজের কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না সেখানে হয় পিতার না হয় অন্য কাহারও দোষ নিশ্চয়ই আছে—স্বভাবের নিয়ম কাহারও দ্বারা না কাহারও দ্বারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা হইতেই পীড়ার উৎপত্তি। এক্ষণে দেখা যাউক এই পীড়া কত প্রকারে মানব সমাজে রাজ্য করিতেছে। মানব ব্যাধিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে—এক্‌প্রকারের ব্যাধি হইলে তাহারা কোন আত্মায়

---

* Read the works of Dr. Combe and Liebig.

কার্য্য বিবেচনা করে না কিন্তু আবার আর একপ্রকারে ব্যাধি হইলে তাহারা অতি লজ্জার বিষয় মনে করে। সুতরাং এক প্রকার পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা হয়, অন্য প্রকারের তাহা হয় না। আমাদিগের কি বলিতে হইবে যে শেষোক্ত পীড়া জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। যেটা অধিক অযত্নে রহে, যাহাকে দূরীভূত করিতে কোন চেষ্টাই হয় না তাহার বৃদ্ধি অধিক হয়—সুতরাং জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়ায় মানব অধিক ক্লেশ পায়। আমরা তাহাই অগ্রে এই সকল পীড়ার উল্লেখ করিব পরে অন্যান্য পীড়ার বিষয় লিখিব।

রেত স্খলন।

কত রূপ পীড়া এই পীড়া হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে প্রথমে দেখা যাউক এই পীড়া কি। বিনা ইচ্ছায় ও বিনা কারণে অপরিমিত ভাবে রেতস্খলন হইতে থাকিলে রেতস্খলন বা ইংরাজিতে স্পারমাটোরিয়া * কহে। এই রেতস্খলন রাত্রি কালে ও দিবসে হইতে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে স্বপ্নে সহবাস বশতঃ যে রেতস্খলন প্রায়ই হয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পীড়া নহে, তাহা কেবল স্বভাব যে স্বভাবের আবশ্যকীয় পরিচালনা যাহে তাহারই নিদর্শন মাত্র। যাহারা স্বভাবের এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া এই সময়ে জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা না করে তাহাদিগের রেতস্খলন ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে—স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। এমন কি এক রাত্রি মধ্যে ৪। ৫ বার রেতস্খলন হইয়া একবারে শরীর

† Spermatorrhœa.

দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যতই এই পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই জননেন্দ্রিয় সকল তেজহীন ও দুর্ব্বল হইয়া আইসে, ক্রমে দিবসে এমন কি প্রস্রাবের সহিত রেত স্রাব হইতে থাকে। মস্তিষ্ক ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সমস্ত তন্ত্রী মণ্ডলী * একেবারে দুর্ব্বল হইয়া যায়—অবশেষে ধ্বজভঙ্গ পীড়া জন্মে,—ক্রমে হৃদয়ে বেদনা, পেটের গুরুতর পীড়া, মস্তক বেদনা,—হিস্টিরিয়া অবশেষে উন্মত্ততা সংঘটিত হয়। অনেকস্থলে এই পীড়ার শেষ একরূপ পক্ষঘাত রোগ দ্বারা অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। †

এই পীড়া আমাদিগের মধ্যে কত দূর বিস্তৃত তাহা একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেই জানিতে পারা যায়—বোধ হয় শতকরা অন্ততঃ ২৫ লোক এই পীড়ায় ক্লেশ পাইতেছে। ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখক রুসো ‡ নিজ পুস্তকে তাঁহার এই পীড়ার উল্লেখ করিয়া বিশেষ দুঃখ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তর লালিমাও বিবেচনা করেন যে বিখ্যাত পাস্‌ক্যাল সাহেবের ও সার আইজাক নিউটনেরও এই পীড়া অতিশয় কঠিন ভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি বিবেচনা করেন যে বড় লোকের মধ্যে আরও অনেকের এই পীড়া ছিল।

জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার।

যে রূপ জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালনা বশতঃ এই পীড়া হয়

* Nervous system.
† Lalimand.
‡ Rasseau.

জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহারেও * এই পীড়া হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালন মানব সমাজে অল্প, কিন্তু অপব্যবহার তাহা নহে—ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যে এতই প্রচলিত যে ভাবিলে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে হয়। অতি বাল্য কাল হইতে বালক বালিকাগণ ইহা শিক্ষা করিয়া গোপনে ইহাকে এতই প্রশ্রয় দেয় যে শেষে ইহার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে—শেষে কেহ কেহ দিন ২০ বার এই কদর্য্য কার্য্যে আপনাকে কলঙ্কিত না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু আত্মবিহার † দোষে দূষিত নহে এমন একটী লোকও দেখিতে পাই নাই। তবে এটী সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে আমাদের দেশে স্ত্রী লোকদিগের মধ্যে এই পাপাচারণ তত চলিত নহে। ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে—বিশেষ প্যারিস নগরে এই জঘন্য বৃত্তি নর নারীর মধ্যে এতই প্রচলিত যে সে সকল শুনিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। তথায় কতক গুলি স্ত্রীলোক সহবাসের পরিবর্ত্তে পুরুষ দিগের সহিত এই বৃত্তি চালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ‡। তথায় অনেক ভদ্র মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুর বা বিড়াল দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয় যত না উক্ত হয় ততই ভাল কিন্তু যখন পীড়া হইয়াছে তখন সেই পীড়াকে দূরীভূত করিতে হইবে। যদি পীড়া গোপন করিলাম তবে তাহার ঔষধি ব্যবস্থা কি রূপে

---

* Musterbation. † Self-polution.

‡ Read M. P. Duchatelet's work.

হয়। মানবকে এই সকল জানিতে দেও—এই সকল জানিয়া তাহাদের লজ্জিত হইতে দেও, তাহাদিগকে দেখিতে দেও যে মানব কতদূর অধঃপাতে গিয়াছে—পশু হইতেও তাহারা কত নীচ হইয়া গিয়াছে—তাহার পর যদি এত দেখিয়া ও শুনিয়া তাহাদের জ্ঞানে দয় হয়;—যদি তাহাদের মনুষ্যত্ব পুনর্ব্বার দর্শন দেয়, এই অবস্থা হইতে উত্থানের আশা,—নতুবা নহে।

কেবল যে এক্ষণে ইহা প্রচলিত এমত নহে—যখন রোম-রাজ্য সভ্যতার চরম সীমায় উঠিযাছিল—তখন সেই উন্নত সময়ে রোমে প্রকাশ্য ভাবে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য উৎসবে এক জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এই কার্য্য করিতেন * যখন পারিস নগরে ভয়ানক বিদ্রোহাগ্নি উপস্থিত হইল, যখন জ্ঞানের (Reason) পূজার জন্য যুবতীগণ পূজিত হইতে লাগিলেন তখন পারিস নগরেও প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য † চলিয়াছিল। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুসো তাঁহার "ইমিলকে" ‡ বরং স্ত্রীসহবাস করিতে

---

* Read any Ancient History of Rome

† Histry of the French Revolution

‡ Shouldst thou fall into the unhappy habit of self-polution, my poor Emille, I would pity thee; but I would not hesitate a moment; I would bring thee at once to know woman's society, well aware that it is far easier to detach thee from her than from thyself. *Rousseau's Emille.*

পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন " দেখিও যেন ইহাতে লিপ্ত হইও না।" ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে রুসোর সময়ে এই ব্যাপার কতদূর ফরাসী সমাজে প্রচলিত ছিল। জিজ্ঞাসা করি এই উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে কোন সমাজের কোন ব্যক্তি ইহার হস্ত হইতে মুক্ত আছেন কি? যদি বুঝিতাম ইহা হইতে কোন পীড়ার উৎপত্তি হয় না তাহা হইলে আমাদিগের কোন আপত্তির বিষয়ই থাকিত না। কিন্তু যখন দেখিতেছি ইহা হইতে মানব সমাজে ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে তখন আর নীরবে কিরূপে থাকিতে পারি? যাহা উপরে লিখিত হইল এই সম্বন্ধে ইংরাজিতে অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে—তাঁহার মধ্যে ডাক্তার খাঁ সাহেব প্রণীত বিবাহ (Marriage) নামক পুস্তকে ইহার কুফল ও পীড়ার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া হইয়াছে—বাঙ্গালা ভাষায়ও কয়েক খানি পুস্তক এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায়ই বিখ্যাত ফরাসী, ডাক্তার লালিমণ্ড সাহেব প্রণীত " রেতঃস্খলন " (Involuntary Seminal discharges) নামক পুস্তকের তুল্য পুস্তক লিখিত হয় নাই। সকলকারই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। উপরে যাহা লিখিত হইল, সারাংস তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের এই পুস্তকে এই বিষয় অধিক লিখিবার স্থান নাই, যে যৎ কিঞ্চিৎ লিখিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

অস্বাভাবিক ব্যবহার।

জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিলে যেমন " রেতঃস্খলন "

পীড়া জন্মে আবার জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ব্যবহার করিলেও এই পীড়া জন্মে। 'পুং মৈথুন * ইত্যাদির নাম অস্বাভাবিক ব্যবহার। ইহাও মানব সমাজে কম প্রচলিত নহে। যদিও ইহা রাজ দণ্ডে দণ্ডনীয় তত্রাচ ইহার প্রচলন নিতান্ত অল্প নহে—তবে পূর্ব্বকালে যেরূপ প্রচলিত ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। আমরা সত্য প্রকাশ করিতে লেখনি ধারণ করিয়াছি—সুতরাং যাহা সত্য তাহা বলিয়া যাইব; লোকের হাসি নিন্দা কিছুই দেখিব না। আমরা দেখাইব আমাদিগের কত দূর অধঃপতন হইয়াছে তাহার জন্য—সত্যের জন্য যদি বাহ্যিক লজ্জাকে আমাদিগের বিদায় দিতে হয় তাহাও দিব। কারাগারে এই কার্য্য অধিক সংঘটিত হয়—বেশ্যাদিগের মধ্যেও ইহার প্রচলন অল্প নহে, বিদ্যালয়ের বালক গণের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন এখনও লক্ষিত হয়। এক সময়ে পুর্ব্ব কালে প্রায় প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য সম্পন্ন হইত। কে না শুনিয়াছেন যে মুসলমান দিগের রাজ্য কালে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রকাশ্য রাজ পথে নানা বেশে সজ্জিত হইয়া বালকগণ বসিয়া থাকিত ও অর্থ লইয়া এই পাপাচরণ কার্য্যে,—এই অমানুষিক ব্যাপারে, এই পাশব কার্য্যে আপনাদিগকে বিক্রয় করিত? রোমান রাজ্যেও ইহা একসময়ে বিশেষ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।† ফরাসী লেখক ভলটেয়ার, কবিলে ও অপরাপর অনেকেইহার

* Sodomy.

† Read the work of Juveual & Martial.

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন * ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে এমন কি বিখ্যাত রাজা ফ্রেডিরিক দি গ্রেট (Frederic the great) ইহাতে আসক্ত ছিলেন।

যে যে কারণে রেতঃস্খলন পীড়ার উৎপত্তি হয় ও এই পীড়া কি ভাবে মানব সমাজে বিস্তৃত হইয়া ক্রমেই মানব জাতিকে ক্ষীণ ও স্বল্পায়ু করিয়া তুলিতেছে তাহা সংক্ষেপে এক রূপ লিখিত হইল। এক্ষণে জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটী পীড়ার বিষয় লিখিত হইবে।

সিফিলিস্ ।

(SYPHILIS)

যেমন দরিদ্রতা মানবকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করিতেছে—এই ভয়ানক পীড়াও ঠিক তাহাই করিতেছে, তবে প্রভেদ এই দরিদ্রতার কার্য্য আমরা দেখিতে পাই—এই রাক্ষসী পীড়ার কার্য্য দেখিতে পাইনা। বিসূচিকা বা বসন্ত যেরূপ সংক্রামক-পীড়া, ইহাও তদ্রূপ সংক্রামক; কিন্তু বিসূচিকা বা বসন্ত কোন স্থানে হইলে আমরা ভয়েই প্রায় অর্দ্ধমৃত হই—সুবিধা পাইলে সে স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করি, কিন্তু এই পীড়া তদ্রূপ বা তাহাপেক্ষাও ভয়ানক কাণ্ড কিন্তু আমাদিগের মধ্যে প্রত্যহ করিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাইনা বা দেখি না। এক বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়াছেন নগরবাসী দরিদ্রদিগের মধ্যে এই পীড়ার হস্তে পতিত হয় নাই এমন কদাচ দুই এক জন

* Read Voltaire.

দখিতে পাওয়া যায়; ধনী দিগের মধ্যেও ঐরূপ। ডাক্তার ড্রাসড়েল*সাহেব তাঁহার প্রণীত "সিফিলিস্ পীড়া ও তাহার চিকিৎসা" † নামক পুস্তকেও এই কথা বলিয়াছেন। আরও নানা পুস্তক হইতে আমরা দেখাইতে পারি যে এই পীড়া মানব সমাজে কত দূর বিস্তৃত—এবং কেবল বিস্তৃত নহে কিরূপ প্রবল বেগে আরও অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যখন আমরা সকলেই ইহার কার্য্য সচক্ষে দেখিতেছি, যখন আমরা সকলেই আমাদিগের পরিচিত ও জ্ঞাত ব্যক্তি দিগের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জনকে এই পীড়ায় একেবারে অধঃপাতে যাইতে দেখিতেছি তখন আর নানা দেশের নানা পুস্তক হইতে তাহার প্রমাণের আবশ্যক কি। এই এক ভারতবর্ষেই প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ বারবণিতা বিদ্যমান আছে—ইহাদিগের মধ্যে শতকরা নিরেনবৈ জন এই পীড়ায় আক্রান্ত—তাহা হইলে দুই লক্ষের অধিক বারবণিতার এই

* "Among the poor population, especially of the towns, it may almost be said, that there is not a single constitution untainted by it. Among the richer classes almost the same might be said." *Elements of Social Science. p. 152.*

† See "The treatment of Syphilis and other diseases without mercury; being a collection of evidence to prove that mercury is a cause of disease, not a remedy." by Dr. Charles Drysdale.

পীড়া নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করিতে হয়। সকল বারবর্নিতাদের নিকট হইতে অন্ততঃ এক কোটী লোক এই পীড়া কর্ত্তৃক সংক্রামিত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং এই এক কোটী লোক হইতে অন্ততঃ আরও পাঁচ লক্ষ কুল মহিলা এই পীড়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলে ন্যূন কল্পে আমাদিগের স্বীকারই করিতে হইতেছে যে এক্ষণে ভারতবর্ষে এক কোটী সার্দ্ধ সাত লক্ষ লোক এই পীড়াগ্রস্ত। ইহা ভাবিলে, কি শরীর কণ্টকিত হয় না। ভারতবর্ষ হইতে ইয়োরোপে এই পীড়া অধিকতর বিস্তৃত—যদি হিসাব করা যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমরা নিশ্চয়ই ১০।১২ কোটী লোকের এই পীড়া আছে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। যে পীড়া এইরূপ ভয়ানক রূপে মানব সমাজে রাজত্ব করিতেছে সে পীড়া কি তাহা এক্ষণে বলিব।

ইহা এক রূপ ভয়ানক মারত্মক বিষ—সহবাস কালে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইয়া সেই ক্ষত দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া সেই শরীরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে; যদি এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত অন্য স্ত্রীলোকের সহবাস ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ তাহারও এই পীড়া জন্মে। যদি এরূপ স্ত্রীলোকের সন্তান হয় তাহা হইলে তাহারও এই পীড়া হয় যদি নিতান্ত সে শৈশবেই না মরিয়া যায় তাহা হইলে তাহার সন্তানাদিতেও এই পীড়া যায়। এই পীড়া তিন ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম জননেন্দ্রিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মে তৎপরে ঐ সকল স্ফোটক একত্র হইয়া যাইয়া একটী স্থান কঠিন হয়, তৎপরে ঐ কঠিন চর্ম্ম খসিয়া গিয়া নিম্নে ক্ষত-

দেখা যায়। ক্রমেই ক্ষত বৃদ্ধি হইতে থাকে, জননেন্দ্রিয় অতিশয় ফুলিয়া উঠে, প্রস্রাবাদিতে অতি অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এমন কি পুরুষাঙ্গ একবারে খসিয়া গিয়াছে। কেবল ইহাতেই এ পীড়ার শেষ নহে। এই ভয়ানক বিষ ক্ষতস্থান হইতে শীরা মধ্যে গিয়া রক্তে সংমিলিত হয় ও তৎক্ষণাৎ শরীরের সমস্ত রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে। ইহাকেই এ পীড়ার দ্বিতীয়াবস্থা কহে। এই সময়ে স্বভাব এই বিষকে চর্ম্ম ও শরীরের অন্যান্য স্থান দ্বারা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও দাগ্ড়া দাগ্ড়া ক্ষত বহিষ্কৃত হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাংস ঘায়ে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। গলার নলীতে পর্য্যন্ত ক্ষত হয়; অবশেষে মাংস পচিতে আরম্ভ হয় ও শরীর হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতে থাকে। ইহা হইতে বিসূচিকায় মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

এই ভয়ানক অবস্থায় আসিয়াও এপীড়া ক্ষান্ত হয় না। ক্রমে ক্রমে শরীরস্থ অস্থি সকল আক্রমণ করে। ক্রমে অস্থির ভিতর ক্ষত হইয়া অস্থি,—সকল বিশেষ নাসিকার ও তালুর,—পচিয়া খসিয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায়ও বহুদিবস জীবন্ত রহে। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরের এইরূপ অবস্থা হইলে তবে মৃত্যু সংঘটিত হয়। বোধ হয় ইহা হইতে ভয়ানক ব্যাধি জগতে আর নাই। এই ভয়ানক পীড়াই এক্ষণে সভ্যসমাজের প্রায় ১২ কোটী ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ও ক্রমে ক্রমে আরও নিজ রাজ্য বিস্তৃত করিতেছে!

প্রমেহ।

(Gonorrhea)

উপরে যে ভয়ানক পীড়ার বৃত্তান্ত লিখিত হইল এ পীড়া যদিও ততদুর মারাত্মক ও সংক্রামক নহে তত্রাচ ইহার বিস্তৃতি মানব সমাজে নিতান্ত সামান্য নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে ইহা ঠিক উপদংশের ন্যায় বিস্তৃত। এই সকল পীড়াকে গোপন না করিলে এবং এই সকল পীড়াকে নিতান্ত লজ্জাস্কর পীড়া বিবেচনা না করিলে কখনই এই সকল পীড়া এত দূর বিস্তৃত হইতে পারিত না; কিন্তু হায়, জানি না কেন মানুষ ইহাদিগকে গোপন করে— জানি না কেন তাহারা এই মিথ্যা লজ্জায় অভিভূত হইয়া মানব জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে—ও আপনাপন পদে কুঠারাঘাত করিতেছে।

স্ত্রীব্যাধি।

মানব জাতির দুইটী প্রধান পীড়ার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে স্ত্রীজাতির গুটী কতক প্রধান প্রধান পীড়ার বিষয় লিখিব। ব্যাধি যুক্তা মাতা হইতে যে সন্তানের জন্ম হয় সে যে কখনই ব্যাধিমুক্ত হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং স্ত্রী জাতির স্বাস্থ্যের উপর সমস্ত মানব জাতির সুস্থাসুস্থ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই স্ত্রীজাতিই অদ্য জগতে কত পীড়াগ্রস্ত তাহা কে বলিতে পারে? যে কারণেই হউক স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ব্যাধি সকল অতি গোপনের বিষয় বলিয়া জগতে খ্যাত ও তদ্রূপ কার্য্যও হইয়া

আসিতেছে, সুতরাং স্ত্রীলোকের পীড়ার ঠিক চিকিৎসা কখনই হয় না—এখনও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাদিগের অনেক পীড়ার ঔষধ নাই। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে এই সকল পীড়ার উল্লেখ করিতেছি।

দুর্ব্বলতা।

(Clorosis.)

এই পীড়া স্ত্রীজাতির মধ্যে—বিশেষ সচ্ছল অবস্থাপন্না-কার্য্য-শূন্যা স্ত্রীজাতির মধ্যে—অতিশয় প্রবল। এই পীড়ার প্রধান কারণ জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালন। যৌবনে স্বভাবতই ইন্দ্রিয় পরিচালনের ইচ্ছা জন্মে; সেই ইচ্ছা অপরিতৃপ্ত থাকিলে ক্রমে শরীরে দুর্ব্বলতা, মনে তেজ হীনতা, এবং মস্তিষ্কে শূন্যতা উপলব্ধি হইতে থাকে; ক্রমে ক্রমে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শেষ শরীর ও মনের স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়া যায়—পৃথিবীতে আর কিছুই ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয় চালনা ও দোষ, অপরিচালনা ও দোষ, সুতরাং কোন অবস্থায় কত টুকু চালনা আবশ্যক তাহা জানা আমাদিগের প্রত্যেকেরই নিজের কর্ত্তব্য। এই জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন।

মূর্চ্ছা।

(Hysteria.)

উপরে যে পীড়ার কথা লিখিত হইল এ পীড়াও তদ্রূপ বিস্তৃত,—এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ঘরে ঘরে এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহাতে রোগীর যত কষ্ট হউক বা না হউক

রোগীর আত্মীয় স্বজনের যে কত কষ্ট হয় তাহা অনেকেই জানিয়াছেন। পল্লিগ্রামে এই পীড়া অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—সহরে ও কার্য্য শূন্য, আলস্য পরবশ স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই পীড়া অতিশয় প্রবল। এই পীড়ায় অনেকেই দেখিয়াছেন যে রোগী কখন কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও তৎসঙ্গে হস্ত পদ ও সমস্ত শরীর ভাঙ্গিতে থাকে, কখন কখন বা বুকে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ইহা যে কত প্রকারে কত লোকের নিকট প্রকাশিত হয় তাহার স্থির নাই,—এতদ্ব্যতীত ইহা হইতে অসংখ্য পীড়ার উৎপত্তি হয়।* জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা বা অপরিচালনা এই দুই কারণেই প্রধানতঃ এই পীড়া হয়—এতদ্ব্যতীত মনে কোন রূপ আঘাত লাগিলে, আশায় নৈরাশ হইলে, ও প্রেমে বঞ্চিত হইলেও ইহা জন্মে।

সাধারণ ব্যাধি।

আমরা চারিটী প্রধান পীড়ার উল্লেখ করিলাম। মানব সমাজে ব্যাধি কিরূপ ভয়ানকরূপে রাজত্ব করিতেছে। তাহা আমরা ইচ্ছা করিলে বসন্ত, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি অসংখ্য পীড়ার উল্লেখ করিয়াও দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহা আর লিখিবার আবশ্যক বিবেচনা হইতেছে না; কে না জানে পীড়া মানবজাতির মধ্যে কিরূপ প্রবল। এই পীড়া সকল দূর

---

* Dr. Ashwell calls it, "The Incubus of the female habit" and Sydenham says "Hysterical affections constitute the half of all cronic diseases."

করিবার উপায় ঔষধ ;—সুতরাং যত দিন পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে তত দিন হইতে মানুষ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ঔষধে পীড়া আরোগ্য হয়,—কিন্তু একেবারে মানব সমাজ হইতে যায় না। এক জনের ঔষধে আরোগ্য হইল,কিন্তু আর এক জনের হইল না। কাঁটা গাছ প্রান্তর হইতে দূর করিতে হইলে কাঁটা গাছকে সমূলে ধ্বংস করিয়া সেই প্রান্তর হইতে দূরে নিক্ষেপ কর্ত্তব্য— নতুবা কাঁটা গাছ কখন মরে না ; এক স্থানের মরিতে পারে কিন্তু অন্য স্থানে তাহারা দ্বিগুণ তেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঔষধে পীড়া মনুষ্য বিশেষের আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু মানব জাতির কখন হইবে না। যে যে নিয়ম ভঙ্গ বশতঃ মানব জাতিতে ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই নিয়ম গুলি অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিলে কখনও ব্যাধি মানবজাতিকে ত্যাগ করিবে না। ক্রমে আমরা সেই সেই নিয়ম কি তাহা লিখিতেছি। ব্যাধি বিষয়ে যাহা লিখিত হইল ব্যাধির বিস্তৃতি ও দৌরাত্ম সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই যথেষ্ট হইবে।

মানসিক ব্যাধি।

শরীরে পীড়া হইলে আমরা সকলেই দেখিয়াছি আমাদের মনেও পীড়া জন্মে, আবার মনের অসুস্থতা জন্মিলে শরীরেও ব্যাধি জন্মে তাহাও দেখিয়াছি। যেমন শরীরের কতকগুলি পীড়া দেখিতে পাই, মনের ও ঠিক তদ্রূপ কতক গুলি পীড়া আছে ;—আমরা দেখাইয়াছি জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক্ক পরিচালনা করিলে পীড়া জন্মে। জননেন্দ্রিয় শরীরের

একটী অঙ্গ—সেই অঙ্গের কতকগুলি নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুযায়ী না চলা বশতঃ পীড়া জন্মিল। মনেও ঠিক এই রূপ। মনের একটী বৃত্তি ক্রোধ—ইহার কতক গুলি নিয়ম আছে —আমরা যদি সেই নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধের অত্যধিক পরিচালনা করি তবে আমাদিগের মানসিক একটী ব্যাধি জন্মিল, শেষ অবধি এতই রাগী হইয়া পড়িলাম যে আমার মানব নামে পরিচিত হওয়া গর্হিত হইয়া উঠিল। এই রূপ মানসিক ব্যাধিও মানব সমাজে অল্প নহে। মানুষ এতদূর ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ ইত্যাদি পরবশ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদিগকে আর মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। যদি বল এ সকলকে ব্যাধি বলিব কেন? যেখানে দেখিতে পাই সুখ নাই—সুখের পরিবর্ত্তে যন্ত্রনা আছে—সেইখানেই বলিব ব্যাধি জন্মিয়াছে—অর্থাৎ স্বভাব যেরূপ অবস্থায় থাকিতে চাহে তাহা নাই।

দেখিলাম ব্যাধি আমাদিগকে কত ক্লেশ দিতেছে—কেবল ক্লেশ দিয়া তাহারা নিরস্ত নহে—আমাদিগকে ক্রমেই সম্পায় করিয়া আনিতেছে—যদি এইরূপ চলে তবে শীঘ্রই মানব জাতি একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। অজ্ঞতা বশতঃ আমরা ধারে ধারে আমাদিগের ধ্বংসের মুখে আনিত হইতেছি—কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায় —তাহা যদি হইত তবে আমাদিগকে তিনি জ্ঞান দিয়া সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করিতেন না। জ্ঞান পাইয়াও আমরা তাহার চর্চ্চায় তাচ্ছিল্য করিয়াছি—ক্রমেই আমরা ধ্বংসের দিকে চলিয়াছি—কিন্তু এরূপে কত দিন চলিতে পারে;—যাঁহারা

জ্ঞানী, তাঁহারা মানবের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করিলেন; মানবের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অনেক উপায় স্থির করিলেন। অদ্য আমরা সেই সেই মহাপণ্ডিতগণের চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া আমাদিগের স্বদেশীয় গণের সম্মুখে সেই উপায় সকল প্রকাশ করিতে বসিয়াছি। আমাদের ধ্বংস কত নিকট হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্যে অকাল মৃত্যু কিরূপ তাহা দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

অকাল মৃত্যু।

পীড়া কত প্রকারে আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। কয় জন আমরা স্বাভাবিক মৃত্যুতে মানব লীলা সম্বরণ করি? পীড়াই আমাদিগকে অকালে লইয়া যায়। অকাল মৃত্যু কিরূপ মানব সমাজে রাজ্য করিতেছে তাহাই প্রথমে দেখাইব। আমরা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের কথা বলিব, বলা বাহুল্য যে সভ্য দেশ মাত্রেরই অবস্থা এইরূপ শোচনীয়—কাহারও যৎকিঞ্চিৎ ভাল, কাহারও আবার অতিশয় মন্দ। ইংলণ্ডবাসীগণ গড়ে চল্লিশ বৎসর মাত্র জীবিত থাকেন, ইংলণ্ডের বড় বড় নগরে গড়ে তিরিশ বৎসর মাত্র। ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুল নগরে লোক গড়ে ২৫ বৎসর মাত্র জীবিত থাকে *। অতি শৈশবে শত করা ৭৫ জনের মৃত্যু হয়, যৌবনে শতকরা ৫৫ জনের মৃত্যু হয়। ৪০শের উপর বয়স্ক লোকের মৃত্যু কম হয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু পুরুষ হইতে অল্প। লণ্ডন নগরে শত করা আন্দাজ ৬৫ জন অকালে

* See Census Reports.

অপূর্ণ বয়সেই মরে। যদি ইংলণ্ডে এইরূপ হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে যে লোকে এক্ষণে কত অল্প বয়সে মরে তাহা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের নানা স্থানে লোক নানা রূপ অবস্থাপন্ন, সুতরাং আমরা সকল দেশ ত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা দেশের বিষয় বিবেচনা করিব। বাঙ্গালা দেশের লোক গড়ে ২৫ বৎসর বয়সে মরে। নগরে গড়ে ২০ বৎসর বয়সে। কলিকাতায় বৎসরে প্রায় ১৪ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে বৃদ্ধ শত করা পাঁচ ছয় জন মাত্র,—যুবক শতকরা প্রায় ৩০।৩৫ জন, শিশু ও বালক প্রায় ৪৫ জন। স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা খুব অল্প। কলিকাতার বৃদ্ধ স্ত্রীলোকই অধিক।* বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বলেন যে মানব জীবন যদি রীতিমত চলে তাহা হইলে অন্ততঃ ১০০ বৎসর জীবন রহে। কাহারও কাহারও ইহার অধিক ও থাকিতে পারে।† তাহা হইলে দেখিতে পাই যে আমরা সকলেই অকালে মরি। ভাবিলে হৃদয়কম্প হয় যে আমরা অধিকাংশ কেবল ২৫ বৎসর মাত্র জীবিত থাকি। নানা রূপ পীড়ায় আমাদের অকাল মৃত্যু হইতেছে,—পীড়া গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া কষ্ট দিতেছে, শেষ অকালে স্নেহের দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া যাইয়া হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে।

---

* "By the above statics we find that Calcutta is a City of old women." See Census Report of 1880.

† See Dr. Carpenter's Physiology,

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে শরীরের প্রতি অত্যাচার করিলে ব্যাধি জন্মে। ব্যাধি শূন্য লোক নাই; মানব জাতির মধ্যে শতকরা ৬০ জন পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে, শত করা ১৫জন শয্যাগত আছে। ইহার উপর মহামারী হইয়া সময় সময় শত শত লোক এককালে মরিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাপাচরণ।

দারিদ্র্য হইতে পাপাচরণ ঘটিয়াছে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে পৃথিবীতে সকল বিষয়েরই দুই ভাব আছে। দুইটা এক সময়ে এক স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যেখানে আলোক আছে সেখানে অন্ধকার কিছুতেই থাকিতে পারে না; তবে আলো যদি না থাকে তবে সেখানে আর কিছু না থাকিয়া অন্ধকারই থাকিবে। যদি এরূপ হয় তবে মানব মনেও ঠিক এই রূপ হইবে। মনে সুখ না থাকিলে দুঃখ থাকিবে, পুণ্যাচরণ না থাকিলে পাপাচরণ থাকিবে। যাহাতে কোন রূপ ক্ষতি জন্মায় সেই পাপাচরণ।* যেখানে ক্ষতি জন্মিল সেই খানেই বুঝিলাম যে আমি

---

* এই খানে আমাদের আর একটী কথা বলা উচিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মানব জাতির কোন কোন বিষয়ে, স্বাধীনতা আছে। ইহার দ্বারা কেহ যেন বুঝিবেন না যে মানব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনি আবার জ্ঞান আছে। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা আছে সত্য কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই নিয়ম ভঙ্গ করি, কারণ যেই একটী নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি অমনি দণ্ড পাই। সুতরাং আমাদের জ্ঞানের

প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করিয়াছি। পাপাচরণ তিন প্রকার। প্রথম নিজ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় সমাজ সম্বন্ধীয়, তৃতীয় প্রকৃতি সম্বন্ধীয়। মানসিক বা শারীরিক কোন রূপ নিজের ক্ষতি করার নাম নিজ সম্বন্ধীয় পাপাচরণ; যেমন কোন রূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার, কোন রূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার ইত্যাদি। দ্বিতীয়, সমাজ সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ যাহাতে সমাজের ক্ষতি জন্মে—যেমন চুরি করা, পরদার ইত্যাদি। তৃতীয়, প্রকৃতি সম্বন্ধীয়; অর্থাৎ যেমন প্রকৃতির একটী নিয়ম আহার করা, তুমি প্রত্যহ আহার কর হঠাৎ একেবারে আহার ত্যাগ করিলে, অমনি তোমার পাপ হইল ও পাপ হইতে পীড়া জন্মিল।

পৃথিবীতে দরিদ্রতা যেমন বিস্তৃত, ব্যাধি যেমন সর্ব্বত্র পাপাচরণও তদ্রূপ। রাজা কঠোর শাসন প্রণালী স্থাপন করিয়াও চুরি, ডাকাইয়তি, পরদার, প্রবঞ্চনা জগতে ক্ষান্ত করিতে পারেন নাই—এখনও পারিতেছেন না; কখনও যে এরূপে এই পাপাচরণ জগত হইতে দূর করিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও নাই। যদি ঔষধে রোগ যাওয়া সম্ভব হইত তবে রাজদণ্ডে পাপও যাইত। ইহাও আপনি হইতেছে—কতকগুলি নিয়মভঙ্গ মানব সমাজে হওয়ায় কতকগুলি পাপকার্য্য আপনি জন্মিতেছে। তাহাই বলিয়া আমরা বলিতেছি না যে ভাল মন্দ কার্য্য থাকিবে না,—ভাল মন্দ থাকিবে, যেমন সুখ ও দুঃখ থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রনাদায়ক কোন কার্য্য

চর্চ্চা করিয়া যাহাতে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী চলিতে পারি তাহাই কর্ত্তব্য।

থাকা প্রকৃতির নিয়ম নহে। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। পৃথিবীতে বেশ্যাবৃত্তি আছে—এক্ষণে যে ভাবে এই কার্য্য চলিতেছে তাহা ভয়ানক ক্ষতিজনক, সুতরাং পাপময়। কেহ কি বলিতে পারেন যে এমন সময় আসিবে যখন বেশ্যাবৃত্তি জগতে থাকিবে না? সুতরাং হয় বেশ্যাবৃত্তি থাকিবে, নয় ইহার পরিবর্ত্তে উত্তম একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সকল লোকে এ পৃথিবীতে কখনই বিবাহ করিতে পারিবে না, সকল লোক জ্ঞানীও হইবে না সুতরাং বেশ্যাবৃত্তি থাকিবে; ইহাও যে সমাজের একটি স্বাভাবিক নিয়ম তাহা ক্রমে প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক পাপাচরণ পৃথিবীতে কত দূর বিস্তৃত। দস্যু-দিগকে আমারা কারাগারে বন্দি করি, নরহন্তার প্রাণ দণ্ড করি। এইরূপ প্রত্যেক সমাজের ক্ষতিকারকদিগকে দণ্ডাদি দিয়া থাকি। এই সকল বিষয় এক্ষণে ক্রমে লিখিব। সমাজের প্রথম কলঙ্ক ও ক্ষতিজনক পাপাচরণ,—বেশ্যাবৃত্তি। প্রথমে দেখা যাউক এই বেশ্যাবৃত্তি এ পৃথিবীতে কিরূপ ও কতদূর বিস্তৃত।

বারবণিতা।

পৃথিবীর এমন সভ্য জনপদ নাই যথায় বারবণিতা নাই। অক্সফোর্ডের বিসব কহেন লণ্ডন নগরে ৪০ হাজার বেশ্যা বাস করে; কলকোহন নামক জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট ৫০ হাজার গণনা করিয়াছিলেন। প্যারিস নগরেও বেশ্যার সংখ্যা ঐরূপ। একজন সংখ্যা করিয়াছিলেন যে রীতিমত প্রকাশ্য

বেশ্যা গ্লাসগো নগরে ১৪০০, লিভারপুল নগরে ২৯০০, এবং ব্রিষ্টল নগরে ১৩০০*এই বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় ও ফরাসী ভাষায় অনেকে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন ; এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে বেশ্যার জীবন প্রায় সর্ব্ব দেশে সমান। সমস্ত ব্রিটিস আইলণ্ডে অন্ততঃ ২ লক্ষ বেশ্যার কম নাই -সমস্ত ইয়োরোপে বোধ হয় বেশ্যার সংখ্যা দশ লক্ষ—আমাদের এক ভারতবর্ষে আড়াই লক্ষের কম বেশ্যা নাই—কলিকাতা নগরীতে ১৪৩০০ প্রকাশ্য বেশ্যা বাস করে, ইহারা ৪৩৫০ টা বাটী সহরের দখল করিয়া আছে, এতদ্ব্যতীত গুপ্ত ভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে এমন আরও অনেক আছে। বেশ্যাবৃত্তি হইতে সমাজে যে কতরূপ অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না ;--ইহার বিষময় ফল সকলেই কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছেন। কেবল যে সমাজের সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক এই কার্য্যে রত হইয়া নারীজাতিকে পশু হইতেও নীচাবস্থায় আনয়ন করিতেছে এরূপ নহে--ইহাতে সমাজে দুইটী প্রধান ও ভয়ানক পীড়ার জন্ম দান করিয়া মানবজাতিকে উৎসন্ন দিতেছে।—এই দুই পীড়ার নাম উপদংশ ও প্রাতুক্ষর †। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহা হইতে আরও কতরূপ পীড়ার উৎপত্তি হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ডাক্তার একটন সাহেব

* See Prostitution in the West Minister Review for July 1850.

† Syphilis and Gonorrhœa

কহেন যে সমাজে বেশ্যাগণ অধিকাংশ পীড়ার কারণ *। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইবে না, যেহেতু কে না দেখিতেছেন যে কত পীড়া এই হতভাগিনীগণ দুই হস্তে মানব সমাজে বিতরণ করিতেছে।

ইহারা যেরূপ অধিকাংশ শারীরিক পীড়ার কারণ অধিকাংশ মানসিক ব্যাধির কারণও ইহারা সেইরূপ। ইহারা প্রবঞ্চনা, কপটতা, মিথ্যা, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি অধিকাংশ মানসিক পীড়ার আকর। কাম ও নির্লজ্জতা যে ইহারা কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহারও সংখ্যা করিতে পারা যায় না। যত নর হত্যা,—যত ভ্রূণ হত্যা ও যত ভয়ানক পাপাচরণ এ পৃথিবীতে সংঘটিত হইতেছে অনুসন্ধান কর জানিতে পারিবে যে তাহার অধিকাংশের কারণ এই হতভাগিণী রমণীগণ। পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি বেশ্যাবৃত্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকেন, যিনি ঈশ্বরের নিকট কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন না যে এই বৃত্তি সমাজ হইতে দূরীভূত হউক। সকলেই ইহা ইচ্ছা করেন; মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই ইহাকে দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কেহই সফল মনোরথ হন নাই। বেশ্যাবৃত্তি যেন সমাজের একটা আবশ্যকীয় বিষয়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা মানব নামের কলঙ্ক তাহা কি কখন সমাজের আবশ্যকীয় পদার্থ হইতে পারে? হাঁয়,—ইহার

* See Acton on Prostitution.

মূল কারণ অনত্র ;—সেই কারণের উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে বেশ্যাবৃত্তি সমাজকে কখনই ছাড়িবে না।

ইহাদিগের দ্বারা সমাজের কি কি অপকার সাধিত হইতেছে তাহাই দেখাইলাম, এক্ষণে দেখা যাউক যে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ। ফরাসী দেশস্থ ডাসিলট সাহেব পারিশ নগরস্থ ও অন্যান্য নানা স্থানের বেশ্যাগণের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ে এক অতি চমৎকার পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে ইহাপেক্ষা উত্তম পুস্তক আর নাই। ইহাঁর পুস্তক হইতে পারিশ নগরস্থ বেশ্যাগণের বৃত্তান্তের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইত, যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে বেশ্যার জীবন সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু সে বৃত্তান্ত বহু দূরস্থ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন আচার ব্যবহার অবলম্বী জাতির ; সুতরাং তাহা ততদূর আমাদের পক্ষে উপযুক্ত হইবে না ; এই জন্য আমারা স্বয়ং এই কলিকাতা নগরীর বেশ্যাগণের বৃত্তান্ত, আচার, ব্যবহার এবং সুখ ও দুঃখ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহারই বিবরণ পাঠকগণকে নিম্নে যানাইতেছি।

প্রথমে দেখা যাউক বেশ্যা কাহাকে বলে। "যে নিজ সৌন্দর্য্য অর্থ লইয়া যাহাকে তাহাকে বিক্রয় করে এবং ইহা করিবার জন্য প্রকাশ্য ভাবে চেষ্টা করে" অভিধানানুসারে সেই

বেশ্যা *। কলিকাতার এই বেশ্যাদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমঃ—যাহারা স্বাধীন ভাবে বাস করে, অর্থাৎ নিজে গৃহ ভাড়া লইয়া দাস দাসী রাখিয়া বা অন্য প্রকারে বাস করে।

দ্বিতীয়ঃ—যাহারা "বাড়ীওয়ালীর" অধীনে বাস করে। †

তৃতীয়ঃ—যাহারা অপর কর্ত্তৃক রক্ষিতা, অর্থাৎ যাহারা প্রকাশ্য ভাবে যাহাকে তাহাকে গৃহে আনিতে দেয় না।

চতুর্থঃ—যাহারা নৃত্য, গীতাদি করে।

পঞ্চমঃ—যাহারা নিজে প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করে না,— কিন্তু বালিকা জোগাড় করিয়া দেয়,—অর্থাৎ এক রূপ দালালির কার্য্য করে। ‡

---

* "A woman, who sells her favours for money with little or no distiction and publicly tries to advertise herself and thereby increase her income, is a Prostitute.—Act XIV.

† কলিকাতার এরূপ বাড়ীওয়ালির সংখ্যা কম নহে। ইহারা অধিকাংশই যৌবন কালে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া এক্ষণে নিজে বাড়ী করিয়াছে ও সেই বাড়ীতে এক্ষণে পাঁচ সাত বা অধিক সংখ্যক বালিকা লইয়া বাস করে।

‡ Go-between. লণ্ডনে ও প্যারিসে এরূপ স্ত্রীলোকের অভাব নাই।

প্রথম প্রকার।

প্রথম প্রকারের বেশ্যাই কলিকাতায় অধিক;—ইহ দের আয় ভেদে বাসস্থান ও বেশের তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ বা অতি কদর্য্য খোলার ঘরের সামান্য একটী কুঠরী লইয়া বাস করে, কেহ বা প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মহাড়ম্বরে রহে। কিন্তু যে কুঠরীতে রহে তাহারও যেরূপ অবস্থা আর যে অট্টালিকায় বাস করে তাহারও সেইরূপ অবস্থা। ইহাদিগকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়;—ইহাদের মধ্যে যাহার খুব অধিক আয় তাহারও গড়ে মাসিক ১৫০ শত টাকার অধিক নহে। ইহারা অধিকাংশই গৃহাদি সুসজ্জিত রাখে ও যাহাকে তাহাকে গৃহে অসিতে দেয় না; এই রূপ বেশ্যার অধিকাংশেই এক জন না এক জন ধনী সন্তানকে নিজ করকবলিত করিয়া ফেলে;—যদি তিনি তাহাকে নিতান্ত রক্ষিতা রূপে না রাখেন তত্রাচ অলঙ্কার, বস্ত্র ও দ্রব্যাদি অনেক দিয়া থাকেন;—কেহ কেহ এইরূপ পাঁচ সাত জন হতভাগ্যকে নিঃস্ব করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়। ইহারা সকলেই প্রায় দাস দাসী রাখিয়া থাকে; যে নিতান্ত একটী বাটী ভাড়া লইয়া থাকিতে সক্ষম না হয় সে একটী বাটীর দুই তিনটী ঘর লইয়া বাস করে। এরূপ বেশ্যার সংখ্যা কলিকাতায় খুব অল্প, বোধ হয় ১০০ জনের ও অধিক নাই। ইহারা অধিকাংশ লিখিতে পড়িতে জানে,—নিতান্ত অসভ্য নহে,—পীড়াও ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ্যাগণের আয় মাসে ৫০।৬০ টাকার অধিক নহে। ইহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশ কাহাকেও না কাহাকেও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় ও তাঁহা হইতে অর্থ সাহায্য ও অনেকানেক সাহায্য পাইয়া থাকে। ইহারা একটী কি দুইটী গৃহ লইয়া বাস করে। দুই তিন জনে মিলিয়া একটী ঝি রাখে—আর যাহার মা বা কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক নাই সে রাঁধিবার লোক ও রাখে। ইহারাও সুসজ্জিত গৃহে বাস করে,—এরূপ বেশ্যার সংখ্যা কলিকাতায় প্রায় দুই হাজার। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গাইতে বা নাচিতে জানে তাহারা বাবুদিগের বাগানে ও অনত্র যাইয়া অনেক অর্থ পাইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন পীড়িতা।

তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যাই কলিকাতায় অধিক; ইহাদের সংখ্যা চারি হাজারের ন্যূন হইবে। ইহাদের আয় ৩০। ৪০ টাকার অধিক নহে, যাহারা গাইতে ও নাচিতে জানে তাহাদের আয় কথঞ্চিৎ অধিক সন্দেহ নাই। ইহারা এক একটী ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে; অধিকাংশে (যাহার মা বা আর কেহ নাই) হোটেল হইতে ভাত আনাইয়া সকাল বেলা খায়—বৈকালে যাহারা আইসে তাহাদের উপর দিয়াই চালায় *—অধিকাংশ দিবস

* যদি কোন সদাশয় মহাত্মা এই হতভাগিনীগণের দুঃখ অনুসন্ধান করেন তবে তিনি জানিতে পারিবেন যে ইহারা অধিকাংশ, এমন কি শতকরা ৮০ জন, প্রাতে পান্তা ভাত ও পিঁয়াজ পোড়া মাত্র খাইয়া জীবন কাটায়।

রাত্রিতে অতিশয় সুরাপান বশতঃ প্রাতে কিছুই আহার করিতে পারেনা। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫জন সুরাপান করে, ও ৮০ জন তামাক সেবন করে। ইহাদের শতকরা ৯৯ জন ঘোরপীড়া গ্রস্থ—ইহারা নিজেও যেমন দুঃখিণী সমাজেও তেমনি দুঃখের প্রবাহ তুলিতেছে। বাস স্থানের ঠিক নাই, আজ এখানে, কাল ওখানে; আজ মহাবেশভূষা—কাল ছিন্নবস্ত্র সার।

চতুর্থ শ্রেণীর বেশ্যার সংখ্যা কলিকাতায় প্রায় তিন হাজার; ইহারা খোলার ঘরে বাস করে, ইহাদের আয় মাসে ১০ টাকার অধিক নহে; ইহারা সকলেই বড় দুঃখিণী,—সকলেই পীড়িতা,—সকলেই, মানব যতদূর অবনত হইতে পারে ততদূর, অবনত। মানব বলিয়া এমন কে আছেন যিনি কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দারুণ শীতকালে এই সকল অভাগিণীগণকে অতি পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে, দেখেন নাই, আর দেখিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিয়াছেন। ইহাদের দুঃখের পরিচয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে সাড়ী খানী ইহারা পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ভাল কাপড়ের মধ্যে অনেকের ইহাই সম্বল।

কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষাও দুঃখিণী আছে, ইহারা দুই পয়সা, এক আনা, যাহা পায় তাহাতেই আপনাদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। কলিকাতা নগরীতে অনুসন্ধান করিলে এরূপও ৪০০।৫০০ বেশ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা প্রত্যেকে এক এক জন মূর্ত্তিমান ব্যাধি।

হায়! ইহারা নিজ ইচ্ছা, ঘৃণা, প্রেম সকল জলাঞ্জলী দিয়া কপটতায় নিজদেহ আচ্ছাদন করিয়া অর্থের জন্য কি না করিতেছে—এইরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া, এইরূপে ঘোর পাপসাগরে মগ্ন হইয়া, এই রূপে যন্ত্রণানলে জ্বলিতে জ্বলিতে যে অর্থ ইহারা উপার্জ্জন করে তাহার সমস্ত ব্যয় করিয়াও ইহারা ইহাদের সকল সাধ মিটাইতে পারে না,—ইহারা অধিকাংশই ভাল মন্দ জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছে। ইহার উপর, শুনিলে শরীর কণ্টকিত হইবে, কতক গুলি পুরুষের অর্থ উপার্জ্জন, ভরণ পোষণ ও বাবুগিরি ইহাদের এই পাপে উপার্জ্জিত অর্থে সাধিত হইয়া থাকে। মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কোথায় যাইবে?—নারী-হৃদয়ের প্রেম কোথায় যাইবে? ইহারা প্রায়ই কোন না কোন নরাধমকে ভালবাসিয়া বসে; আর সেই নরাধম নর-রাক্ষসগণ নির্ব্বিবাদে এই অভাগিনীদিগের অর্থে বাবুগিরি করিয়া থাকে। রাজা হায়! তুমি চোরকে দণ্ড দেও,—তুমি মিথ্যাবাদিকে লইয়া জেলে দেও, আর এই রাক্ষসদিগের প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহ না। এই রূপে —সকল কথা লিখিতে পারা যায় না—নতুবা দেখাইতাম যে জগতে অভাগিনী বারবণিতাগণ অপেক্ষা দুঃখিনী আর কেহই নাই। আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা করি, ইহাদিগের নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণা বোধ করি—কিন্তু ইহারা যে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা দেখিয়াও দেখি না।

সকল কার্য্যেই উন্নতি আছে—কেবল ইহাতে নাই—সময়ে বেশ্যাবৃত্তিতে মন গভীর অবনতি হইতে গভীরতর অবনতি প্রাপ্ত হয়—শরীর একেবারে জন্মের মত ভঙ্গ হয়—

আর সেই অর্থ—তাহা দুই তিন বৎসরের মধ্যেই কমিতে আরম্ভ হয়—তাহার পর অবশেষে অনেককে অনাহারে বা হাঁস পাতালে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

দ্বিতীয় প্রকার।

যাহারা স্বাধীনভাবে বাস করে না, অর্থাৎ "বাড়ীওয়ালির" অধীনে বাস করে তাহাদিগকে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের বেশ্যা বলিয়াছি। প্রথম প্রকারের বেশ্যাদিগের সহস্র দুঃখ ও ক্লেশ থাকিলেও তাহাদিগের স্বাধীনতা আছে,—ইচ্ছা হইলে বেশ্যাবৃত্তি করিতে পারে, ইচ্ছা না হইলে করিতে নাও পারে। যথায় তথায় যাইতে পারে,—নিজ "মনের মানুষের" সহিত সর্ব্বদাই সময় কাটাইতে পারে, কিন্তু এই হতভাগিণী-দিগের ইহার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। ইহারা সম্পূর্ণ বাড়ীওয়ালির অধীনে। যাহা উপার্জ্জন করে সম্পূর্ণই বাড়ী-ওয়ালির—কেবল আহার—তাহাও কদর্য্য ও বেশ (সেটা ভাল না হইলে চলিবে না বলিয়া) ইহারা পাইয়া থাকে। যদি গলিতকুষ্ঠ আইসে তবে তাহাকেও নিজ দেহ বিক্রয় করিতে হইবে—"না" বলিবার ক্ষমতা নাই। বাড়ীওয়ালি টাকা লইয়া ইহাদিগকে যাহার তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়—ইহাদিগকে এই সকল অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের হস্তে কতই অপমানিত হইতে হয়, কতই কষ্ট সহ্য করিতে হয়—হায়! তত্রাচ না বলিবার যো নাই। ইহারা প্রায় অধিকাংশ নিতান্ত বালিকা; ১২।১৪ বৎসর মাত্র বয়স্কা। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনা হওয়ায় ইহাদের যত পীড়া

হয় অন্য কাহারও তত হয় না।* ইহারা নীরবে যত কষ্ট সহ্য করে ঈশ্বরের রাজ্যে আর কেহই এত কষ্ট সহ্য করে না। সভ্য মানব, তুমি ইহাদিগকে ঘৃণা না করিলে সভ্যতার নাম উজ্জ্বল হইবে কেন?

তৃতীয় প্রকার।

রক্ষিতা দিগকে আমরা তৃতীয় প্রকারের বারবণিতা কহিব। বোধ হয় এই জাতিয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহারাই কথঞ্চিৎ সুখী ও সচ্ছন্দ অবস্থাপন্না। এই জাতিয়দিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—যাহারা কিয়ৎ দিনের জন্য,—হয়তো একমাসও হইতে পারে আবার হয়তো ৫। ৭ বৎসরের জন্যও হইতে পারে—কোন লোক কর্ত্তৃক রক্ষিত আর যাহারা একরূপ বিবাহিতা স্ত্রীর মতনই বাস করে—অন্য বেশ্যাবৃত্তি একেবারেই করে না। পূর্ব্বো-

---

* একটী দৃষ্টান্ত না দিলে নিতান্ত চলে না বলিয়া দিতে হইতেছে। হে মানব, একবার দেখ—দেখিয়া অন্ততঃ একবিন্দু অশ্রুজল নিক্ষেপ কর। একদিবস একটী ভবনে এক দল বাবু (২০ জন) আমোদ করিতে আসিলেন; একটী দ্বাদশ বা ত্রোয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা বাড়ীওয়ালির অত্যাচারে এই সমস্ত ব্যক্তির সহিত এক রাত্রে সহবাস করিতে বাধ্য হয়। পর দিবস তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছিল। গ্রন্থকার স্বয়ং হাঁসপাতালে সেই হতভাগিনীর নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। এরূপ রাক্ষসী বাড়ীওয়ালিদিগের কি দ্বিপান্তর হওয়া কর্ত্তব্য নহে?

রক্ষিতগণ প্রথম প্রকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বশ্যাগণ হইতেই অধিক হয়—এবং এরূপ হইবার জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় ইচ্ছুক। কলিকাতায় প্রথম প্রকারের রক্ষিতাগণের সংখ্যা ৮০০ শতের ন্যূন নহে—২০টাকা হইতে ৫০০টাকা পর্য্যন্তও মাসিক বেতন ইহাদিগের মধ্যে আছে—যাঁহারা বড়লোক তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া লইয়া দাস দাসী দারওয়ান রাখিয়া সেই খানে তাঁহাদিগের রক্ষিতাগণকে রাখিয়া দেন; ইহারা সুতরাং মহা সুখে বাস করে—কোন অভাবই বোধ করে না,—এবং অন্যান্য বেশ্যার ন্যায় ইহাদের পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। কেহ কি বিশ্বাস করিবেন যে ইহাদের অধিকাংশই প্রাত্যহিক উপার্জ্জনের উপর প্রত্যহের অভাব দূরীকরণ করিতে বাধ্য হয়; কল্য জীবন যে কিসে রহিবে তাহার সংস্থান অনেকেরই থাকে না। অগ্রেই বলিয়াছি যে ইহারা অধিকাংশই অপরিণামদর্শী;—তাহার উপর অধিকাংশই "বাবু"; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বাবুগিরি ইহাদের বাধ্য হইয়া ব্যবসার জন্য করিতে হয়। সুতরাং যাহা পায় তাহাই ব্যয় হইয়া যায়, কল্যকার জন্য পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। যাহারা রক্ষিতা অথচ অল্পবেতন পাইয়া থাকে—কতকগুলি দ্রব্য নিজ নিজ প্রভুর—প্রভু বলিব নাত আর কি বলিব?—নিকট চাহিতে পারে না,—তাহাদিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রভুর অবর্ত্তমানে ও অজ্ঞাতসারে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে।

যাহারা রক্ষিতা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই দেখিতে

পাওয়া যায় যে তাহারা অধিক দিন রক্ষিত অবস্থায় থাকিতে পারে না। যিনি রাখিয়াছেন শীঘ্রই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন—ইহার দুই প্রধান কারণ আছে;—প্রথম যাহা উপরে লিখিত হইল অর্থাৎ গোপনে বেশ্যাবৃত্তি; দ্বিতীয় কারণ এই যে বেশ্যাদিগের প্রায়ই একজন ভালবাসার পাত্র আছে। যদিও এই সকল নরাধমগণ প্রায়ই এই অভাগিনীদিগকে ভাল বাসে না, অথচ ইহাদের অর্থে বাবুগিরি করে—এতদ্ব্যতীত ইহাদের উপর নানা রূপ অত্যাচার করিয়া থাকে তত্রাচ ইহারা ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাদের জন্যই অনেক সময়ে অনেককে অনিচ্ছা সত্বেও বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়,—সুখে সচ্ছন্দে হয়তো কাহারও আশ্রয়ে রহিয়াছে তিনি হয়তো খুব যত্ন করিতেছেন, এমন কি ভালও বাসিতেছেন কিন্তু ইহারা ইহাদের এই ভালবাসার পাত্রদিগকে গৃহে না আনিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং শীঘ্রই অন্যের আশ্রয় হইতে দূরীভূত হইয়া আবার বেশ্যাবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় প্রকারের রক্ষিতাগণ প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর লোক। কলিকাতার অধিকাংশ মুদি, মেঠাইওয়ালা, বেণে ইত্যাদি। এই প্রকারের লোকের দোকানে প্রায়ই এইরূপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় এই জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের এইরূপ রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে অতি নিম্ন জাতির পর্যন্ত সকল জাতির স্ত্রীলোকই আছে। ইহারা একরূপ বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায়ই বাস করে,—প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি বা অপর পুরুষসহ-

বাস করে না,—তবে একেবারে যে ইহাদের মধ্যে কেহ করে না এরূপ নহে। তবে ইহাদের, ভদ্রলোকের ন্যায়, বেশ্যা-দিগের প্রতি ঘৃণা নাই;—এরূপ স্ত্রীলোক অনেক "বাড়ী-ওয়ালী" আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অধিকাংশই গৃহস্থের ন্যায় থাকে সুতরাং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়াও ইহাদের মধ্যে অল্প। যদি ইহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন বাল বিধবা, যাহার সহিত একক্ষণে রহিয়াছে তাহার সহিতই গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বিবাহিতা স্ত্রীলোক কুলত্যাগিণী হইয়াছে বঙ্গদেশে বেশ্যা-দিগের মধ্যে এরূপ শতকরা ৫ জনও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই স্থানে আর এক জাতীয় স্ত্রীলোকের কথা বলা আব-শ্যক হইতেছে। ইহারা কলিকাতার ভদ্রলোকদিগের বাটীর "ঝি" ও "ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী;" ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুচরিত্রা যদিও ইহারা কেহই প্রকাশ্য বেশ্যা নহে। তবে অধিকাংশকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঘর ভাড়া লইয়াই আপনার প্রিয়পাত্রের সহিত বাস করিতেছে। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম এই প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অতিশয় দারিদ্র্য কষ্ট,—সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতে হয়; ইহাদের মধ্যে বাল বিধবাই অধিক। যাহারা যুবতী, ১২ বৎসর হইতে অতি বৃদ্ধা পর্য্যন্ত চাকরীর জন্য আইসে, যাহারা যুবতী তাহারা কোন বাটীতে "ঝি" নিযুক্তা

হইলে হয় স্বয়ং বাবুদিগের দ্বারা, আর নিতান্ত কুৎসিৎ হইলে বাবুর চাকর দিগের দ্বারা বা সেই পাড়ার কাহারও দ্বারা সর্ব্বনাশের পথে প্রলোভিত হয় ;—হায়, অশিক্ষিত বাল বিধবা এরূপ হইবে আশ্চর্য্য কি ? তৎপরে পাপের পথে অগ্রসর হইতে হইতে শেষে প্রকাশ্য বেশ্যা হইতে বাধ্য হয়,—এরূপ করিয়া আমরা অনুমান করি যে কলিকাতায় প্রতিবৎসর অন্ততঃ এক সহস্র নূতন বেশ্যার উৎপত্তি হইতেছে। আবার বেশ্যা হইতেও "ঝি" ও "বামুন ঠাকুরাণী" বৎসরে অন্ততঃ হাজার জন হইয়া থাকে ; যাহারা এক সময়ে ঝি ছিল, পরে বেশ্যা হইয়াছিল,—তাহারই আবার ঝি হয়। বেশ্যাবৃত্তি ৩।৪ বৎসরের অধিক চলেনা, তবে যাহারা তিন চারি পুরুষ হইতে এই কার্য্য করিতেছে তাহারা বহু দিবস রাখিতে পারে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই "ঝি" দিগের দ্বারা সমাজে কতদূর ক্ষতি হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ভদ্র কুলমহিলা দিগকে কুৎসিত সঙ্গীত শিক্ষা দিবার,—কুৎসিৎ অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা শিক্ষা দিবার এবং অসংখ্য পাপাচরণ পথে লইবার মূল ইহারা। এতদ্ব্যতীত ইহাদের দ্বারা সর্ব্বদাই একটী ভয়ানক গুরুতর পাপকার্য্য সংঘটিত হইতেছে—বোধ হয় ইহাদের দ্বারা যত জ্রূণ হত্যা হয় আর কোন জাতির দ্বারা তত হয় না। অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা ও তাহা হইতে বাধক ইত্যাদি পীড়া হওয়া বশতঃ প্রকাশ্য বারবনিতা গণের গর্ভ প্রায়ই হয় না—অতি অল্প সংখ্যকেরই হইতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এই কলিকাতায় নবাগত অভাগিনী গণের সে

সকল প্রতিবন্ধক নাই; সুতরাং শীঘ্রই গর্ভ হইয়া পড়ে,—তখন চেতনার উদয় হয়—তখন মনে ভীতির সঞ্চার হয়—তখন লজ্জার দায়ে বাধ্য হইয়া এই অভাগিণীদিগের গর্ব্ভ নষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হয়। কলিকাতায় ভ্রূণ হত্যা সহজ নহে;—সুতরাং ইহারা ইহাদের নির্জ্জন পল্লিগ্রামে যাইয়া এই কার্য্য সমধা করিয়া আইসে, কেহ কেহ এই কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। হায়,—প্রতিদিন আমাদিগের সম্মুখে কি কাণ্ড হইতেছে—আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা দেখিয়াও দেখিব না,—কেহ এই সকল কথা বলিতে গেলে অশ্লীলতা অশ্লীলতা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠি, কেহ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও চক্ষু অচ্ছাদন করিয়া থাকি—আমরা ইহা দেখিব না; এই সকল কথা অশ্লীলতাময় সুতরাং আমরা ইহা কিছুতেই দেখিব না। হায়, মানব কবে বুঝিবে যে সমাজ একটী পল্লির ন্যায়,—ইহার একটী গৃহে অগ্নি সংযোগ হইলে যদি নির্ব্বাণ করা না যায় তবে সেই অগ্নিতে সমস্ত পল্লী ভস্মীভূত হয়। তুমি ভাবিতেছ তোমার বাটীর সকলে তো ভাল আছে—হায়—সে তোমার স্বপ্ন। তুমি যে দেখিবেনা—যদি দেখিতে তবে বুঝিতে তুমি ভুল বুঝিতেছ তুমি যাহা ভাবিতেছ—তাহা নহে। লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক, লোকে শুনুক আর নাই শুনুক মিথ্যা লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া যে আমরা মানব জাতির সর্ব্বনাশ সম্মুখে দেখিয়াও প্রকাশ করি না—ইহা কাহাকেও বলিতে দিব না।

নিম্ন শ্রেণীর রক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগের বৃত্তান্ত শেষ

করিবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটী ঘোর অনিষ্টকর ও পাপময় কার্য্যের কথা এইস্থানে উল্লেখ করিতে হইতেছে। ইহাকে আমরা "বাল বারবনিতা বৃত্তি" * কহিব। দোকান-দারদিগের রক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে অনেকে "বাড়ী-ওয়ালী" আছে—আমরা বলিয়াছি ইহারা কখন কখন বা অপর বেশ্যাকে ঘর ভাড়া দিয়া থাকে, কখন বা নিজেরা নিজ অধীনে বালিকা রাখিয়া দেয়। ইহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা দেখিতে পাওয়া যায়;—ইহারা নিজ দেশস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে কন্যা চাহিয়া লইয়া আইসে; বলে যে "তোমরা খাওয়াইতে পারিতেছ না, আমার সন্তানাদি কিছুই নাই—ইহাকে আমায় দাও, আমার নিকট যত্নে রাখিব।" মাতার হয়তো এইরূপ ৫টী কন্যা—তাহাতে আবার তাহারা অতিশয় দরিদ্র,—সুতরাং তাহারা আনন্দিত চিত্তেই এরূপ উপকারিণীর হস্তে কন্যাকে ছাড়িয়া দেয়। হায়! তাহারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে যে কি উদ্দেশ্যের জন্য তাহাদিগের কন্যাগণ বিদেশে চলিল তাহা হইলে কি তাহারা কখন কন্যা পাঠাইয়া দেয়। ইহারা এইরূপে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াই নিজে ইহা-দিগকে ৯ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আত্মবিহার করিতে শিক্ষা দিয়া ক্রমেই ভয়ানক কামপরবশ করিয়া

---

* ইংলণ্ডের ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানেও এরূপ বেশ্যা-বৃত্তির অপ্রতুল নাই—ইহাকে ইংরাজিতে Clandestine Prostitution কহে।

তুলে। তৎপরে নানারূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া সেই আট নয় বৎসর বয়স্কা দুগ্ধপোষ্যা বালিকার জননেন্দ্রিয় পরিসর করাইবার চেষ্টা করে, তৎপরে,—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—ইহাদিগের দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি করাইতে আরম্ভ করে। এরূপ ৮, ৯, ১০, ১১ বৎসরের বালিকা বেশ্যার মূল্য অতি অধিক। এমন কি সুন্দরী যুবতীর অপেক্ষা অধিক;—কেন তাহা, যাহারা এই বিষয়ে অর্থ ব্যয় করে সেই মানব নামের অযোগ্য পশুগণই জানে। এইরূপ বালিকা বেশ্যা হইতে অধিক অর্থ পাওয়া যায় বলিয়া ও ইহারা সম্পূর্ণ অধীনে থাকে বলিয়া এই সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ বালিকা সংগ্রহে এতদূর আয়াস। বোধ হয় কলিকাতায় এরূপ বেশ্যার সংখ্যাও এক হাজারের ন্যূন নহে। কেবল যে এই অনাথিনী বালিকাগণেরই ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে এরূপ নহে, ইহাদের দ্বারা যতদূর পীড়ার বিস্তৃতি হইতেছে আর কাহারও দ্বারা তত হইতেছে না। হে ভণ্ড ধর্ম্মাচারি!—তুমি কি আমায় বলিতে চাহ যে এই সকল কিছুই নহে।

চতুর্থ প্রকার।

যাহারা বেশ্যাবৃত্তি করে অথচ অন্য ব্যবসা চালায় তাহাদিগকেই আমরা চতুর্থ বিভাগ মধ্যে গণ্য করিতেছি। ইহাদের মধ্যে এই কয়টী ব্যবসা প্রধানতঃ চলিত; প্রথম সঙ্গীত, ইহারা "বাই" নামে খ্যাতা, দ্বিতীয় নৃত্য, ইহারা "খেমটী" নামে খ্যাতা, তৃতীয় কীর্ত্তন, ইহারা "কীর্ত্তনী"

নামে খ্যাতা; আর এক্ষণে নাট্যশালা হইয়া আর এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উৎপত্তি হইয়াছে,—ইহারা নাট্যশালায় অভিনয় করে,—ইহারা অভিনেত্রী নামে খ্যাতা।

বারবনিতাগণের মধ্যে ইহারাই ধনী ও সম্পত্তিশালী,—ইহারা কেহই দরিদ্রা নহে,—সকলেই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন বাটী ভাড়া লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাস দাসী সহ বাস করে। ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা কোন বারবনিতাই মাসে তিন চারি শত টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, কিন্তু কলিকাতার এমন অনেক বাই আছে যাহারা হাজার টাকা মুজরা না হইলে আসরে গাইতে আইসে না, এমন অনেক খেমটী আছে যাহারা তিন চারি শত টাকার বায়না গ্রহণ করে না;—এমন কীর্ত্তনীও অনেক আছে যাহারা দিন ১০০ শত টাকা উপার্জ্জন করে। সুতরাং যদি কেহ বলেন যে ধনের জন্য স্ত্রীলোকগণ বারবনিতা হয়—তাহা হইলে আমরা দেখিলাম বারবনিতা বৃত্তিতে ধন উপার্জ্জন হয় না,—কোন ভদ্রোচিত ব্যবসা গ্রহণই উপার্জ্জনের পন্থা। এই হেতু যাহারা এই সকল সঙ্গীত ব্যবসায়ী তাহারা স্বভাবতঃই ধনী ও সম্ভ্রান্ত। ইহারা প্রায় ভদ্রকুলমহিলার ন্যায় বাস করে—প্রকাশ্যরূপ বেশ্যাবৃত্তি করে না,—এবিষয়ে বিশেষ বাইগণ অতিশয় সাবধানী; যেহেতু ইন্দ্রিয়ের অত্যধিক চালনা ইত্যাদির দ্বারা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে গলা বসিয়া গিয়া সঙ্গীতের পক্ষে বিশেষ হানি করে,—এমন কি গান গাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। তাহাই বলিয়া বলিতেছি না যে বাইএরা সতী সাবিত্রী; তবে এই পর্য্যন্ত বলি যে ইহাদের জননেন্দ্রিয় পরিচালনা

অতি কম এমন কি কুলমহিলাগণ অপেক্ষাও কম। বাইএরা বংশপরম্পরায় এই ব্যবসা করিয়া আইসে ইহাদের কন্যা-গণকেও ইহারা নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করায়,—কিন্তু পূর্ণ যৌবন না হইলে কখনই ইহারা ইহাদের সহবাস করিতে দেয় না,—এবং তৎপরেও যাহাতে এ বিষয়ে আধিক্য না হয় সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখে। এই সকল কারণে এই জাতির বারবনিতাগণের মধ্যে পীড়া অতি অল্প;— একটু যত্ন করিলে ও সমাজ একটু মনোযোগ করিলে ইহা-দিগকে অনায়াসেই বারবনিতাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়!—সমাজ সে সকল দেখিবে কেন?

"বাইএরা" যেরূপ সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারী "খেমটা" গণ তাহা নহে—সকল বেশ্যাই প্রায় নাচিতে জানে ও দুই একটা খেমটা গান জানে—ইহা তাহাদের ব্যবসায়ের একটা আবশ্যকীয় বিষয়ের মধ্যে তাহারা বিবেচনা করে। বেশ্যা হইয়াই,—ঘর ভাঁড়া লইয়াই তাহারা দুই একটা গানও একটু নাচ শিক্ষা করিবার চেষ্টা করে—আমরা ইহাদিগকে "খেমটা" বলিতেছি না। যাহাদিগের রীতিমত দল আছে ও এই ব্যবসায়ের উপরই যাহারা অধিক মনোযোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকেই আমরা "খেমটা" বলিতেছি। ইহারা অন্যান্য বেশ্যাগণ হইতে মিতাচারী সন্দেহ নাই—কিন্তু তত্রাচ ইহারা যেরূপ বাস করে তাহাতে পীড়ার উৎপত্তি হয়। ইহারা শনিবার ও রবিবার বাবুদের বাগানে নাচিতে যায়,—ইহারা গুণ ভেদে ১৬ টাকা হইতে ২০০ টাকা

পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এই স্থানে ইহাদেরও নাচিয়া ও গাইয়াই কেবল নিষ্কৃতি লাভ হয় না ;— ইন্দ্রিয় বিষয়েও যেরূপ অত্যাচার হয়—শরীর সম্বন্ধে ও রাত্রি জাগরণ, সুরাপান বশতঃও তেমনি হয়। তবে ইহাদের অর্থের জন্য যাহাকে তাহাকে শরীর বিক্রয় করিতে হয় না- ইহারা নাচিয়াই যথেষ্ট অর্থ পাইয়া থাকে ও অর্থ থাকা বশতঃই দাস দাসী রাখিয়া সুখে সচ্ছন্দে একরূপ থাকিতে পারে। তবে অনর্থক রাত্রি জাগরণ ও সুরাপান ইত্যাদি করায় ইহাদের স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভঙ্গ হইয়া যায়। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় একটু পসারযুক্ত খেমটাওয়ালী কখন কাহারও বাগানে যায় না।

সকল ব্যবসায়েরই ছোট ও বড় আছে। কোন কোন খেমটাওয়ালী বৎসরে গড়ে ১২ হাজার টাকারও অধিক উপার্জ্জন করে কেহ আবার বৎসরে ২।৩ শত টাকাও পায় না। যাহারা এ ব্যবসায় বড় অধিক কিছু করিতে পারে না,—তাহারা বাধ্য হইয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ ভাল নাচিতে গাইতে পারে এরূপ বেশ্যার নিকট অধিক লোকের সমাগমই সম্ভব ; সুতরাং অন্যান্য বেশ্যা অপেক্ষা ইহাদের গৃহে অধিক লোক গমনাগমন করায় ইহাদের ইন্দ্রিয়চালনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়—এবং পীড়াও সেই রূপ ভয়ানক তেজে ইহাদের মধ্যে বিরাজ করে। ইহারা বেশ্যা-বৃত্তিতে অধিক অর্থউপার্জ্জন করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কীর্ত্তনীঃ—যাহারা কীর্ত্তন ইত্যাদি ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিয়া

বেড়ায় তাহাদিগকে কীর্ত্তনী বলে, ইহারা অধিকাংশই প্রকাশ্য বারবনিতা নহে;—ইহাদের মধ্যে অনেককে বিবাহিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাদের অনেকের চরিত্র দেখিয়া বেস্ উপলব্ধি হয় যে নৃত্য-গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোকগণ অনায়াসেই বারবনিতা না হইয়া রহিতে পারে। *

মানব সমাজে যাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িয়াছে সেই বারবনিতাগণের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। ইহাদের দুর্দ্দশা, ইহাদের পীড়া, ইহাদের যন্ত্রণা, ইহাদের পাপ প্রবৃত্তি ইত্যাদি লেখা দূরে থাকুক ভাবিলে শরীরের ভিতর কিরূপ করিয়া উঠে। মানব জাতিকে তাহা দিগের অধঃপতন বিশেষ রূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তত্রাচ ভয়, লজ্জা, দুঃখ, শোক সকল এক কালে আমাদের মনে যুগপৎ উদয় হওয়ায় তাহাদের সেই পাপজীবনের পাপময় চিত্র সম্পূর্ণ অঙ্কিত করিতে পারিলাম না। যত দিন তোমার বাসস্থানের পার্শ্বে এরূপ কদর্য্য ব্যবসা চলিতেছে,—

---

* ইহা যে সত্য তাহা আমার প্রণীত "অসতী সন্ন্যাসিনী" নামক পুস্তকে সুন্দর রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত; বারবনিতার জীবনের সুন্দর চিত্র; সকলকারই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে দেখুন।

যতক্ষণ তোমার নিকটে এই অভাগিণীগণের অর্দ্ধস্ফু যন্ত্রণা-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যতক্ষণ ইহাদের দ্বারা তোমা দিগের মানব নাম কলঙ্কিত রহিতেছে ততক্ষণ হে মানব! তুমি সভ্য নহে, কেবল সভ্যতার ভাণ করিয়া বেড়াও মাত্র,—ততক্ষণ তোমার কোন রূপেই আর উদ্ধার নাই।

মত্ততা।

একটী মাত্র পাপাচরণের কথা উল্লিখিত হইল,—পাপে পৃথিবী ছার খার হইয়া যাইতেছে,—পাপের কথা কত লিখিব। বারবনিতায় পৃথিবীর যেরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে,—মত্ততাতেও তেমনি সর্ব্বনাশ করিতেছে;—সুরা রাক্ষসী সমস্ত পৃথিবী মধ্যে কি কাণ্ড করিতেছে তাহা ভাবিলে মানুষ মাত্রেই কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া পড়িবে। মত্ততার বিষময় ফল সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছেন যে কতলোক ইহার হস্তে পতিত হইয়া ধন মান হারাইয়া শেষে অশেষ যন্ত্রণাদায়ক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে; অন্য দেশের কথা বলিবার আবশ্যক নাই ভারতবর্ষে বৎসর কতটাকা গভর্ণমেণ্টের এই সকল মাদকদ্রব্য হইতে আয় হয় শুনিলেই নিরীহ, শান্ত ভারতবাসী যে এ বিষয়ে কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতে যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যস্থানে কি তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি? বিস্তৃত ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গদেশের একটী সমান্য প্রদেশের আয় আমরা দেখিতে পাই আড়াই লক্ষ টাকার উপর *। গভর্ণমেণ্ট গত বৎসর

* 24 Pergunahs.

৪ পরগণায় মাদক দ্রব্য হইতে আড়াই লক্ষ টাকার পর আয় করিয়াছেন ;* বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশে ঐ্যনা-ধিক ঐরূপ আয় হইয়াছে ; গড়ে প্রতি বৎসর এক বঙ্গদেশে ৫০ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের মাদক দ্রব্য হইতে লাভ হয়, এতদ্ব্যতীত অহিফেনের আয় স্বতন্ত্র আছে। ৫০ লক্ষ টাকা যদি গভর্ণমেণ্ট পান তাহা হইতে মদ বিক্রেতাগণ অন্ততঃ এককোটী টাকা লাভ করিয়াছে ; সকলেই দেখিয়াছেন যে শুঁড়ীরা প্রায়ই ধনী। এতদ্ব্যতীত বিক্রেয় দ্রব্যের দামও অন্ততঃ ৫০।৬০ লক্ষ মুদ্রা ; ইহার বোধ হয় ৩০।৪০ লক্ষ টাকার মদ বিলাত হইতেই আমদানী হইয়াছে। তাহা হইলে দেখিলাম যে এক বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর গড়ে মাদক দ্রব্যে দুই কোটী টাকা ব্যয়িত হয়। এই দুই কোটী টাকার বিষে যেরূপ ফল উদ্গীরণ করা কর্ত্তব্য তাহাই করিতেছে। এই বঙ্গদেশে সাত কোটী লোকের বাস, এই সাত কোটী লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর ২ কোটী টাকার মদ বিক্রয় হয় শুনিলে কাহার না হৃদ্‌কম্প হয়, এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও অধিক পৃথিবীর সর্ব্বত্র। মানব জাতির যখন এরূপ অবস্থা তখন আর তাহাদের ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু থাকিবে না কেন? তবে কেন না তাহারা দুঃখ পাইবে? হায়! আমাদের গৃহ যে অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হই-তেছে,—সেই অগ্নিতে যে আমরা দগ্ধ হইয়া যাইতেছি,—

* See The Report on Excise Administrtion in Bengal.

আমাদের সে জ্ঞান নাই, আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিনা, দেখিয়াও দেখিনা আমরা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভাল মন্দ জ্ঞান একেবারে হারাইয়া ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিয়া অভি-সম্পাত করিতেছি আর বলিতেছি "এ সংসার কি দুঃখময়!"

চুরি ও ডাকাইতি ইত্যাদি।

যে পৃথিবীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা তথায় অধিকাংশ লোক পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে দেড় লক্ষ লোক কেবল চুরি ডাকাইতি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। মাহিউ সাহেব বলেন যে "ইংলণ্ডের অধি-বাসীদিগের মধ্যে শতকরা ১২জনচুরিডাকাইতি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে"। পৃথিবীস্থ অসংখ্য কারাগারে প্রায় ১২ কোটী ব্যক্তি সমাজে বাস করিবার অনুপযুক্ত বিবেচনা হওয়ায় বন্দি হইয়া রহিয়াছে; বার কোটী যদি কারাগারে বন্দ থাকে তাহা হইলে অন্ততঃ ৬ কোটী চোর ও ডাকাইত এখনও মুক্ত রহিয়াছে। মানুষ, নিজ স্বজাতীয় গণের এত লোককে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সেই সকল কারাগারে কতই ক্লেশ দিতেছে ;—আর পৃথিবী মধ্যে সমস্ত প্রদেশে কত বিচারালয় স্থাপনা করিয়াছে,—প্রতিদিন কত লোককে বন্দি করিতেছে; এ সকলই করিতেছে, এ সকলই দেখিতেছে তত্রাচ এই সমাজের কণ্টক কেন হয় আর কিসে যায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবে না। চুরি ডাকা-ইতি ইত্যাদি হইতে আরও কত শত সহস্র পাপের উৎপত্তি হইয়াছে; মানব যেন পরের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজ স্বার্থসাধন

করা একটা কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে বোধ করিয়াছে। পরদার, ভ্রূণ-হত্যা ইত্যাদি পৃথিবীতে কতই হইতেছে; প্রবঞ্চনা ও কপটতা এ সংসারে কতই হইতেছে; টাকার জন্য পুত্র পিতার গলায় ছুরি দিতেছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সহবাস করিতেছে; মানব জাতির অধঃপতন আর কত হইবে, আর পাপাচরণ পৃথিবীতে কত বৃদ্ধি পাইবে,—আর মা বসুমতীই বা কত এ ভার বহন করিতে পারিবেন? নরক আর কোথায়? এমন সুন্দর মনমোহিনী পৃথিবীকে মানব যত দূর দূষিত করা সম্ভব তাহা করিয়াছে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পশু অপেক্ষাও পাশব-বৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। হায়!—মানব এরূপ হউক করুণাময় পরমেশ্বরের কখনও কি এরূপ ইচ্ছা হইতে পারে? জ্ঞান থাকিতে অজ্ঞান হইলে সে অপরাধ কাহার?

যাহা হউক, মানব জাতি তো একেবারে অধঃপতিত হইয়াছে; ইহাদের উদ্ধারের কি আর উপায় নাই? আমরা অদ্য তাহাই দেখিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাকৃতিক নিয়ম।

কার্য্য ও কারণ।

আমরা দেখিলাম যে পৃথিবীতে মানব সমাজে দরিদ্রতা, ব্যাধি, পাপাচরণ, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ানক রূপ বিস্তৃত হইয়াছে। এই কয়েকটীই যে অস্বাভাবিক ও স্বভাবের নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত তাহা স্পষ্টই বুঝিতেপারা যায়; আর ইহাও আমরা বেস্ বুঝিতে পারি যে নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত কখন এই সকল ঘটে নাই; ইহা আমরা এক রূপ প্রমাণও করিয়াছি। যদি মানব সমাজ হইতে ইহাদিগকে দূর করা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবের যন্ত্রণা বলিয়া কিছু থাকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা হইলে মানব মনে, সুখে ও দুঃখে উভয়েতেই একরূপ "মত্ততা" জন্মিবে। সেই মত্ততায় সুখ নাই, দুঃখও নাই, আবার সুখও আছে দুঃখও আছে। এক্ষণে দেখা যাউক কোন কোন নিয়মে মানব চলিতে বাধ্য—ও কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ দোষে আমাদের এ দুর্দ্দশা।

ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীতে যে কোন বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে ও যাহা কিছু হইতেছে তাঁহার

একটী বা কতকগুলি কারণ আছে, আর সেই কারণানুযায়ী সেই সেই বস্তু সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে *। এবং যে কারণে যে কার্য্য হয় সেই কারণ থাকিলে সেই কার্য্য হইতেই হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছুই প্রমাণীকৃত হয় না। † পৃথিবীতে যাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি, যাহার প্রারম্ভ নাই- (যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদির প্রারম্ভ আমরা দেখি নাই। ইহার কারণ কি তাহাও আমরা জানিনা)—কিন্তু যাহা আমরা সৃষ্ট হইতে দেখিতেছি তাঁহার কারণ আছেই আছে—কারণ ভিন্ন তাহা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

অবস্থা ও নিয়ম।

পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্য ও কার্য্য অবস্থানুযায়ী ‡ কতকগুলি নিয়মে চলে; হঠাৎ সেই নিয়মের লঙ্ঘন হইলে সেই দ্রব্য বা কার্য্যের গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্যাধি আমাদের শরীরের

* The Law of universal causation.

† See Mill on Logic.

‡ অবস্থানুযায়ী বলিলাম কেন তাহা বলা কর্ত্তব্য। প্রকৃতির নিয়ম অবস্থানুযায়ী—অর্থাৎ এক সময়ে যে যে নিয়মে কোন কার্য্য চলে সেই অবস্থায় সেই সময়ে সেই সেই নিয়মে চলা প্রয়োজন। যে প্রত্যহ আহার করে তাহার পক্ষে প্রত্যহ আহার নিয়ম—যদি সে হঠাৎ আহার বন্ধ করে তবে তাহাকে পীড়িত হইতেই হইবে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে আহার ত্যাগ করিয়া একেবারে আহার ত্যাগ করিতেও

কোন অ স্থা নহে। "জীবনতত্ত্ব" (Physiology.) আমাদিগকে শরীরকোন কোন নিয়মে চলে তাহা দেখাইতেছে। অবস্থান্তরে শরীরের নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে কিন্তু সাধারণতঃ মানব শরীর কিরূপে চলে ও সেই অবস্থায় কিরূপে না চলিলে পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা জানিতে পারি। ইহা জানি বলিয়াই পীড়ার চিকিৎসা করিতে যাই। তবে বলিতে হইবে যে যদি সেই সেই নিয়মে চলি তবে আমাদের ব্যাধি হইতে পারে না। মনের বিষয়ও ঠিক ঐ রূপ। মনও কতকগুলি নিয়মে চলে—সেই সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে মনে ব্যাধি জন্মে, ব্যাধি হইতে যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। "মনোবিজ্ঞান" (Psycology.) হইতে আমরা ইহা শিক্ষা করি। যদি মন যে অবস্থায় ও যে নিয়মে চলা কর্ত্তব্য সেইরূপ চলে তবে মনের ব্যাধি হইবে কেন? তবে বুঝিলাম মন ও শরীর সুস্থাবস্থায় রাখা সম্ভব; কিন্তু আমাদিগের এ অবস্থায় ইহা আমরা পারি না; (কারণ দরিদ্রতা) অর্থাৎ সেই সকলকে অবস্থানুযায়ী নিয়মে রাখিতে গেলে যাহা আমাদিগের আবশ্যক তাহা, আমাদিগকে ইহা করিতে দেয় না—সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এ অবস্থায় শরীর ও মনকে ভাল রাখা একরূপ অসম্ভব।

পারে; তাহাতে তাহার কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই— যেহেতু সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিল না—নিজ শরীরকে অবস্থান্তর করিল মাত্র। একটু প্রণিধান করিয়া এটী বুঝা প্রথমে আবশ্যক হইতেছে। অভ্যাস একরূপ স্বভাব। Habit is the second nature.

অভাব।

অভাব বশতঃ আমরা বাধ্য হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম ভঙ্গ করিতেছি; আভাও আমাদিগের স্বভাব সিদ্ধ নহে—কোন কারণ না হইলে অভাব হয় না। আমরা এক্ষণে সমাজে বাস করি—ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এ দুঃখের অবস্থায় আমারা আপনিই আসিয়া পড়িয়াছি—সুতরাং এ অবস্থায় চলিবার জন্য আমাদিগের কতক গুলি নিয়ম আপনই হইয়াছে—সেই নিয়মনুযায়ী না চলিয়াই আমাদিগের যন্ত্রণার উৎপত্তি হইতেছে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি অভাব হইতেই পাপাচরণের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে দেখিব অভাব হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের পূর্ব্বে প্রকৃতির আর একটী নিয়মের উল্লেখ আবশ্যক হইতেছে। ইহাকে আমরা "বলিষ্ঠের জয়" (Survival of the fittest) কহিব।

বলিষ্ঠের জয়।

পৃথিবীতে যাহা আছে তাহাই আছে; তাহার কম বেশী কখনও হয় না। মনে কর কোন স্থানে তিন সের দ্রব্য আছে, এই তিন সের দ্রব্য দশ জনের আহার। যদি এই তিন সের দ্রব্য হইতে একজন দুই সের লয় তবে আর নয় জনের এক সের ভাগ করিয়া লইতে হইবে। আবার সেই নয়জনের মধ্যে যদি ৪জন অধিক বলিষ্ঠ হয় তাহা হইলে তাহারাই সব লইবে, সুতরাং অন্য পাঁচ জন কিছুই পাইবে না। পৃথিবীতেও সর্ব্ব বিষয়ে ঠিক এইরূপ ঘটিতেছে।—যে বলিষ্ঠ সে অধিক লইতেছে, যে দুর্ব্বল সে অল্প পাইতেছে বা একেবারেই

পাইতেছে না, দেখিতে পাওয়া যায় আম্রের অসংখ্য বোল হয় কিন্তু শেষ কত মরিয়া গিয়া কত অল্প বাঁচে। যাহারা অধিক বল প্রকাশ করিতে পারে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে অপরগুলি মরিয়া যায়। দেখিতে পাই মৎস্যের অসংখ্য ডিম্ব হয়, কিন্তু কত ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায় তাহার সীমা নাই। মানব জাতির মধ্যেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং মানবের আবশ্যকীয় পদার্থের অধিকাংশ, কতকগুলি লোক অধিকার করিবে ও অধিকার করিয়া এক অবস্থাপন্ন হইবে, আর অল্পাংশ পাইয়া অপরাংশ আর এক অবস্থাপন্ন হইবে ; কিন্তু তাহাই বলিয়া কাহারও অভাব থাকিবার কথা নহে,—কাহারও ক্লেশ হইবার কথা নহে। যখন এই পৃথিবীর সর্ব্ববিষয়ই অবস্থার দাস ও অবস্থাভেদে যখন সকলই ভিন্ন ভাবাপন্ন হইবে ইহা প্রকৃতির নিয়ম, তখন আমাদের বলিতেও হইতেছে যে আমাদের মধ্যে কখনই সাম্য হইতে পারে না। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্র হইবে বলিয়া যে সে প্রত্যেক বিষয়ে অভাব বোধ করিবে, ও কষ্ট পাইবে তাহার কোন কথা নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা কতকগুলি নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি সন্দেহ নাই। দেখা যাউক সে গুলি কি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সমাজ নিয়ম।

সভ্য মানব মাত্রেই সমাজে বাস করে ও বাস করিতে বাধ্য; নতুবা তাহারা কখনই সভ্য হইতে পারে না। কার্য্য বিভাগই সভ্যতার মূল। আর সভ্যতা হইতেই মানবের গৌরব ও সুখ। তাহা হইলে একরূপ বুঝিতে পারা যায় যে মানব সমাজে বাস করুক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম; অন্যান্য নানা প্রমাণ দিয়াও ইহা বেশ প্রতীয়মাণ করা যায়। মানবের সমাজ বদ্ধ হওয়া যদি প্রকৃতির নিয়ম হয় তাহা হইলে সে সমাজও নিশ্চয়ই কতক গুলি নিয়মে চালিত হয়। সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই মানবের ক্লেশের উৎপত্তি হয়। আমরা দেখাইয়াছি সমাজে ক্লেশ ও যন্ত্রণা কিরূপ,—এক্ষণে দেখিব কোন কোন নিয়মে সমাজ চলে, পরে দেখিব তাহা আমরা লঙ্ঘন করিয়াছি কি না।

সমাজ প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত নিয়ম কয়েকটীতে চলে।

প্রথম :—জন্ম-নিয়ম (Laws of fecundity.)।

দ্বিতীয় :—পরিচালনা-নিয়ম (Laws of exercise.)।

তৃতীয় :—কৃষি-নিয়ম (Laws of agricultural industry.)।

চতুর্থ :—লোক সংখ্যা-নিয়ম (Laws of population.)।

পঞ্চম :—উৎপত্তি-নিয়ম (Laws of production.)।

ষষ্ঠ ঃ—বণ্টন নিয়ম (Laws of distribution.)।

সপ্তম ঃ—পরিবর্ত্তন-নিয়ম (Laws of exchange.)।

প্রথম চারিটীকে সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ও শেষ তিনটীকে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বলা যাইতে পারে। যেমন মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতির একটী নিয়ম, ইহারাও তেমনি নিয়ম। এই সকল নিয়মের লঙ্ঘন হইতে পারে কিন্তু ইহাদের কার্য্য বন্ধ কখনই থাকেনা। প্রকৃতির সকল নিয়মই এই রূপ। আমরা ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রকৃতির নিয়ম এই যে পৃথিবীর সকল দ্রব্য ইহার দিকে টানিয়া লইবে। একটী ঢিল ছুঁড়িয়া দেও,—ইহা মাটিতে পড়িবে—তবে তুমি ইহাকে হাত দিয়া ধরিয়া লইতে পার। ইহাতে কেহ যেন ভাবিবেন না যে মধ্যাকর্ষণের কার্য্যের শেষ হইল। ঢিলটী তোমার হস্তে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিল,—তৎপরে তোমার হাতে ইহা ভারী বোধ হইতে লাগিল। ইহা কার্য্য করিতে চাহে,—তবে তোমার বল ইহাপেক্ষা অধিক হওয়ায় কাজে কাজেই ইহা তোমার হস্তে থাকিতে বাধ্য হইতেছে।—প্রকৃতির কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার ফল একটী হইবেই—আর সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই যে সে ফল দুঃখদায়ক। এক্ষণে আমরা যে কয়েকটী নিয়মের উল্লেখ করিলাম তাহাদিগের বিষয় লিখিতেছি।

"জন্ম" নিয়ম।

যে নিয়মে প্রাণীর জন্মের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহাকেই আমরা

"জন্ম" নিয়ম কহিয়াছি। জাতিভেদে প্রাণীর জন্ম দান ক্ষমতার অল্পতা ও আধিক্য আছে;—তবে সর্ব্ব প্রাণীতেই এ ক্ষমতা অতিশয় অধিক দেখিতে পাই। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে ইহা অতিশয় অধিক, ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীতে ইহা অল্প হইয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে "যদি কোন রূপ প্রতিবন্ধক না হয় তবে স্ত্রী প্রাণী মাত্রেরই অধিক বা অল্প সংখ্যক সন্তান হইবে" ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এক্ষণে দেখা যাউক মানব জাতির স্ত্রীগণ প্রত্যেকে কয়টী সন্তান—কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে—গর্ভে ধারণ করিতে পারে। পশুদিগের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহারা গর্ভধারণে সক্ষমা হয়, ও ঐ সময়ে সহবাস হইলে প্রতিবন্ধক না ঘটিলে গর্ভ নিশ্চয় হয়। অন্য সময়ে ইহারা সহবাস ইচ্ছা একেবারেই করে না। মানবও ঠিক এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের ঋতু ও পশুদিগের "কামোদ্দীপক কাল" (heat) একই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ১২ বৎসর বয়স হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋতু রীতিমত হইতে থাকে; কেবল গর্ভের নয় মাস ও তৎপরে ৩। ৪ মাস হয় না। দেখিলাম যে একটী স্ত্রীলোকে ২৯ বৎসর গর্ভধারণ ক্ষমতা বিদ্যমান রহে—ইহা হইতে যদি প্রত্যেক সন্তানের গর্ভধারণ ও লালনপালনের জন্য দুই বৎসর করিয়া বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিলাম একটী স্ত্রীলোকের ১৪। ১৫ টী সন্তান হইতে পারে। অর্থাৎ দুই বৎসর অন্তর সন্তান হইলেও ১৪। ১৫ টী সন্তান হয়;

তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে যদি কোন প্রতিবন্ধক না ঘটে তবে সকল স্ত্রীই ১৪। ১৫ টী সন্তান ধারণের ক্ষমতা ধারণ করে ও সন্তান প্রসব করিতে পারে। বিখ্যাত প্রফেসর এলেন টমসন বলেন যে "প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ১২ হইতে ১৫টী সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আছে" জেমস্ মিল সাহেব নানারূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তৎপরে বলিতেছেন যে "স্ত্রীলোক মাত্রেরই অন্ততঃ ১০টী সন্তান প্রসবের ক্ষমতাআছে।" ডাক্তারহোআইটহেড সাহেব বলেন "বারটী সন্তান প্রসবের ক্ষমতা সকল স্ত্রীলোকেরই আছে।" যাহা হউক আমরা চতুর্দ্দিকে স্বচক্ষে যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ইহা বলিতে পারি যে "যদি প্রতিবন্ধক না ঘটে তবে সকল স্ত্রীলোকই আট হইতে ১২টী সন্তান প্রসব নিশ্চয়ই করিতে পারে।*

"পরিচালনা" নিয়ম।

এ বিষয়ে পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। যে অঙ্গের পরিচালনা বা অপরিচালনা বশতঃ সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে সেই অঙ্গের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রকৃতির নিয়ম কিরূপ তাহাই এক্ষণে দেখিব। ইহা এই যে—"শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য মানবের জননেন্দ্রিয় সকলের উপ-

---

* এখানে বলা আবশ্যক যে পুরুষের গর্ভদান ক্ষমতা স্ত্রীলোক হইতে বহুদিন স্থায়ী। কাহারও কাহারও ১৬ বৎসরেও সন্তান হইয়াছে অনেকে দেখিয়াছেন। ষ্কাদার পারের ১১০ বৎসর বয়সেও সন্তান হইয়াছিল।

যুক্ত পরিচালনা হওয়া আবশ্যক, যদি না হয় তবে পীড়া জন্মে।” ইহা প্রকৃতির নিয়ম; তাহা আমরা জীবনতত্ত্ব, ব্যাধিতত্ত্ব ও ঔষধিতত্ত্ব, অর্থাৎ স্বাস্থ্য, পীড়া ও চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অবগত হইতে পারি। ইহা প্রকৃতির একটী নিয়ম কি না তাহা আমরা প্রথম “জীবনতত্ত্ব” হইতে দেখাইতেছি। সকল জীবনতত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন ও প্রমাণ করিয়াছেন যে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শরীরের সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা আবশ্যক। অন্য কাহারও কথা উল্লেখ না করিয়া যাঁহার ন্যায় জীবনতত্ত্বজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না সেই কারপেণ্টার সাহেব এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি সাধনা বশতঃই যে আহার আবশ্যক এরূপ নহে; শরীর সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে;—এই ক্ষয় হইতে শরীরকে আহার দ্বারা রক্ষা না করিলে ইহা শীঘ্রই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মাংসপেশী ও তন্ত্রী মণ্ডলীও বহুদিনের জন্য স্থায়ী নহে। যখন এই সকলের পরিচালনা না হয় তখন ইহারা স্বভাবতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্য যখন ইহাদের পরিচালনা হয় তখন চতুর্দ্দিকস্থ রক্ত আসিয়া এই সকল অঙ্গের বৃদ্ধি সাধনা করে ও ইহাদিগকে সুস্থাবস্থায় রাখে। “মাংসপেশী ও তন্ত্রী সকলের পরিচালনা না করিলে নিশ্চয়ই পীড়ার উৎপত্তি হয় এমন কি ইহাদের অপরিচালনে অস্থি সকল পর্য্যন্ত পীড়িত হয়।” এই কথা অন্যান্য বিখ্যাত জীবনতত্ত্বজ্ঞও বলিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরি-

চালনা একটী স্বাভাবিক নিয়ম; পরিচালনা না করিলেই পীড়ার উৎপত্তি হয়। আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি তাহাতে জননেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং দেখা যাউক যে নিয়ম শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বর্ত্তিতেছে, তাহা ইহাতেও বর্ত্তিতেছে কি না। মাংসপেশী তন্ত্রী, শীরা ইত্যাদিতে জননেন্দ্রিয় গঠিত; আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই সকলের পরিচালনা ভিন্ন ইহারা আপনা আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে ও ইহাদের পরিচালনা একটী স্বাভাবিক নিয়ম; তাহা যদি হয় তবে জননেন্দ্রিয় সকল যখন ইহাদিগের দ্বারা ঘটিত তখন জননেন্দ্রিয়ও পরিচালনা নিয়মের অধীন; অর্থাৎ ইহার পরিচালনা না করিলে স্বভাবের একটী নিয়ম ভঙ্গ করা হয়,—ও ভঙ্গ করা বশতঃ যাহা হওয়া কর্ত্তব্য তাহাই হয়;—অর্থাৎ পীড়া হয়।

যদি ইন্দ্রিয় পরিচালনা স্বভাবের একটী নিয়ম হয় তবে নিশ্চয়ই ইহার লঙ্ঘন করায় ব্যাধি ও ক্লেশের উৎপত্তি হইবে; দেখা যাউক সত্য সত্যই তাহাই ঘটে কি না; তাহা যদি হয় তবে ইহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইবে। আমরা জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়ার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এক্ষণে জননেন্দ্রিয় অপরিচালনা বশতঃ যে সকল পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহার পুনরুল্লেখ করিব। সকল চিকিৎসকগণই বলেন যে মূর্চ্ছা, দুর্ব্বলতা, ঋতুর অনিয়ম ইত্যাদি পীড়া জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালনা বশতঃ জন্মিয়া থাকে। প্রধান প্রধান সকল চিকিৎসকই ইহা বলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কথা

সত্য কিনা তাহা বোধ হয় আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে না। কয়েক জন প্রধান চিকিৎসক এ বিষয়ে যাহা বলেন তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ডাক্তার বিয়াটী সাহেব কহেন "যে ইহা সকলেই জানেন যে জননেন্দ্রিয়ের অধিক দিবস অপরিচালনা হইলে, অণ্ডকোষে অবশ্যতা জন্মে।" ডাক্তার কোপ্‌লাণ্ড সাহেব কহেন যে "অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালনে ধ্বজভঙ্গ পীড়া জন্মিয়াছে!" এই রূপে আমরা শত শত চিকিৎসকের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে জননেন্দ্রিয়ের অপরিচালনে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র হইতেও ইহা সুন্দর প্রমাণ করা যায়। এই সকল পাঠ করিয়া বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইন্দ্রিয় পরিচালনা একটী স্বভাবের নিয়ম।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে মানবের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা কত দূর আছে; এক্ষণে দেখিলাম যে জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনাও স্বভাবের নিয়ম, তাহা হইলে বলিতে হয় যে ইহাও স্বভাবের একটী নিয়ম যে প্রত্যেক নারী অন্ততঃ দশটী করিয়া সন্তান ধারণ করুক। দেখা যাউক এই অসংখ্য সন্তানের আহারীয় পৃথিবীতে কি পরিমাণে জন্মিতে পারে।

কৃষি নিয়ম।

মিল বলেন "জমীর উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়"। অর্থাৎ যে পরিমাণে মানব জমিতে পরিশ্রম করে ফসল তৎপরিমাণে ক্রমেই অল্প হইতে থাকে। আমরা

ইহা সকলেই দেখিয়াছি যে কর্ষণ দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা ক্রমেই অল্প হইতে থাকে, ইহার মধ্যে অনেক জমী এতই অনুর্ব্বরা যে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বীকার করি বিজ্ঞান বলে জমী হইতে অধিক পরিমাণে ফসলের উৎপত্তি হইতে পারে,—কিন্তু বোধ হয় কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে জমীর উর্ব্বরতার একটী শেষ আছে; অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত উর্ব্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। আর যাহার বৃদ্ধি নাই তাহার হ্রাস আছে। যদিও স্বভাবের এই নিয়মের কার্য্য আমরা এক্ষণে ভাল দেখিতে পাই না, যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ প্রদেশ এখনও জঙ্গলে পূর্ণ, তত্রাচ আমরা প্রকৃতির এই নিয়ম একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। সামান্য একটী প্রদেশের বিষয় বিবেচনা করিলেও আমরা প্রকৃতির এই নিয়মের কার্য্য দেখি। আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও জমির নির্দ্দিষ্ট উর্ব্বরতা হইতে তাহার বৃদ্ধি করিতে পারি না; অথচ আমাদের আহারীয় চাহি—সুতরাং জঙ্গল কাটিয়া আমরা নূতন জমী প্রস্তুত করিয়া আহারীয় সংস্থান করিয়া থাকি।

লোকসংখ্যা নিয়ম।

এক্ষণে যে নিয়মের কথা আমরা লিখিতে যাইতেছি তাহা নূতন আবিষ্কার; বিখ্যাত ম্যাল্‌থাস্‌ সাহেব প্রকৃতির এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জগতের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই নিয়ম এই যে "আহারীয়

দ্রব্যের পরিমাণ হইতে লোক সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেনা,” অর্থাৎ যত আহার থাকিলে যত লোক প্রাণ ধারণ করিতে পারে তাহাপেক্ষা কখনই অধিক হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই এক রূপ দেখিয়াছি যে মানবের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা ভূমীর ফসল দান ক্ষমতা হইতে যথেষ্ট অধিক। পশু, পক্ষীরও এই রূপ। যদি পৃথিবীতে বানর ব্যতীত আর কিছুই না থাকে তাহা হইলে পৃথিবী অচীরে বানরেই পূর্ণ হইয়া যায়। যদি পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত আর কিছু না থাকে তাহা হইলে মানুষেই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়। মনে কর পৃথিবীতে বাঙ্গালি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই যদি এরূপ হয় তাহা হইলে পৃথিবী শীঘ্রই বাঙ্গালিতে পূর্ণ হইয়া যায়। এই রূপে অতি নীচ প্রাণী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই এই বৃদ্ধি হইবার বেগ অতি অধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রাণী মাত্রেরই আহারের আবশ্যক ও স্থানের আবশ্যক, সুতরাং অধিক বৃদ্ধি হইবামাত্র নানা রূপ প্রতিবন্ধকে ও মৃত্যু বশতঃ ইহারা আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথম দেখা যাউক মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কিরূপ, তৎপরে দেখিব অতি উত্তম রূপ কৃষিকার্য্য হইলেও জমীর উর্ব্বরতা কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে।

“ এমন দেশ একটীও নাই যথায় মানবের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার কোনই প্রতিবন্ধক পায় নাই ;—বাল্য বিবাহ, বৈধব্য, অবিবাহ, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যাধি ইত্যাদি কোন না কোন কারণ বশতঃ সন্তানোৎপাদনবৃত্তির কোনই প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয় নাই।”

এই জন্ত আমরা এমন কোনই দেশ দেখিতে পাই না যথায় মানবের সন্তানোৎপাদন বৃত্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতে পাইয়াছে বা পাইতেছে। অনেক তত্ত্বজ্ঞ-গণ অনেক অনুসন্ধানের পর ইহা এক রূপ স্থির করিয়াছেন যে যদি কোন প্রতিবন্ধক না হয় তবে মানব ২৫ বৎসরে দ্বিগুণীত হয়,—অর্থাৎ মানবের বৃদ্ধি গুণণাঙ্ক হিসাবে চলে, যেমন ১,২,৪,৮,১৬, ইত্যাদি। ইহা একরূপ আমরা কোন দেশের বৃত্তান্ত গ্রহণ না করিয়াও বুঝিতে পারি। এক ব্যক্তির যদি চারিটী সন্তান হয়, তবে তাহার সেই সন্তানগণের প্রত্যেকের কেন না চারিটী করিয়া সন্তান হইবে? তাহা হইলে এক পুরুষের মধ্যে এক একটীতেই ১৬টী সন্তান, ২ পুরুষের মধ্যে ৬৪টী সন্তান ইত্যাদি হওয়া সম্পূর্ণই সম্ভব। কিন্তু জমীর এরূপ প্রকারে ফসল দান করা বা এরূপ প্রকারে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হওয়া কথনই সম্ভব নহে। জমী হাজার উত্তম রূপে কর্ষিত হইলেও একটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থা হইতে অধিক পরিমাণে ফসল দান কথনই করিতে পারিবে না,—কিন্তু মানুষ যদি আহার পায় তবে ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

তাহা হইলে দেখিলাম যে মানবের এই বৃদ্ধি পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক; অর্থাৎ মানব যদি না বুঝিয়া ক্রমাগতই সন্তানোৎপাদন করিতে থাকে তবে তাহাদিগের মধ্যে জীবন ধারণের আবশ্যকীয় পদার্থের ক্রমেই অভাব হইতে থাকিবে; ক্রমে মানব অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, যে রূপেই হউক কতকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়া

আহার ও লোকসংখ্যা পরিমাণ সমান হইবে। কিন্তু মানুষ এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহই চিন্তা করে নাই,—তাহারা নিজ জ্ঞানের চর্চ্চা এবিষয়ে কিছুই না করিয়া প্রকৃতির হস্তে নিজ দেহ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের কার্য্য কখনই স্থগিত থাকে না; তুমি যদি জ্ঞানবলে সদুপায় স্থির না কর, তোমাকে বাধ্য হইয়া প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। তাহাই আমরা আমাদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অপরিচালনা, অত্যধিক পরিচালনা, বেশ্যাবৃত্তি, দরিদ্রতা ইত্যাদি নানা প্রকারে সন্তানোৎপাদন বৃত্তির প্রতিবন্ধক হইতে দেখি। যদি আমরা কোন সদুপায় বাহির করিয়া আহারের পরিমাণে আমাদিগের সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে রাখিতে পারি, অথচ প্রকৃতির কোন নিয়মই লঙ্ঘন না করি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে দরিদ্রতা থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; ইহা যদি না করিয়া আমাদিগের সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমাদিগের সন্তান উৎপত্তি অতি ভয়ানক বেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অথচ সেই পরিমাণে আহার বাড়িবে না, তখন বাধ্য হইয়া স্বভাব এই বৃত্তিকে প্রতিবন্ধক দিতে থাকিবে। এই সকল প্রতিবন্ধক কি রূপ ভয়ানক ও কিরূপ প্রকারের তাহা একবার আমরা আমাদিগের সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারি। সংসারে যতকিছু কষ্ট সকলই আহার অপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি বশতঃ; যত পাপাচরণ যত ব্যাধি, যত অকাল মৃত্যু, সকলেরই কারণ এই এক। সুতরাং বলিতে হয় যে মানব

সমাজে এই বিষয়ের আলোচনা করা মানবের পক্ষে যতদূর আবশ্যক আর কিছুই তত দূর নহে। যদি প্রকৃতির অন্যান্য নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া আমরা এই নিয়ম পালন করিতে পারি তবেই আমাদিগের উদ্ধার, তবেই আমাদিগের যন্ত্রনা দূর হইবার সম্ভব; তবেই সংসারে মানবের সুখী হইবার আশা, নতুবা আর কিছুতেই সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা প্রকৃতির অপর যে তিনটী নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সামাজিক, সমাজে অর্থ থাকিলে তাহার কি রূপে সদ্ব্যবহার হইতে পারে তাহাই ঐ সকল নিয়মে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য অগ্রে আমরা প্রকৃতির যে কয়েকটী নিয়মের কথা বলিলাম সেই সেই নিয়মানুযায়ী চলিবার আমাদিগের উপায় কি তাহাই লিখিত হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপায়।

আমরা দেখিলাম আমাদিগের আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইবার একটী সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ইহা কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আমাদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা অতিশয় প্রবল; মানব জাতির বৃদ্ধির সীমা নাই;— যদি কৃষি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ১,২,৩,৪,৫, ৬ এই রূপ সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, মানবের বৃদ্ধি ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ এই রূপ সংখ্যায় হইতে থাকিবে। তাহা হইলে মানব যখন ৩২ হইবে তখন মানবের আহার ৬ মাত্র হইবে। সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আহারের অপেক্ষা মানব কখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। যদি আমরা নিজে আমাদের সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন না রাখি তাহা হইলে প্রকৃতি স্বয়ং এই কার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের নানা প্রকারে উচ্ছেদ সাধন করিতে থাকিবেন। ইহাই যে সত্য সত্যই ঘটিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহা হইলে এক্ষণে উপায় কি?—কি উপায়ে আমরা নিজে আমাদিগের এই সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন রাখিয়া আহার ও লোক সংখ্যা সমতুল্য

রাখিতে পারি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে একেবারে দমন করিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা ইহাও প্রদর্শন করিয়াছি যে ইন্দ্রিয় পরিচালনাও প্রকৃতির একটী নিয়ম; ইন্দ্রিয় পরিচালনা না করিলে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং আমাদিগকে এইরূপ একটী কিছু করিতে হইবে যাহাতে আমাদিগের ইন্দ্রিয় বৃত্তিরও পরিচালনা হইবে অথচ অত্যধিক সন্তান হইয়া আমাদিগের আহার হইতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাইবে না।

কেহ যেন ভাবিবেন না যে কোন কারণ না থাকিলে এ পৃথিবীতে কোন কার্য্য আপনই হয়। যুদ্ধই বল, মহামারীই বল, ব্যাধিই বল, পাপাচরণই বল, আর যাহাই বল, কিছুই বিনা কারণে আপনা আপনি হয় না। সেই সকল কারণ দূর করিতে না পারিলে কখনই এই সকল পার্থিব ক্লেশ মানব জাতিকে ত্যাগ করিবে না। আমরা ইহাও একরূপ দেখাইয়াছি যে দরিদ্রতা হইতেই ব্যাধি ও পাপাচরণ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ হইলে, যুদ্ধ হইলে, মহামারী হইলে, মরিতে দরিদ্রগণই মরে, সংসারের সকল ক্লেশ দরিদ্রতা হইতেই জন্মিতেছে, দরিদ্রতাকে দূর না করিতে পারিলে এসকল দূর হইবে না। আমরা দেখাইয়াছি আবশ্যকীয় পদার্থ সকলের অভাবের নামই দরিদ্রতা; শরীর রক্ষা করিতে যাহা যাহা আবশ্যক হয় সেই সকল পদার্থ না পাইলেই আমরা দরিদ্র হই। সেই সকল পদার্থ কেন পাই না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, যে পরিমাণে আহারীয়

দ্রব্যাদি আমাদের আবশ্যক তাহার অনেক অল্প পরিমাণ আমাদিগের আছে ;—অর্থাৎ মানবের আবশ্যকীয় পদার্থ যে পরিমাণে পৃথিবীতে আছে তাহাপেক্ষা লোক সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হওয়া যে স্বাভাবিক নিয়ম তাহাও আমরা উপরে দেখাইয়াছি। তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে দরিদ্রতাকে দূব কবিতে হইলে আমাদিগের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয় তাহাই করা আবশ্যক। সংসার হইতে যন্ত্রনাদি দূর করিবার এই এক মাত্র উপায়। ইহা কি রূপে সম্ভবমত সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জগতের ক্লেশ।

নিয়ম ভঙ্গ না করিলে আমাদিগের কখনই ক্লেশের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা আমরা এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন যে জগতে যত পাপাচরণ হয় তাহা সকলই অভাব হইতে। ধনীর সন্তান বেশ্যাশক্ত,—তাহার কারণ ধনীর সন্তান বেশ্যাশক্ত না হইলে তাঁহার সন্তোষ হয় না,—তাঁহার অভাব বোধ হয়,—তাঁহার ক্লেশ হয়। গরিবের সন্তান চুরি করে,—গরিবেরা আহার পায় না তাহাই তাহার সেই অভাব দূর করিবার জন্য সে চুরি করে। এই রূপে আমরা দেখাইতে পারি যে কোন কারণ না হইলে, অভাব বোধ না করিলে কেহ কোন পাপাচরণ করে না, অভাব বোধ না করিলে কেহ কোন ক্লেশানুভবও করে না। দেখা যাউক ইহা স্বভাবের নিয়মানুযায়ী কি না। আমরা দেখাইয়াছি যে লোক বৃদ্ধি আহার দ্রব্য হইতে সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে চাহে, ইহা স্বভাবের একটী নিয়ম, আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে জন্তু ও মনুষ্য তুল্য পরিমাণে বাধা প্রকৃতির

আর একটী নিয়ম। মনুষ্য যদি নিজে আপনাদিগের বৃদ্ধির অল্পতা না করে তাহা হইলে প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া নানা রূপ প্রকারে মনুষ্য জাতিকে আহারের তুল্য পরিমাণে রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার সহিত আর একটী প্রকৃতির নিয়মও বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাকে আমরা "বলিষ্ঠের জয়" (Survival of the fittest.) বলিয়াছি। ইহা যদি স্বীকার করি তাহা হইলে বুঝিব যে, প্রকৃতি লোক সংখ্যার তুল্য পরিমাণ আবশ্যকীয় দ্রব্য দান করিলেও, কতক গুলি লোক একেবারেই কিছু পাইতেছে না; এই সকল একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। মনে করুন এই পৃথিবীতে ১০০ জন লোক আছে ও এই এক শত জনের আহার ১০০ সের চাউল প্রকৃতি দান করিতেছে না, এক শতের উপর লোক বৃদ্ধি হইলেই প্রকৃতি যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে হত্যা করিবেন। যাহা হউক এক শত লোকের জন্য, একশত সের চাউল আবশ্যক, আর তাহাই আছে। কিন্তু সকলে সমান পাইতেছে না, এই এক শত লোক সমান বলবান নহে,—যে খুব বলিষ্ঠ, সে হায়তো এই এক শত সের হইতে ৫০ সের চাউল আপনি দখল করিয়া লইল। তাহার পর ৫০ সের হইতে চার জন হয়তো ১০ সের করিয়া ৪০ সের লইল; বাঁকি ১০ সের মাত্র ৯৫ জন লোকের জন্য রহিল ইহার মধ্যে আর৯ জন প্রত্যেকে এক এক সের লইল, বাঁকি ৮৬ জন লোকের জন্য ১ সের মাত্র চাউল থাকিল; এক সের চাউলে কখন জীবন ধারণ হয় না; তখন এই ৮৬ জন

লোক প্রাণের দায়ে পাপাচরণ আরম্ভ করিল, যেমন করিয়া হয় অপরের নিকট হইতে চাউল লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সুতরাং দেখিলাম পাপাচরণ আপনই হইতেছে না। সুতরাং ব্যাধিও আপনি হইতেছে না। এই রূপ সর্ব্ববিষয়ে, কোন পাপাচরণ আহারের অভাবের জন্যই হইতেছে; কতকগুলি অন্য কারণেও হইতেছে বলিতে পার। স্বীকার করি দরিদ্রতার জন্য স্ত্রীলোকে বেশ্যা হয়, কিন্তু ধনী সন্তান কিসের জন্য বেশ্যালয়ে যান? আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক প্রদান করিতে হইতেছে,—ইহা নানা প্রকারে হয়, ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অত্যধিক চালনাও একটী;—লোক সংখ্যা বৃদ্ধি কমাইবার জন্য প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি লোককে কামুক করিতে হইতেছে,—ইহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অত্যধিক পরিচালনা করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতেছেন,—লোক সংখ্যাও তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। বেশ্যাবৃত্তি যে কেবল দরিদ্রতা বশতঃ হয় এরূপ নহে,—যদি বেশ্যাবৃত্তির যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করি তবে দেখিব, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক বশতঃই সমাজে বেশ্যাবৃত্তি হইতেছে। এই রূপে কেহ যেন ভাবিবেন না যে বিনা কারণে এ জগতে কিছু হইতেছে। জগতে যত পাপাচরণ ঘটিতেছে সকলেরই মূল কারণ আহার অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চেষ্টা।

পাপাচরণ হইতেই জগতের সকল যন্ত্রনা;—যাহারা দরিদ্র, অর্থাৎ যাহারা শরীর ধারণোপযোগী পদার্থ সকল

পায় না তাহারা তো যন্ত্রণা পাইবেই,—যাহাদিগের ইচ্ছার অভাব নাই অথচ প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহারাও দুঃখী। দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদিগকেও দরিদ্রের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহার দুই একটী কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; আরও কারণ এই যে যেখানে অধিকাংশ লোক দুঃখী,—যেখানে অধিকাংশ লোক পীড়িত তথায় কে কবে সুখে ও সুস্থাবস্থায় থাকিতে পারে? আমরা জগতের সকল দুঃখ ও তাহার মূল দেখিলাম,—এক্ষণে সকল দিক রক্ষা করিয়া আমাদিগের এই যন্ত্রণা সকল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি তাহাই লিখিত হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি কিসে কমিতে পারে।

আমরা দেখিলাম আহারের সমান লোক সংখ্যা না থাকিলে জগতে যত প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি হয়; এক্ষণে ইহা কিরূপে দূর হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। মিল বলেন যে ইহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রথম শিক্ষা আবশ্যক; যতদিন না লোকে সুশিক্ষিত হইবে তত দিন এ প্রত্যাশা করা বা সমাজের কোন রূপ উন্নতি করার চেষ্টা করা সকলই সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা। প্রথমে লোককে এ কথা বেস্ করিয়া বুঝাইতে হইবে; যত কষ্ট যে ইহা হইতেই উৎপত্তি হইতেছে ইহা সকলে না বুঝিলে কখনই মানব জাতির আর উদ্ধার নাই। তৎপরে দ্বিতীয় উপায়,—লোকেরা উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা পতীত জমী সকল কর্ষণ করিয়া আহারীয় উৎপন্ন করুক। বাটী ত্যাগ করিতে যেরূপ লোকের একটী ভয় আছে তাহা যাহাতে যায় তাহাই করিতে হইবে,—এক্ষণে যাহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যায়, তাহারা নিতান্ত বাধ্য না হইয়া আর যায় না; যখন দেখে যে, না যাইলে আর উপায় নাই,—অনাহারে প্রাণ যায়, তখন অগত্যা তাহারা আর যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পৃথিবীতে এখনও

অনেক স্থান পতিত রহিয়াছে,—অনেক স্থান জঙ্গলে পূর্ণ রহিয়াছে, এ পৃথিবীতে আরও অনেক মনুষ্য এখনও ধরিতে পারে; সুতরাং মানবের এখন নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা একটা কর্ত্তব্য। উপনিবেশ দ্বারা লোক সংখ্যা যদিও কমে না সত্য কিন্তু আহারীয় দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়।

যে মালথাস্ সাহেব "লোক সংখ্যা" প্রকাশ করেন, তিনি মনুষ্যকে বৃদ্ধি হইতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে লোক সংখ্যা কম হউক আর নাই হউক লোকে নিজ নিজ ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে যে অত্যধিক পরিচালনা করিবে না তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যাহাই করিনা, আমাদিগের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতাকে আমাদের আয়ত্যাধীন করিতেই হইতেছে। ইন্দ্রিয় পরিচালনা একেবারে বন্ধ করিলে পীড়া হইবে, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের এই রূপ কিছু একটা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের বিবাহ করিয়া, ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিচালনা চলে অথচ সন্তানোৎপাদন নিজ আয়ত্যাধীন থাকে। ইহা করিতে পারিলে আমাদিগের দুঃখ ক্লেশ এক দিনে লোপ হয়। আমার আয় বুঝিয়া যদি আমি সন্তানাদির জন্ম দান করিতে পারি, আর আয় অল্প হইলে, বিবাহের সুখ উপভোগ করিয়াও যদি আমি সন্তান বন্ধ রাখিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট কোথায়? মানব এদিকে সন্তান বন্ধ রাখিয়া বিজ্ঞান সাহায্যে যদি বিষ বৎসর আয় বৃদ্ধি কর্ষণ করিতে পারে তাহা হইলে বিষ বৎসরে পারে জগতে আর কোন ক্লেশই থাকে না।

এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে, যখন মানুষ আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া নিজ দাসত্ব করাইতেছে,—সাগরের জলকে দিয়া গাড়ী টানাইতেছে, তখন কি সেই মানুষ জগতের কষ্টের কারণ জানিতে পারিয়াও নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়? যদি তাহা হইত তবে বুঝিতাম যে সত্য সত্যই মানবের উদ্ধারের আর আশা নাই।

তাহা হইলে আমাদিগের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য আমাদিগের দুইটী কার্য্য করিতে হইতেছে;—প্রথম সন্তানোৎপাদন আয়ত্বাধীন করা, দ্বিতীয় আমাদিগের কৃষি কার্য্যের উন্নতি করা। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে যে কয়েকটীর কথা বলা হইয়াছে তাহাও আমাদিগের করা কর্ত্তব্য। এ সকলই করা সহজ; যে রূপ বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, দিন দিন যে রূপ আমরা কলে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে যে এই বিষয়ে একটু যত্ন করিলে দুই চারি বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান বলে কৃষিকার্য্যেও আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারিবে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। আজ যে ক্ষেত্রেএক শত ব্যক্তির আহার উৎপন্ন হইতেছে না, চারি বৎসর পরে বিজ্ঞান বলে সেই ক্ষেত্রেই সহস্র ব্যক্তির আহার অনায়াসে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমরা যেরূপ করিয়া আসিতেছি যদি আমরা, সেই রূপ করি, যদি আমাদিগের সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে যে পরিমাণে এই চারি বৎসরে কৃষি দ্বারা আহারীয় উৎপন্ন

হইবে তাহার দশগুণ লোক বৃদ্ধি হইয়া আমাদিগের যে কষ্ট সেই কষ্টই রহিবে। এই জন্য ইহা সকলেই স্মরণ রাখিবেন, যে আমাদের সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে সম্পূর্ণ আয়াত্বাধীন রাখিয়া তৎপরে অন্য চেষ্টা করিতে হইবে নতুবা কোন কার্য্যই হইবে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তির প্রতিবন্ধক।

যাহাতে যাহাতে কৃষি জাত দ্রব্য সকলের বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিলাম। পৃথিবীতে অনেক স্থান "পতিত" পড়িয়া আছে, সুতরাং আমরা সেই সকলের কর্ষণ করিয়া একরূপ ফসল বৃদ্ধি করিতে পারি সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা মানবের বৃদ্ধি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে। এই রূপ আহারের সচ্ছল হইলে আমরা দেখিয়াছি যে ২৫ বৎসরের মধ্যেই লোক সংখ্যা দ্বিগুণীত হইয়া যায়। তাহা হইলে এরূপ প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কয়দিন সুখের অবস্থায় রহিতে পারি। যে কোন প্রকারেই হউক আমাদিগের জননেন্দ্রিয় সকলকে আয়ত্বাধীন করিতেই হইতেছে।

এ বিষয়েও নানা পণ্ডিত নানা রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের মত লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদিগের জননেন্দ্রিয়ের চালনা করিতে হইবে, অথচ আমাদিগের সন্তানাদি হইতে পারিবে না। ইহা কিরূপে হইতে পারে? সকল পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে ঋতু হইলে স্ত্রীর গর্ভ ধারণের ক্ষমতা হয়; অনেক রূপ দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এরূপ

যদি হয় তবে ঋতুর পর ৫।৭ দিবস সহবাস না করিলে সন্তান হইবে না। ইহা আরও নিশ্চয় হইবার জন্য ঋতুর ৫।৭ দিন অগ্রেও সহবাস বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে সহবাসের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী জাতির জননেন্দ্রিয় ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল জল দ্বারা উত্তম রূপ ধৌত করিলে আর সন্তান হয় না। পুরুষ শুক্র স্ত্রী শুক্রের সহিত সংমিলিত হইয়া জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে * তৎক্ষণাৎ সন্তানের জন্ম হয়। যদি জল দ্বারা ইহাদিগকে ধৌত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সন্তান হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না।

কেহ কেহ রেতস্খলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পুরুষাঙ্গকে নিষ্ক্রান্ত করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি এই রূপ করা যায় তাহা হইলে পুরুষ শুক্র আর স্ত্রী শুক্রে সহ সংমিলিত হইতে পারিবে না,—সুতরাং সন্তানও হইবে না।

ফরাসী দেশে এক রূপ অতি সুক্ষ্ম চর্ম্মে নির্ম্মিত থলি এই উদ্দেশ্যে অধিকাংশ লোক ব্যবহার করেন। ইহাকে সিৎ (sheath) বলে। ইহা দ্বারা পুরুষাঙ্গকে আবরিত করিয়া সহবাস করিলে রেত আর স্ত্রী অঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অনেকে স্ত্রীলোক দিগকে স্পঞ্জ ব্যবহার করিতে বলেন। এক খণ্ড ক্ষুদ্র স্পঞ্জ স্ত্রী অঙ্গে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে আর

* "নারীদেহতত্ত্ব" পুস্তকে জন্ম প্রকরণ পাঠ করুন।

পুরুষ শুক্র স্ত্রী শুক্রে সংমিলিত হইতে পারে না। সুতরাং সন্তান ও হয় না।

এই রূপে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য নানা জনে নানা রূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। নানা দেশে ইহার প্রচলনও আছে। আমাদের মতে সকল কারই প্রথম উপায়টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সকলকারই যথাসাধ্য জননেন্দ্রিয়কে দমনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। দমনে রাখিলে ইহা যে রূপ প্রবল থাকে, দমনে না রাখিলে ইহা যে কত প্রবল হয়, তাহা বলা যায় না। এই জন্য মানুষ মাত্রেরই প্রাণপণে ইহাকে দমনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালনেও অতিশয় ব্যাধি জন্মে। তাহা হইলে মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া ইন্দ্রিয় চালন আবশ্যক। বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রথম উপায়টী অবলম্বন সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। ঋতুর ৫।৭ দিবস অগ্রে হইতে ৫।৭ দিবস পর পর্য্যন্ত সহবাস না করিলে জননেন্দ্রিয়কে দমনে রাখা হইবে, অথচ পরিমিত রূপ পরিচালনাও করা হইবে। ইহা দ্বারা এই সকল অঙ্গ সুস্থাবস্থায়ও থাকিবে এবং সন্তানোৎপাদনও এক রূপ ইচ্ছাধীন রহিবে।

আমরা অন্যান্য যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি,— তাহার কতকগুলি গ্রহণ করিতে হইলে লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়,—কতকগুলিতে ক্লেশের ও ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। সংসারে মানব তো পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসে নাই,—এ বিষয় পরিচালন না করিলে

নিতান্ত ব্যাধি হয বলিয়াই এ বিষয়ের পরিচালনা করিতে হইবে, নতুবা কাহারই ইহাব জন্য, সুখের জন্য বা আমোদের জন্য,—এই সকল করা কর্ত্তব্য নহে। মানব যদি পশুদিগের ন্যায়ই হইবে তবে মানবের আর মানব নাম গ্রহণ করিবাব আবশ্যক কি? তবে আব সভ্য বলিয়া অহঙ্কারের প্রয়োজন কি? তবে আব জগতেব শ্রেষ্ঠ জীব বলিযা গৌরবের আবশ্যক কি? সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে ইন্দ্রিয় যথেষ্ট দমনে থাকিবে;—নিতান্ত পীড়া হয বলিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে এই বিশ্বাস মানব মাত্রেবই থাকা কর্ত্তব্য। এই জন্য ও বিশেষ কারণ বশতঃ মানবের বিবাহ করা আবশ্যক।* যে বিবাহ করিতে পাবিবে তাহার ইন্দ্রিয় পবিচালন সময সময় হইবে। যাহাতে অধিক না হয়,—যাহাতে সন্তানাদি অত্যধিক না হয়—এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে ও আমরা যে উপায় প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে বলিলাম সেই উপায় গ্রহণ করিলে, কাহারই কোন ব্যাধি হইবে না, জগতে দরিদ্রতা ও ক্লেশ বৃদ্ধি পাইবে না, বরং দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিবে।

---

* আমার প্রণীত "সঙ্গিনী" পাঠ করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অবিবাহিত ব্যক্তি।

বিবাহিত ব্যক্তিদিগের এক রূপ উপায় হইল ও হইতেও পারে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু অবিবাহিত ব্যক্তির উপায় কি? এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। জগতে কতকগুলি লোক দরিদ্র থাকিবে ও কতকগুলি লোক ধনী থাকিবে, ইহা যেরূপ প্রকৃতির নিয়ম সেইরূপ কতকগুলি লোক বিবাহিত হইতে পারিবে ও কতকগুলি পারিবে না। যে কারণে জগতে দরিদ্র ও ধনী, সেই কারণেই কতকগুলি লোক বিবাহিত ও কতকগুলি লোক অবিবাহিত। পূর্ব্বোল্লিখিত পরিচ্ছেদ গুলি যদি কেহ প্রণীধান করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন। যেরূপ দেখিলাম লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না দিলে দরিদ্রতার দুঃসহ ক্লেশ দূরীভূত হইতে পারেনা, এবং লোকের আহারের কষ্ট ও বসবাসের কষ্ট দূর হইয়া পাপাচরণেরও অনেক লাঘব হইতে পারে, সেইরূপ অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের জন্য কোন রূপ উপায় না করিলে নানারূপ ব্যাধি ও পাপাচরণের উৎপত্তি হইবে। ইহাই যে এক্ষণে হই-

তেছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই গোলযোগে পড়িয়া কি বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলেই কষ্ট পাইতেছেন।

আমরা দেখিতে পাই যে সহস্র সহস্র বিবাহিত ব্যক্তি বেশ্যাশক্ত, শত শত বিবাহিতা রমণী পর-পুরুষগামিনী। তহারা সমাজের উত্তাল তরঙ্গে পতিত হইয়া দিকবিদিক্ শূন্য হইয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে। যদি বিবাহিত ও অবিবাহিতদিগকে সম্পূর্ণ প্রভেদ করিতে পারা যায়,—যদি অবিবাহিতদিগের জন্য জননেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজ একটী নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে চলিতে পারে, তাহা হইলে আর সমাজে এরূপ গোলযোগ হয় না। যদি আমরা অবিবাহিত মাত্রকেই জননেন্দ্রিয় দমনে রাখিতে হিতোপদেশ দিই, তাহাতে কোন কার্য্যই হইবে না। জগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কত মহাত্মা এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জগতের লোক কি বেশ্যাবৃত্তি, পরদার ইত্যাদি মহাপাপ সকল ত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে অনর্থক বাক্য ব্যয়ের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে লোকে সকল বিষয়েরই কারণ উদ্ভাবন করিতে শিখিয়াছে,—এক্ষণে লোকে বুঝিয়াছে যে পাপ বিনা কারণে হয় না। যদি আমরা অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের জননেন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্তির কোনই উপায় উদ্ভাবন করিয়া না দিই, অথচ শত সহস্র ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়া ধর্ম্ম কথা তাহাদিগকে

শুনাই তাহা হইলেও তাহারা পাপ পথ ত্যাগ করিবে না। করিবার তাহাদিগের ক্ষমতা কোথায়? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আহারের সহিত লোকসংখ্যা সমতুল রাখিবার জন্য প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি লোককে অবিবাহিত রাখিতে হইবে; কতকগুলি লোককে অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশ করিতে হইবে। যত দিন না তুমি জগত হইতে দরিদ্রতা একেবারে তুলিয়া দিতে পার, যত দিন না সকলে বিবাহে সমর্থ হয় ততদিন তোমরা অবিবাহিত ব্যক্তিগণের জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন কর। কি বিবাহিত ও কি অবিবাহিত সন্তানোৎপাদন একেবারে বন্ধ কর ও কৃষির উন্নতি কর, যখন সকলে সঙ্গতিপন্ন হইয়া বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে, তখন আর অবিবাহিত থাকিবে না, সুতরাং তখন আর অবিবাহিতের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন যদি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না কর তবে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ তাহা সম্পূর্ণই বিফল হইবে। এই জন্য বলিতেছি, যেমন সন্তানোৎপাদন একেবারে বন্ধ করিতেছ, যেমন কৃষির উন্নতি করিতেছ, তেমনি অবিবাহিত ও দিগের জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন কর।

ইহা কি রূপে হইতে পারে? তাহা হইলে কি বলিব যে বেশ্যা বৃত্তি জগতে থাকুক? যে রূপ পাপময় বেশ্যা বৃত্তি আমাদের সমাজে এখন প্রচলিত তাহা অচিরে দূর করিতে হইবে। কিন্তু অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের জন্য কতক গুলি অবিবাহিতা রমণীর ও আবশ্যক হইতেছে। ইহা না হইলে

অবিবাহিতগণের উপায় হয় না। বেশ্যাবৃত্তিকে দূরীভূত করিয়া দিয়া ইহা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহাই পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের উপায়।

আমরা যাহা যাহা বলিতেছি তাহার সকলই শিক্ষা সাপেক্ষ, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবেন না। মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে আমরা যাহা যাহা বলিতেছি তাহা করিতে যে কখনই সক্ষম হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে যাহা বলিতে যাইতেছি তাহাও সম্পুর্ণ শিক্ষা সাপেক্ষ। আমরা যখন দেখিলাম, সন্তানোৎপাদন বন্ধ করা, কৃষির উন্নতি করা ও অবিবাহিত দিগের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপায় করাই মানবের দুঃখ দূর করিবার উপায়; এই তিন কার্য্য না করিলে মানুষ কখনই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না; তখন যেমন করিয়াই হউক ইহা আমাদের করিতে হইতেছে। প্রথমটীর উপায় আমরা বলিয়াছি, দ্বিতীয়টীর পরে বলিব, এক্ষণে তৃতীয়টীর কথা বলিতেছি।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে যদি আমরা উহা না করি তবে প্রকৃতি আমাদিগকে যেমন করিয়া হয়, ইহা করাইতে বাধ্য হইবে। এই সকল কারণে অবিবাহিত পুরুষ দিগের জন্য কতকগুলি অবিবাহিত স্ত্রীলোকের আবশ্যক। বারবনিতা

দিগের ক্লেশ আমরা বর্ণন করিয়াছি, বারবনিতারা মানব নাম কতদূব কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। যত দিন না এই বারবনিতাগণকে আমরা সমাজে গ্রহণ করিয়া ইহার সংস্কার না করিব ততদিন আর আমাদেব কষ্টের শেষ হইতেছে না। পবিত্রহৃদয়া ব্যাধিশূন্যা কতকগুলি অবিবাহিতা স্ত্রীলোক এক্ষণে সমাজের আবশ্যক,—এই অভাগিণী বারবনিতা দিগকে তাহাই করিতে হইবে। এই কার্য্য সমাজের দ্বারা বা অন্য কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা কেবল রাজা পারেন, আর আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহা রাজারই কার্য্য। নিম্ন লিখিত রূপ একটী আইন পাস করিলে এই কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

১। যে সকল স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকিবে ও প্রকাশ্য রূপে নিজ নিজ রূপ বা গুণ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবে তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে ও নিম্ন লিখিত নিয়ম সকল পালন করিতে হইবে।

২। এই ব্যবসা অবলম্বনের পূর্ব্বে উপযুক্ত অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে ও বাসস্থানের ভাড়ার পরিমাণে বাৎসরিক ৫ টাকা হইতে ২।৩ শত টাকা পর্য্যন্ত কর প্রদান করিতে হইবে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে অনুমতি পত্র প্রদানের পূর্ব্বে যাহাকে অনুমতি পত্র দেওয়া হইতেছে তাহার সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য,—তাহার পীড়াদি আছে কি না, তাহার অন্য ব্যবসায় অবলম্বনের উপায় আছে কি না; এ সকল

দিগের রূপ অবগত হওয়া আবশ্যক; যদি না থাকে তবে তাঁহাকে অনুমতি পত্র দেওয়া হইবে, নতুবা নহে।

৩। ইহাদিগকে যেখানে সেখানে বাস করিতে দেওয়া হইবে না,—স্থানের উপযুক্ততা দেখিয়া তবে অনুমতি পত্র দেওয়া হইবে। কাহাকেও কোন প্রকারে রাজপথে দণ্ডায়মান, প্রকাশ্য ভাবে লোক আহ্বান ও প্রলোভন ইত্যাদি করিতে দেওয়া হইবে না,—করিলে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। তবে নিজ নিজ বাটীর দ্বারে, প্রস্তরে, কাষ্ঠে বা প্রাচীরে নিজ নিজ নাম লিখিয়া রাখিতে পারিবে।

৪। রাত্রি নয়টার পর আর কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবে না। বিবাহিত ব্যক্তিকে গৃহে আসিতে দিলে উভয়েই দণ্ডিত হইবে।

৫। বিনা অনুমতিতে গৃহ পরিবর্ত্তন করিলে দণ্ডিত হইতে হইবে।

৬। পীড়িতা হইবা মাত্র হাঁসপাতালে থাকিতে হইবে। যত দিন পীড়ার উপসম না হইবে ততদিন আর ব্যবসার জন্য অনুমতি পত্র প্রদত্ত হইবে না।

৭। ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্কাকে অনুমতি পত্র প্রদত্ত হইবে না। ইহার অল্প বয়স্কা এরূপ কার্য্য করিলে এই কার্য্যে যে যে লিপ্ত থাকিবে সকলেই গুরুতর রূপে দণ্ডিত হইবে।

৮। প্রত্যেকেরই আয় ভেদে বৎসরে ২৫ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের হস্তে রাখিতে হইবে। কাহাকেও ৪৫ বৎসরের পর আর এ ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে না। তখন এই টাকা হইতে তাহাদিগকে মাসিক

বৃত্তি প্রদান করা হইবে; ইহা দ্বারা বা অন্য কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী প্রধান প্রধান নিয়মের কথা বলিলাম; * ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহাদিগকে একটী আইনের অধীনে আনিয়া চক্ষের উপরে রাখিলে শত সহস্র পাপাচরণ সমাজ হইতে দূর হয়, ও কত শত ব্যাধি হইতে মানব রক্ষা পাইয়া জীবন বাঁচাইতে সক্ষম হয়।

কেহ কেহ বলিবেন এই রূপে ইহাদিগকে আইনা-ধীনে আনিলে ইহাদিগের তত্ত্বাবধারণের জন্য অসংখ্য কর্ম্ম-চারীর আবশ্যক। আমরা দেখাইতেছি যে ইহাদিগের উপর কর ধার্য্য করিলে ইহাদের অর্থেই এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। যাহা কিছু কম পড়িবে তাহা অনেক সদাশয় মহাত্মা দিতে প্রস্তুত হইবেন; আর গভর্ণমেণ্টেরও কি কিছু এই বিষয়ে ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে?

---

* এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যাহাতে দৃষ্টিপাত হয় তাহা করিবার ইচ্ছা আছে। এই জন্য ইংরাজিতে বারবনিতা-গণের উপস্থিত অবস্থা বর্ণন করিয়া তৎপরে কি রূপ আইন এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য তাহার এক পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিতেছি। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

আমরা দেখাইয়াছি যে, এই কলিকাতা নগরে ১৪ হাজারের অধিক বারবনিতা আছে,—ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের যথেষ্ট আয় আছে,—ইহারা অনায়াসেই বৎসরে ১০০ টাকা কর দিতে পারে। তাহার পর প্রায় দুই হাজারের মাসিক আয় ৬০।৭০, ইহারা অনায়াসেই বৎসরে ২৫ টাকা দিতে পারে, তাহার পর ৪ হাজারের ৪০।৫০ টাকা আয়, ইহারা ১২ টাকা বৎসরে অনায়াসেই দিতে পারে, তৎপরে তিন হাজারের আয় প্রায় মাসিক ১০ টাকা ইহারা বৎসরে ৪ টাকা অনায়াসেই দিতে পারে। এই রূপে আমরা দেখিলাম ৯১০০ জনে বৎসরে এক লক্ষ কুড়ী হাজার টাকা উঠিতে পারে। ইহা ব্যতীত বাই, খেমটী,—কীর্ত্তনী ইত্যাদি আছে,—ইহা ব্যতীত বাড়াওয়ালীর অধীনস্থ বারবনিতাগণও আছে। যাহাই হউক ন্যূন কল্পে দুই লক্ষ মুদ্রা বৎসরে অনায়াসে উঠিতে পরে। দুই লক্ষ মুদ্রায় একটী বিচারালয়, একটী হাঁসপাতাল, কয়েক জন চিকিৎসক, কয়েকজন ইনেস্পেক্টর একটী ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদি অনায়াসেই হইতে পারে। গৃহাদি—নির্ম্মানের জন্য অর্থ সাধারণ হইতে অনায়াসে উত্থিত হইতে পারে। যদি ইহাদের জন্য একটী সম্পূর্ণই স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘটিত "ডিপার্টমেণ্ট" করা যায় তাহা হইলে ইহাদেরও কোন আপত্তি থাকে না ও অন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকে না। যদি স্ত্রীলোক চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইতে হয়, যদি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক রক্ষিত হাঁসপাতালে থাকিতে হয়, যদি

স্ত্রীলোক বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান হইতে হয় তাহা হইলে ইহাদের কোন ক্লেশই হয় না, অথচ সমাজের একটী বিশেষ মঙ্গল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এক্ষণে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের অভাবও আমাদের দেশে নাই,—স্ত্রীলোক চিকিৎসক ও স্ত্রীলোক ধাত্রী আমাদের দেশে এক্ষণে অনেক হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়েও কোন অভাব হইবে না। একবার আমরা সকলে উঠিয়া চেষ্টা করিলেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যদি সমাজের এত অবনতি, আপনাদিগেরই এত ক্লেশ ও দুঃখ দেখিয়াও হৃদয় বিচলিত না হয় তবে আর কিসে হইবে জানি না,—তবে আর সুখের আশা কেন বুঝি না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষি উন্নতি।

দুইটী যদি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আর একটী সম্পন্ন করিলেই দুঃখের অবসান হইতে পারে। যদি সন্তান বৃদ্ধি বন্ধ রাখা হইল, যদি অবিবাহিত ব্যক্তি দিগেরও সন্তান না হইয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিতৃপ্ত হইল, তখন আহারের সচ্ছল করিতে পারিলে ক্লেশ কেনন। যাইবে। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় "উৎপত্তি নিয়মের" উল্লেখ কালে আমরা এ বিষয়ে অনেক কথা বলিব; এক্ষণে যাহাতে যাহাতে কৃষির উন্নতি হয় তাহাই লিখিত হইতেছে।

প্রথমে বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর, আমরা দেখিয়াছি বিজ্ঞান বলে কত কঠিন কার্য্য কত সহজে সম্পন্ন হইতেছে। বিজ্ঞান বলে ইয়োরোপে কৃষি কার্য্য অতি সহজ ও অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। আমাদের দেশ যেরূপ উর্ব্বরা ইহাতে যদি বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি—যদি ষ্টিম এন্‌জিনে হল কর্ষন করিতে পারি, ষ্টিম এন্‌জিন দিয়া দূরস্থ জল আনিয়া ক্ষেত্রের শুষ্কতা নষ্ট করিতে পারি, যদি রেল বসাইয়া গাড়ী চালাইয়া সেই

ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য সকল দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ফেলিতে পারি তাহা হইলে কৃষি সতঃই উন্নতি প্রাপ্ত হইবে,—তাহা হইলে আমাদিগের অভাব আর কিছুই থাকিবে না, তাহা হইলে আর আমাদিগের অনাবৃষ্টি ইত্যাদির ভয় করিবার আবশ্যক কি ?

আমাদের দেশে ভূমীর অভাব নাই, কত বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর কর্ষণ বিনা পতিত রহিয়াছে,—কত কত বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গল আমাদিগের গৃহের পার্শ্বে বিদ্যমান, তথায় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য পশুগণ রাজত্ব করিতেছে। আমরা অধিক পরিশ্রম করিতে চাহি না,—বিনা পরিশ্রমে যাহা হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। কেবল আমাদের দেশ নহে, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশেই কৃষি কার্য্যে লোকে অবহেলা করিতেছে,—যত পরিশ্রমে যত যত্নে ইংলণ্ডের লোক বস্ত্র নির্ম্মাণ, অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ, লৌহ দ্রব্য নির্ম্মাণ করে ; যত যত্নে ফ্রান্সের লোক সুরা উৎপন্ন করিয়া থাকে, তত যত্ন যদি তাহারা কৃষিকার্য্যে করিত তাহা হইলে আর দুঃখ ছিল কি ? এ সকলই অর্থনীতির কথা ; ইহা পরে লিখিত হইবে।

এক্ষণে একবার স্বদেশীয়গণকে অনুরোধ করি চাকরী চাকরী হাহাকার ত্যাগ করিয়া—চাকুরী আর পাইবে কোথায় ;—একবার এই দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখি। দুঃখ যে মূল হইতে উত্থিত হইতেছে,—সেই মূলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর,—যদি মূল সংস্কার করিয়া ভাল করিতে পার তবে দুঃখ যাইবে নতুবা শত চেষ্টায়ও যাইবে না।

যে তিনটী কার্য্য করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি,

যাহার জন্য আমরা এত কথা কহিলাম, ইহার সহিত মানবের সুখ জড়িত রহিয়াছে। বিষয় বড় গুরুতর, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমাদের কথাগুলী পাঠ কর, তৎপরে ভাবিয়া দেখ আমরা পাগলের মত বকিলাম কি না। যদি তাহা না হয়,—যদি এই তিনটী করাই সুখের উপায় হয়—তবে ইহাই কর; তবে আর আলস্যে থাকা কি শোভা পায়?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা, সমাজ ও রাজ।

আমরা যাহা যাহা করিতে বলিলাম তাহা অবশ্যই লোকে আমাদের কথা শুনিয়াই করিবে না। লোকের কথা শুনিয়া যদি লোকে কার্য্য করিত, তাহা হইলে জগতে দুঃখের স্রোত এত খরতর রূপে প্রবাহিত হইত না। আমরা যহা বলিলাম আপামর সাধারণে যদি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আর দুঃখ রহিবে কেন? আমরা এ আশাও কখন করি না।

এই সকলই লোকে করিবে; আজ না করে দশ বৎসর পরে করিবে। শিক্ষিত হইয়া সকল বুঝিলে তখন আপনিই করিবে। আমরা একবার বলিয়াছি আবার এ স্থানেও বলিতেছি যে প্রথম মানব জাতিকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া জ্ঞানালোকে আনিতে হইবে। প্রথমে যাহাতে সকলে শিক্ষিত হয় তাহাই করিতে হইবে। জগতের দুঃখ দূর করিতে যদি চাহ তবে কাহাকেও আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিও না। সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্ব কর্ম্মের প্রথমে যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত হয় তাহাই করিতে হইবে। এ কার্য্য কঠিন

নহে,—একবার সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে দশ বৎসরের মধ্যে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

কেবল শিক্ষায় হইবে না। যদিও শিক্ষা প্রথম আবশ্যকীয় বিষয়, তত্রাচ ইহা দ্বারাই সকল কার্য্য সমাধা হইবে না। এই জন্য যে সকল নিয়মে না চলিলে ক্ষতি হয় সেই সকল নিয়ম পালনের জন্য সমাজ নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। সমাজবন্ধন দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। ইহা দ্বারা আমরা বলিতেছি না যে সমাজের সকল নিয়মই দৃঢ় করিতে হইবে; যে সকল নিয়মে না চলিলে আমাদিগের দুঃখের উৎপত্তি হয় প্রথম এই সকল নিয়ম গুলি কি তাহা অবগত হইতে হইবে, তৎপরে সমাজের সকলেই সেই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইবে। যদি কেহ সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে কোন ক্রমেই তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। যদি কেহ এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন সমাজ তাঁহাকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করিবেন। এই রূপে সমাজ কঠিন হইলে আর কেহই সহজে নিয়ম লঙ্ঘনে সক্ষম হইবে না।

সমাজ সকল লোককে শাসনে রাখিতে পারে না; এই জন্য এই সকল বিষয়ে রাজ দণ্ডও কঠিন হওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তি পরদার করিলে আমাদের দেশে দণ্ডিত হয় সত্য, কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি বেশ্যালয়ে গেলে দণ্ডিত হয় না কেন? তাহা বিজ্ঞ আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরাই অবগত আছেন।

কেহই আলস্য পরবশ ব্যক্তিকে দয়া করেন না,—অথচ

কোন কোন পরিশ্রমী ব্যক্তি যদি ঘটনা ক্রমে কোন দোষ করিয়া ফেলে তাহা হইলে আমরা তাহাকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়া দিই। আলস্য পরবশগণ যদি রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েন তবে শীঘ্রই অলসতা জগত হইতে দূরীভূত হয়। কেহ রাত্রি জাগরণ করিয়া বা সুরাপান করিয়া পীড়িত হইলে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েন না। যিনি সমাজ শাসন লঙ্ঘন করিয়া সুরাপান করিবেন তাঁহাকে রাজার বাধ্য হইয়া দণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য। এই রূপে যে সকল নিয়ম ভঙ্গ বশতঃ আমাদের কষ্টের উৎপত্তি হয় সেই সকল নিয়ম যদি লোকে শিক্ষা লাভ করিয়া ও সমাজের শাসনে থাকিয়া পালন করেত ভালই, নতুবা সমস্ত মানব জতির কল্যানের জন্য রাজার বাধ্য হইয়া দণ্ডবিধান করিতে হইবে। যদি এই সকল করা যায় তবে দুঃখ জগৎ হইতে কেন যাইবে না তাহা জানিনা। যদি মানব জাতি শিক্ষালাভ করিয়া ভাল মন্দ বুঝিতে সক্ষম হয়, যদি সমাজ প্রকৃতরূপ সভ্য হইয়া আপন নিয়ম সকল দৃঢ় করে,—যদি রাজার শাসন প্রণালী সুন্দর হয় তাহা হইলে জগত হইতে দুঃখ কেন দূরীভূত হইবে না তাহা আমরা বুঝিনা।

প্রথম শিক্ষা, তৎপরে সমাজ, তৎপরে রাজ-শাসন। এই তিনটী হইলে যে সকল নিয়ম পালনের কথা আমরা বলিলাম, লোকে আপনাআপনিই তাহা করিবে; তখন আর অধিক চেষ্টা বা ক্লেশের আবশ্যক হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অর্থনীতি।

যদি আমরা সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে বদ্ধ রাখিয়া এই রূপে কৃষির উন্নতি করি তবে আমাদিগের সকলকারই ক্রমেই অর্থের প্রতুল হইবে। অর্থ হইলে যদি আমরা সেই অর্থের সদ্ব্যয় না করি তবে আমাদের অর্থের অভাব দূর হইয়াও কষ্টের লাঘব হইবে না। এই জন্য মহা মহা পণ্ডিতগণ যে যে নিয়মে সমাজে এই সকলের কার্য্য হইতেছে, সেই সকল নিয়মের কার্য্য ও কারণ স্থির করিয়া—এক নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারই নাম "অর্থনীতি" (Political Economy)। কি রূপে সমাজে অর্থের বৃদ্ধি হয়, কিরূপে সেই অর্থ সর্ব্বলোকে যাইয়া পড়ে, কিরূপে সমাজে এক দ্রব্য দিয়া আর এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তন হয় এই সকল বিষয় লইয়া অর্থনীতি। আমরা দেখিলাম দুঃখের কারণ কোথায়,—আমরা দেখিলাম মানবের সকল দুঃখের অবসান কিসে হইতে পারে; আমরা মনে করিলাম আমরা সে সকলই করিয়াছি; আমাদের অর্থ হইয়াছে, এখন দেখা যাউক আমাদের সেই অর্থ হইলেও তাহার সদ্ব্যবহার কিরূপে করা যাইতে পারে।

প্রথম দেখা যাউক অর্থ কি। অর্থনীতিজ্ঞগণ সকলেই বলেন যে, "যে দ্রব্যের পরিবর্ত্তন হইতে পারে সেই অর্থ"। অর্থাৎ যে দ্রব্য অমনি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ যে দ্রব্য পরিবর্ত্তন দ্বারা অন্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই অর্থ। বাতাস ও জল অর্থ নহে,—কিন্তু একখানি ছুরি অর্থ, যেহেতু ছুরি খানির পরিবর্ত্তনে একটী দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। কেহ যেন মনে করিবেন না যে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রাই অর্থ, আর কিছুই অর্থ নহে,—কৃষকের হলও যে রূপ অর্থ, রাজার হীরক মণ্ডিত মুকুটও তেমনি অর্থ। এই জন্য অর্থ যাহা তাহাই পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়। যে কোন দ্রব্য লাভ করিতে আমাদের পরিশ্রম করিতে হয় তাহাকেই আমরা অর্থ বলি, তাহারই " পরিবর্ত্তন ক্ষমতা " আছে, অর্থাৎ সেই দ্রবের পরিবর্ত্তনে অন্য দ্রব্য লাভ করা যাইতে পারে। তাহাহইলে "উৎপত্তিই" অর্থের মূল। তাহা হইলে পরিশ্রমে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহাই অর্থ। এক্ষণে দেখা যাউক কোন নিয়মে দ্রবের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে যে তিনটী নিয়মকে আমরা অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বলিয়াছি এক্ষণে সেই তিনটী নিয়মের কথাই বলিতে যাইতেছি। অর্থই আমাদের সুখের মূল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং অর্থের কিরূপে উৎপত্তি হয় দেখা যাউক।

উৎপত্তি নিয়ম।

দ্রব্যের উৎপত্তির জন্য প্রধানতঃ দুইটী পদার্থের আবশ্যক—প্রথম পরিশ্রম,—দ্বিতীয় আবশ্যকীয় পদার্থ ; আবশ্য-

কীয় পদার্থের মধ্যে কতক গুলি সীমা বিশিষ্ট, অর্থাৎ একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ইহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কতকগুলি অসীম অর্থাৎ যত ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভূমী সর্ব্বদেশেই সীমা বিশিষ্ট, কিন্তু জল বায়ু সে রূপ নহে।

আবশ্যকীয় পদার্থের মধ্যে প্রধান ভূমী, ও মূলধন। পরিশ্রম কিরূপ ভাবে ও কত প্রকারে কার্য্য করিতেছে অর্থনীতি তাহাই দেখাইতেছে। আমরা এখানে সে সকল কথার উল্লেখ করিব না, করিবার স্থান ও এ পুস্তকে নাই। ভূমী, পরিশ্রম ও মূলধন না হইলে কোন দ্রব্যই যে উৎপন্ন হয় না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেক স্থলে পরিশ্রম উৎপত্তির প্রথম ও প্রকাশ্য কারণ বলিয়া বোধ হয় না সত্য, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখিতে পওয়া যাইবে যে উৎপত্তি মাত্রেই পরিশ্রম আছে। বিনা পরিশ্রমে মনুষ্যের কখনই কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে না। কেবল ভূমী ও পরিশ্রমে কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না; মূলধনও থাকা আবশ্যক। মূলধন কি প্রথমে ইহা সকলের বুঝা প্রয়োজন।

মূলধন।

(Capital.)

অনেকে অর্থ বা ধনের সহিত মূলধনের পার্থক্য দেখিতে পান না। মূলধন অর্থ, মুদ্রা বা বহুমূল্য পদার্থ নহে। যাহা না থাকিলে নূতন উৎপত্তি হয় না অর্থ-

নীতিজ্ঞগণ তাহাকেই মূলধন কহেন। কৃষকের লাঙ্গল, গরু ইত্যাদি, সূত্রধরের যন্ত্রাদি ও স্বর্ণকারের স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মান যন্ত্র, এ সকলই মূলধন। এতদ্ব্যতীত বীজও মূলধন। যথার্থ মূলধন এই সকল, তবে অর্থ দ্বারা এই সকল ক্রয় করা যায় বলিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকেন অর্থই মূলধন। যে সকল দ্রব্য নূতন দ্রব্য উৎপন্নের জন্য একান্ত আবশ্যক মূলধন সেই সকলই। মূলধনের পরিমাণ অনুসারেই দেশের সুখ দুঃখ হইয়া থাকে, মূলধনের পরিমাণ অনুসারেই কৃষির উন্নতি ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে দেশে মূলধন অল্প সে দেশে যথেষ্ট লোক ও যথেষ্ট ভূমী থাকিলেও সে দেশের কষ্ট দূরীভূত হয় না। ইহাই কি আমরা ভারতবর্ষে দেখিতেছিনা? আমরা দেখিতে পাই ভারতবর্ষে ভূমীর অপ্রতুল নাই,—এমন উর্ব্বরা ভূমী আর কোথায়ও নাই,—আমরা দেখিতে পাই ভারতবর্ষের ন্যায় এত লোকও আর কোন দেশে নাই,—অথচ দেখিতে পাই ভারতবাসীর ন্যায় দরিদ্রও আর কেহ নাই। যথেষ্ট ভূমী পড়িয়া আছে, যথেষ্ট লোকও রহিয়াছে, তত্রাচ অন্ন কষ্ট যাইতেছে না কেন? তাহার কারণ ভারতবর্ষে মূলধন নাই। মূলধন না থাকিলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। যথায় যত মূলধন আছে তথায় তত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যদি কৃষকের বীজ, লাঙ্গল, গরু ইত্যাদি না থাকে তবে কিরূপে ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে? এই জন্য অর্থনীতিজ্ঞগণ বলেন যে কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইলে ভূমী, শ্রম ও মূলধন

আবশ্যক, এই তিনটীর অভাব বা অল্পতা হইলে উৎপন্নেরও অবস্থা সেইরূপ হয়।

তাহা হইলে দেশে সচ্ছলতা করিবার জন্য ভূমীর যাহাতে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অল্প পরিশ্রমে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়,—অর্থাৎ বিজ্ঞান সাহায্য গ্রহণ করা,—ও মূলধন বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে আমাদের সচ্ছলতা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে অন্নকষ্ট আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘনই তাহার কারণ সন্দেহ নাই।

বণ্টন নিয়ম।

দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহা যদি একস্থানে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তাহা কোন কার্য্যেই আইসে না। যাহাতে তাহা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে তাহাই করিতে হইবে। ইহা বানিজ্যের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের বণ্টন লইয়াই শ্রমজীবির উপার্জ্জন;—যদি যে দ্রব্য উৎপন্ন হইল তাহা অচিরে বিক্রয় হইয়া যায় তাহা হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্নের জন্য লোকে ব্যগ্র হইবে,—তখন কাযে-কাযেই প্ররিশ্রমের প্রয়োজন হইবে, সুতরাং শ্রমজীবিগণেরও আয় বৃদ্ধি হইবে। সমাজ তিন দল লোক লইয়া:—কতকগুলি জমিদার, কতকগুলি মহাজন ও কতকগুলি শ্রমজীবি,—মহাজন মূলধন দিতেছে,—জমিদার জমী দিতেছে, শ্রমজীবি শ্রম করিতেছে, এই রূপে দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এই তিন দল লোক না হইলে

কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না। ইহারা যদি এই সকল দ্রব্য সমাজের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে বণ্টন করিয়া দিতে চান তাহা হইলে ইহাঁদের পূর্ব্ব কার্য্য হয় না। এই জন্য সমাজের সচ্ছলতার জন্য ব্যবসায়ী আবশ্যক। যেমন জগতের দুঃখ ও অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য ভূমী, মূলধন ও শ্রম আবশ্যক দেখিলাম, বানিজ্যও তেমনি প্রয়োজন। বানিজ্য না হইলে যেখানকার দ্রব্য তথায়ই পড়িয়া থাকিল,—সে দ্রব্যের দ্বারা কোন কার্য্যই হইল না, তাহা দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকারই দর্শিল না। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহা বানিজ্য দ্বারা সর্ব্ব লোককে বণ্টন করিয়া দেওয়া একটী সামাজিক নিয়ম। যদি কোন জাতি এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে সে জাতির সে জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। সমাজে বানিজ্য অধিক হওয়ায় ব্যবসায়ী দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে,—এক "পাইকের" ও অন্য "ফড়ে" (whole sale and retail.)। যে জাতি যত বানিজ্যের উন্নতি করিতে পারিয়াছে সেই জাতির সুখ সচ্ছন্দতা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অতি আবশ্যকীয় বিষয় অর্থনীতি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। আমরা এ পুস্তকে এই শাস্ত্রের উল্লেখ, ও প্রধান প্রধান কয়েকটী কথা বলিলাম মাত্র। বাঙ্গালা ভাষায় এ বিষয়ে উপযুক্ত কোন পুস্তকই নাই; বাসনা রহিল এক খানি উপযুক্ত অর্থনীতি প্রণয়ন করিব।

পরিবর্ত্তন নিয়ম।

সমাজে সুখে থাকিতে হইলে ও সভ্যতার উন্নতি করিতে হইলে "পরিবর্ত্তন" প্রচলন বিশেষ আবশ্যক; তুমি একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, আর এক জন আর একটী দ্রব্য প্রস্তুত করিল; আর একজন আর একটী করিল, এই রূপে সকলে এক একটী কার্য্য ভার লইয়া কার্য্য সুসিদ্ধ করিল,—তৎপরে তুমি তোমার নির্ম্মিত দ্রব্য দিয়া অন্যের নিকট হইতে তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল লইলে; সকল কারই অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল, অথচ সকল দ্রব্যই উত্তম রূপে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। কিন্তু এমন অনেক সময় হইতে পারে যখন তুমি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছ তাহা লইয়া অপরে তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্য দিতে প্রস্তুত নহে,—হয়তো তাহার তখন সে দ্রব্যের আবশ্যক নাই। এই সকল গোলযোগ যাহাতে না হয় সেই জন্য সমাজে মুদ্রার প্রচলন। সমস্ত দ্রবের একটী করিয়া মূল্য হইল, তুমি সেই মূল্যের মুদ্রা দিয়া সেই দ্রব্য লইলে। মুদ্রা দ্বারা সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়—কারণ গোলযোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মুদ্রার প্রচলন,—মুদ্রা সকল দ্রব্যের সহিতই পরিবর্ত্তন হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে সমাজে সচ্ছলতা করিতে হইলে ভূমীর উর্ব্বরতা সম্পাদন, মূলধন বৃদ্ধিসাধন. পরিশ্রমে নৈপুণ্য, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বলসংযোগ, তৎপরে বাণিজ্য, তৎপরে দ্রব্যের পরিবর্ত্তন, মূল্য ও মুদ্রার প্রচলন ও

এই সকলের উন্নতি করা আবশ্যক হইতেছে। যেমন শরীরকে স্বস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যহ আহার, শ্রম ইত্যাদি প্রয়োজন; সমাজকেও সুস্থ রাখিবার জন্য এই সকল নিয়ম পালন অপরিহার্য্য। না পালন করিলে মানবের ক্লেশ, যন্ত্রণা, অভাব হইবেই হইবে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় নাই।

আমাদিগের কর্ত্তব্য।

আমরা প্রথমে মানব জাতির দুঃখ বর্ণন করিয়া ও মানবের শোচনীয় অবস্থা অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছি,—তৎপরে প্রকৃতির কোন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের এ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাও বলিয়াছি,—সেই সেই নিয়ম কি তাহাও যথাসাধ্য সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি,—তৎপরে সেই সকল নিয়ম পালনের উপায় কি তাহাও কতক কতক বলিয়াছি। অর্থনীতি সম্বন্ধে নিতান্ত যাহা না বলিলে নহে আমরা তাহাই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি; বিস্তৃত রূপে এই সকল কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই।

আমরা দেখিলাম যে মানব জাতি দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে,—আমরা দেখিলাম যে মানবের যতদূর অবনতি হইতে হয় তাহা হইয়াছে; আমরা ইহাও দেখিলাম যে মানবের এ শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায়ও আছে। যদি উপায় থাকে তবে সেই উপায় অনতিবিলম্বে অবলম্বন করা আমাদিগের কি একান্ত কর্ত্তব্য

নহে? আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে;—আর আমাদিগের এক মুহূর্ত্তও আলস্যে থাকা উচিত নহে। সর্ব্ব কার্য্যের প্রথম কার্য্য এই; ইহা বিবেচনা করিয়া সকলেরই কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

তাহা হইলে এক্ষণ আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমাদিগের প্রথম কার্য্য যাহাতে অপর সাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। যাহাতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বালক বালিকাগণ প্রকৃত রূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা আর অজ্ঞানতায় না থাকে, আমাদিগের সকলের একত্র হইয়া সেই বিষয় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে যাহাতে সকলে, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের কথা আমরা বলিলাম, তাহার আলোচনা করেন; যাহাতে সকলে ইহাদের কার্য্য ও কারণ উপলব্ধি করিতে পারেন, আমাদের তাহাই করিতে হইবে। বৃথা লজ্জার জন্য যেন কেহই এ সকল বিষয়ে অবহেলা না করেন। এই সকল বিষয় যাহাতে অবশ্যপাঠ্য ও অবশ্যশিক্ষার মধ্যে পরিগণিত হয়, যাহাতে সকলে মিলিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেন, যাহাতে নরনারী মাত্রেই এই সকল বিষয় উত্তম রূপ বুঝিতে পারেন আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। যদি আমরা এই সকল বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে স্বতঃই আমাদের মনে এই সকল কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে। যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহা হইলে কি গ্রামে গ্রামে

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না? যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহা হইলে কি আমরা আমাদের স্বজাতির সকলকেই জ্ঞানালোকে আনিতে পারি না? তৎপরে যে সকল কার্য্য করিবার জন্য আমরা এই পুস্তকে সকলকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলাম তাহা করা কি কাহারও পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়? প্রথমে আমাদিগের এই সকল কার্য্যকে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

যাহাতে বারবনিতাগণের উদ্ধার হয়, যাহাতে সমাজে এই কলঙ্ক লোপ হয় আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য তাহাই করা। যাহাতে ইহারা দারিদ্র্য-ক্লেশ, ব্যাধিযন্ত্রণা, পাপজাল হইতে মুক্ত হইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, ও যাহাতে মানব জাতি অর্দ্ধেক জ্বলন্ত নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পায় আমাদিগের তাহাই করা কি কর্ত্তব্য নহে? আমরা এই পুস্তকে ইহাদের বিষয় যে যে প্রস্তাব করিয়াছি সকলেরই এই গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ কর্ত্তব্য, ও এই বিষয়ের উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। যদি কতকগুলি অবিবাহিত স্ত্রীলোক সমাজের আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা হয়, তবে সেই স্ত্রীলোকগণ যাহাতে পুণ্যে, পবিত্রতায় ও সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহা করা কি মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে। আমরা পুর্ব্বে এ কথা বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি; আমরা কি এমন অনেক পবিত্রচেতা লোক দেখি নাই যে যিনি বেশ্যাশক্ত। যদি পুরুষ ঘোর পাপ পূর্ণা বারবনিতার সহিত সহবাস করিয়াও পুণ্য মনে থাকিতে পারে,

তবে কোন অপরাধে স্ত্রীলোকে তাহা পারিবে না? এই বিষয়ের জন্য সকলের দৃঢ় সংমিলিত হওয়া কর্ত্তব্য,— তৎপরে রাজপুরুষদিগকে বুঝাইয়া আইন বিধি বদ্ধ করিয়া ইহাদের উদ্ধার সাধন একান্ত কর্ত্তব্য ও আবশ্যক হইয়াছে।

যখন শিক্ষা লাভ করিয়া বিবাহিতগণ সন্তানোৎপাদন আয়ত্যাধীন করিল, যখন অবিবাহিতগণ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়াও সুস্থ শরীরে ও পবিত্র মনে থাকিল যখন এই নিয়ম পালন না করিলে সমাজ ও রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার ভয় সকলেরই করিতে লাগিল, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য যাহাতে দেশের কৃষির উন্নতি হয়। এক্ষণে কত লোক ইংলণ্ডে যাইয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইঁহারা যদি প্রত্যেকে এক একটী কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া কৃষির উন্নতি করেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কৃষক গণকে কৃষির উন্নতি করিতে শিক্ষা দেন তাহা হইলে আর আমাদিগের অভাব কোথায়?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কৃষি কার্য্যে মূলধনের আবশ্যক। এই মূলধন আমাদিগের দেশে ও প্রায় জগতের সমস্ত দেশে কৃষকদের নাই; সুতরাং কৃষকের বাধ্য হইয়া ঋণ করে ও তাহার সুদ দিতে দিতেই সর্ব্ব শান্ত হইতে হয়। কেবল কোন কোন প্রথা অবলম্বন করিলে, কোন কোন কল ব্যবহার করিলে ও কিরূপে ভূমী কর্ষন করিলে কৃষির উন্নতি হইবে এই সকল অবগত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলে হইবে না। মূলধন যাহাতে কৃষকদিগের গৃহে

পূর্ব্বে হয়, যাহাতে দেশে মূলধনের অভাব না হয় আমা-দিগকে তাহাই করিতে হইবে। এই অভাব দূর করিবার জন্য বম্বাই প্রদেশে যেমন কৃষিব্যাঙ্ক (Agricultural Banks.) স্থাপিত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্টের উচিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সেই রূপ করা। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশস্থ পত্তনীদার, গাঁতিদার ও যোতদার গণের ভূমী সকল ছাড়িয়া না দিয়া নিজের কৃষি কার্য্যে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত, সকলেই চাকরীই সম্মানের কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কৃষি কার্য্য যেন কতই অপমানের কার্য্য। কিন্তু আমরাতো জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, আমরা কি জানিনা যে রোম রাজের বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ এক সময়ে যুদ্ধ ও রাজ কার্য্য করিয়া তৎপরে কৃষি কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না, বা দ্বিধা করিতেন না। কে না জানেন যে আমেরিকার স্বাধীনতা ধ্বজা যিনি উড্ডিয়মান করিলেন সেই মহাবীর মহাত্মা ওয়াসিংটন কৃষি কার্য্য করিয়া ছিলেন। ইহাঁরা যদি কৃষি কার্য্যকে গৌরবের কার্য্য মনে করিয়া থাকেন তবে আমরা কেন না করিব? পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি লোক যদি শিক্ষিত হন ও কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন তবে তাঁহাদিগের মূল-ধনের অভাব হইবে না। তাঁহারা কৃষি কার্য্যে যেরূপ উন্নতি ও লাভ করিতে পারিবেন অন্য কেহই আর তেমন পারিবে না। এই জন্য যাহাতে ইহারা কৃষি কার্য্যেমন দেন, আর যাহাতে কৃষকগণ মূলধনের জন্য ঋণজালে

পতীত না হয় আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

কৃষি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে উপযুক্ত রূপে সর্ব্ব প্রদেশে যাইয়া পড়ে তৎপরে আমাদের তাহাই করিতে হইবে। এ বিষয়ে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। যাহাতে দেশে বানিজ্যের উন্নতি হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। বানিজ্য না হইলে এক দেশের দ্রব্য অন্য দেশে যাইতে পারে না। বানিজ্যে যথেষ্ট মূলধনের আবশ্যক, অনেকে মূলধনের অভাবে বানিজ্য করিতে পারেন না। এই জন্য সভ্য জনপদ মাত্রেই "সংমিলিত বানিজ্য প্রণালী" (Joint stock systen.) প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে দুই তিন শত লোক মিলিয়া ১০।২০ টাকা প্রত্যেকে দিয়া একটী মূলধন একত্রিত করিল; তৎপরে তাহাদিগের মধ্যে বিশ্বস্ত চারি পাঁচ জনের হস্তে বানিজ্যের ভার দিল। বানিজ্য চলিতে লাগিল, অল্প অর্থেও তোমার বানিজ্য করা হইল। যেমন করিয়া হয় আমাদিগের দেশে এই প্রণালী প্রচলিত করিতে হইতেছে। লোকে একবার ইহা বেস্ বুঝিতে পরিলে আর তখন এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে না, তখন সকলই নিজ নিজ অল্প অর্থ দিয়া একটী বৃহৎ মূলধন তুলিতে সক্ষম হইবে ও সেই মূল ধনে বিশেষ বৃহৎ বানিজ্য কার্য্য করিতেও অক্ষম হইবে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অতীত কাল।

আমরা মানব জাতির দুঃখের কথা কহিয়া পরে কোন কোন নিয়মে সমাজ চলিতেছে তাহাই বলিয়াছি। এক্ষণে দেখিব যে অতীত কালে পৃথিবীস্থ নানা দেশে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, আর সেই সময়ের লোকেরা এই সকল নিয়ম পালন করিতেন কি না।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের ন্যায় প্রচীন সভ্যদেশ আর নাই। দেখা যাউক পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কি রূপ ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ, মন্বন্তর মহামারী যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হইত সে বিষয়ের প্রমাণের জন্য বোধ হয় আমাদিগকে শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিতে হইবে না। বম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত ইলোরার গিরিমন্দিরে দুর্ভিক্ষের একটী চিত্র অঙ্কিত আছে, ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে ইলোরার এই অত্যাশ্চার্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষে জর্জ্জরীভ হইতেছিল। মহাভারতে কয়েক স্থানে মহামারীর উল্লেখ আছে। তখনও যে স্থানে স্থানে লোকেরা

বিশেষ অন্নকষ্ট ভোগ করিত তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে যে প্রাচীন কালে ব্যাধি অতি প্রখর রূপে রাজত্ব করিত তাহা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উৎকর্ষতা দেখিলেই উপলব্ধি হয়। যদি ব্যাধি অধিক পরিমাণে না থাকিবে তবে লোকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবে কেন? তবে কেন মহা মহা পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লইয়া জীবন কাটাইবেন, ও শাস্ত্রের উৎকর্ষার্থে প্রাণ-পন চেষ্টা করিবেন? যেখানে ব্যাধি নাই,—সেখানে চিকিৎসকও নাই, চিকিৎসা শাস্ত্র ও নাই। অসভ্য আদীম নিবাসী দিগের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র নাই,—তাহাদিগের পীড়ার সংখ্যা অতি অল্পই,—সুতরাং ঔষধের সংখ্যাও অতি অল্প।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে পাপাচরণ ছিল কি না যদি কেহ জানিতে উৎসুক হয়েন তাহা হইলে তিনি একবার মনুসংহিতা পাঠ করিলেই বেস্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মনুর ধর্ম্ম শাস্ত্রে এমন পাতকের নাম ও তাহার দণ্ড বিধান নাই যাহা এক্ষণে আমাদের সমাজে আছে। পর-দার, ভ্রূন হত্যা, নরহত্যা, চুরি, ডাকাইতি প্রবঞ্চণা ইত্যাদি সকলই তখন ছিল। এই সকল থাকা হেতু যে সমাজে বিশেষ কষ্ট ছিল তাহাও মনুপাঠে অবগত হইতে পারা যায়। লোকে যদি এই সকল পাপাচরণে উত্তক্ত না হইবে তাহা হইলে মনু এই সকল দোষের ঘোর দণ্ড বিধান কেন করিতে যাইবেন? আমরা দেখিলাম প্রাচীন

ভারতে দারিদ্র্য ক্লেশ, ব্যাধি যন্ত্রণা—পাপাচরণই বিলক্ষণ ছিল,—এক্ষণে দেখা যাউক সেই সময়ে ভারতবর্ষে লোকেরা, আমরা যে কয়েকটী নিয়মের কথা বলিয়াছি তাহা পালন করিতেন কি না।

যে নিয়মের উপর মানবের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণই জড়িত তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না। সন্তানোৎপাদন আয়ত্যাধীন রাখা যে কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। আহার অপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই যে জগতে দারিদ্র্য, ব্যাধি, পাপাচরণ, মহামারী, মন্বন্তর, যুদ্ধ ইত্যাদি হয় ইহা তাঁহারা জানিতেন না। তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী উন্মুক্ত দেখিতেন; যথেষ্ট ভূমী রহিয়াছে অথচ লোক নাই তাহাই তাঁহারা সকলকেই বলিতেন,—

"পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা।"

কিন্তু এই উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত সেই পরিমাণে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভূমী কর্ষণ করিতে পারিতেন না। কাযে কাযেই ক্লেশের উৎপত্তি হইত। যখন তাঁহারা এই নিয়ম উপেক্ষা করিতেন তখন যে অন্য আর সকল কয়েকটী নিয়মও তাঁহারা উপেক্ষা করিতেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই রূপ ভাবে ভারতবাসী চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীর ন্যায় আজ দুঃখী আর কেহই নাই।

প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর দেশের ইতিহাস ও ধর্ম্ম শাস্ত্র

সকল পাঠ, করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে সেই সেই দেশে সেই সেই সময়ে দারিদ্র্য, ব্যাধি, পাপাচরণ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ভারতবাসাগণও যে-রূপ সন্তানোৎপাদন আয়ত্যাধীন রাখিতেন না, ইহাঁরাও তাহাই করিতেন; অথচ ভূমীর কর্ষণ কার্য্যে ততদূর মনোযোগ ছিল না। যুদ্ধ ব্যবসা সম্মানের কার্য্য। যুদ্ধই সম্মানের কার্য্য, সুতরাং সকলেই যুদ্ধের নামে নাচিয়া উঠিতেন;—কৃষী কার্য্য দরিদ্রগণই করিত। এই রূপ ভাবে চলিয়াই অবশেষে এই সকল দেশের অধঃপতন হইয়াছে। যদি কেহ এই সকল দেশের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি ইহা উত্তম রূপ বুঝিতে পারিবেন। যাহারা যুদ্ধ ও ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত রহিত তাহারা যে সমাজের নিয়ম সকল কি তাহা ভাবিয়া দেখিত না ও তদনুযায়ী কার্য্য করিত না সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

চীন দেশের ইতিহাস পাঠ করিলেও আমরা ঠিক এই রূপ দেখিতে পাই। চীনের ন্যায় লোক সংখ্যা কোথায়ও নাই, অথচ চীন দেশে যত দুঃর্ভিক্ষ ও মহামারী হয়, তত আর কোন দেশেই হয় না। চীনে দারিদ্র্য ক্লেশ যতদূর প্রবল অন্য কোন দেশেই সেরূপ নহে। প্রাচীন বাবিলন রাজ্য, আরব রাজ্য ও অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন সভ্য রাজ্যের অবস্থা এক রূপ। কোন দেশই, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও পাপাচরণ শূন্য নহে। যদি বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রচীন সভ্য প্রদেশে দারিদ্র্য

কষ্ট, ব্যাধি যন্ত্রণা ও পাপাচরণ যে রূপ প্রবল ছিল এখনও বোধ হয় প্রায় সর্ব্বত্র সেই রূপ আছে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ সকলেই জগতের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া ছিলেন, সকলেই এই দুঃখ কিসে যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া ছিলেন। অবশেষে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণের পরামর্শ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমারা দেখিলাম প্রাচীন কালে জগতে ব্যাধি, পাপাচরণ, দরিদ্রতা সকলই ছিল,—নানা জনে নানা উপায়ে ইহাদিগকে পৃথিবী হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টাও করিয়া ছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে আমরা এই সকল দূর করিবার যে উপায় এই পুস্তকে বলিলাম তাহাই যথার্থ উপায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান কাল।

অতীত কালের নানা দেশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা দেখাইলাম যে অতীত কালে জগতে দুঃখ ছিল ও নানা রূপ উপায় অবলম্বন করায়ও তাহারা দূরীকৃত হয় নাই। এক্ষণে দেখা যাউক বর্ত্তমান কালে কি রূপ সমাজের অবস্থা হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের দুঃখের কথা বর্ণন করিয়াছি; এই দুই দেশে যে সমাজের নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয় না তাহাও দেখাইয়াছি। আমরা দেখিতে পাই যে এসিয়ার সমস্ত দেশের লোকের অবস্থা অতি শোচনীয়, কিন্তু ইয়োরোপের সর্ব্ব প্রদেশের অবস্থা সেরূপ নহে। ইয়োরোপের মধ্যে সুইটজর্লণ্ড প্রদেশ সর্ব্বতোভাবে সুখী। ঐখানে দারিদ্র্য কষ্ট একেবারেই নাই,—ব্যাধি অতিঅল্প, পাপাচরণ তাহা অপেক্ষাও অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে সুইটজর্লণ্ডে কয়েক বৎসরাবধি লোক সংখ্যা স্থায়ী রহিয়াছে; অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সুইটজর্লণ্ড দেশে যত লোক ছিল আজও ঠিক তত জন লোক বিদ্যমান রহি-য়াছে। লোক সংখ্যা বাড়ে না,—অথচ কৃষির, বিজ্ঞান

সাহায্যে উন্নতি হইতেছে। কাযে কাযেই সকলে সচ্ছলাবস্থাপন্ন,—কাহারই কোন কষ্ট নাই, সুতরাং ব্যাধিও নাই। সকলই পরিশ্রমী, কার্য্য তৎপর, সচ্ছল অবস্থাপন্ন, সুতরাং পাপাচরণ এ দেশে অল্প হইবে না তো আর কোথায় হইবে? যে কয়জন মরিতেছে, সেই কয়জন জন্মিতেছে,—তবে কি এ দেশে লোকে বিবাহ করে না? যদি কেহ সুইটজর্লণ্ড দেশে বেড়াইতে যান তবে তিনি দেখিবেন যে এদেশে অবিবাহিত ব্যক্তি ও কুমারীর সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। তবে কি এ দেশের স্ত্রীলোকগণ সকলি "বন্ধ্যা"? তাহাও কি সম্ভব? যদি তুমি এই দেশের লোকের আচার ব্যবহারের ভিতরে প্রবেশ করিতে পার তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে এ দেশের নরনারী সন্তানোৎপাদন যে আয়ত্যাধীন করাই এক মাত্র সুখের উপায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছে।

ক্রমেই এই রূপ অবস্থা ফ্রান্স, ইটালী, এমেরিকায় হইতেছে। ক্রমে ইয়োরোপবাসীগণ সমাজের নিয়ম সকল বুঝিতে পারিতেছে,—ও কেহ কেহ সেই রূপ কার্য্য করিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষৎ কাল।

আমরা অতীত কালের নানা দেশের বৃত্তান্ত দেখাইয়া দেখাইলাম যে অতীত কালে কোন দেশেরই লোকই সুখভোগ করিত না; এবং কোন দেশই প্রাকৃতিক নিয়ম সকল রক্ষিত হইত না। আমরা ইহাও দেখাইলাম যে বর্ত্তমান কালে অন্ততঃ একটী দেশ আমরা দেখিতে পাই যথায় লোকে সুখে ও সচ্ছন্দে আছে,—যথায় ব্যাধি অতি অল্প,—যথায় পাপাচরণ একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই দেশের লোকের অভ্যন্তরিক ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া জানিলাম, যে তাহারা যথা সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকল পালন করিতেছে। এইরূপে একরূপ বুঝিলাম যে আমরা যে কয়েকটী প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলিলাম তাহার পালন করাই মনুষ্যের পক্ষে সুখে সচ্ছন্দে থাকিবার একমাত্র উপায়।

কষ্টে পড়িয়া সকলেই ভবিষ্যতের দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া থাকে। যখন লোকে যন্ত্রণায় অস্থির হয় তখন স্বভাবতই তাহারা ভবিষ্যতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, স্বভাবতই ভাবিতে থাকে যে বুঝি আজ অতীত হইলে কাল

সুখী হইতে পারিবে। আমরাও নানা রূপে দুঃখে পতিত হইয়া ব্যাকুল ভাবে ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবার দেখি যদি আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করি তাহা হইলেই বা আমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে, আর পালন করিলেই বা কি সুখ হইবে।

যদি আমরা যে ভাবে চলিতেছি সেই ভাবে চলিতে থাকি তাহা হইলে আমাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; আহারের পরিমাণ, অল্প না হউক, সেই পরিমাণে কখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। তখন কাযেকাযে দারিদ্র্যকষ্ট ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে,—তখন লোকে অধিকাংশ অনাহারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে,—অতি জঘন্য ও কুৎসিত স্থানে বাস করিতে ও অতি কদর্য্য রূপ বেশ পরিধান করিতে বাধ্য হইবে। পাপাচরণ দরিদ্রতার সহিত অতি প্রবল বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইবে। তখন রাজদণ্ড যমদণ্ডের তুল্য হইলেও পাপাচরণ জগতে অল্প হইবে না। বারবনিতার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কবিগণ যে নরক কল্পনায় সৃষ্টি করিয়াছেন এই পৃথিবীই সেই ভয়ানক নরকরূপে পরিনত হইবে। তখন লোকে পাপকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করিবে না, পাপ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও পাপ করিতে বাধ্য হইবে। প্রাণের দায়ে লোকে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইবে। "প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবে না, ইচ্ছা নাই,—পাপ হইতে দূরে পলায়নের সম্পূর্ণ ইচ্ছা,—কিন্তু তাহা করিবার আর সাধ্য নাই।

কেবল ইহাই নহে, মানব জাতি পাপের গভীরতর স্তরে পতিত হইয়া ব্যাধি মণ্ডিত হইয়া, দরিদ্রতায় উৎপীড়িত হইয়াই কেবল নিষ্কৃতি পাইবে না। মানব জীবন ক্রমেই সল্পায়ু হইয়া আসিবে। এখন আমরা দেখাইয়াছি যে নগরবাসী দিগের জীবন, গড়ে ২৫।২৬ বৎসর মাত্র, দশ বৎসর পরে জীবন ২০।২১ বৎসর হইবে, ৫০ বৎসর পরে ১০।১১ বৎসর হইবে; আর সম্ভব মত ১০০ বৎসর পরে মানব জাতি একেবারে লোপ পাইবে। ইতিহাস বিশেষ রূপে পাঠ করিলে ইহাই কি দেখিতে পাওয়া যায় না? যে জনপদবাসীগণ সভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল তাহারই কি লোপ পাওয়া যায় নাই? যে রোম ও যে গ্রীসবাসীগণ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা এক্ষণে এত অল্প কেন? মানবের ধ্বংসের উপক্রম হইলে কতক গুলিকে নষ্ট করিয়া প্রকৃতি এ পর্য্যন্ত মানব জাতিকে জগতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে,—কে জানে আর কতদিন এরূপে চলিবে। মানব যদি এইরূপ ভাবে চলে, যদি মানবসমাজে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও পাপাচরণ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে, যদি মানব প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অপব্যবহার করিতে থাকে তবে মানব ক্রমেই সল্পায়ু হইয়া আসিবে; ক্রমেই মানব ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

হে মানব জাতি! একবার নিবিষ্ট চিত্তে নিজ ভবিষ্যৎ পর্য্যবেক্ষণ কর দেখি,—একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে প্রথমে দুঃখের জলন্ত অগ্নি,—সেই অগ্নিদাহন

হেতু অসহনীয় যন্ত্রণা,—তৎপরে ধ্বংস। অবশেষে মানব বলিয়া জগতে আর কিছু থাকিবে না; পশু থাকিবে, পক্ষী থাকিবে, কীটানুকীটগণও থাকিবে, কেবল মানুষ থাকিবে না। জ্ঞানের কি চমৎকার সৎব্যবহার তোমরা করিলে,—করুণাময় ঈশ্বর তোমাদিগকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন কি মহৎ কার্য্যে তাহা ব্যবহার করিলে? জ্ঞান কি তিনি তোমরা যাহাতে তোমাদের ধ্বংস সাধন কর তাহাই করিবার জন্য দিয়াছিলেন? একবার এই উত্তাল তরঙ্গময় দুঃখ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে এই সকল ভাবিয়া দেখ দেখি।

এক পক্ষে এই দেখিলাম, আর অন্য পক্ষে কি দেখিব তাহাও এক বার বিবেচনা করিয়া দেখি। যদি আমরা আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না দিই,—যদি সন্তানোৎপাদন আমরা ইচ্ছাধীন করি, দেখা যাউক তাহা হইলেই বা কি হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের এই বঙ্গ দেশকে গ্রহণ করা যাউক। এই বঙ্গদেশে ৭ কোটী লোকের বাস; যদি অন্ততঃ ২৫ বৎসর এই বঙ্গ দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না দিই,—আর যদি এই ২৫ বৎসর ধরিয়া নানা চেষ্টা করিয়া এই দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করি, তাহা হইলে এ দেশে অদ্য যত মূলধন ও আহারীয় আছে, যে রূপ ভূমী পতিত রহিয়াছে তাহাতে এই ২৫ বৎসরে ইহার দ্বিগুণিত অনায়াসে হইতে পারে। তৎপরে ইহার আরো অধিক বৃদ্ধি সাধন সম্ভব হউক বা না হউক ২৫ বৎসর এরূপে দেশে বিজ্ঞান সাহায্যে কৃষি ও উন্নত প্রণালীতে বাণিজ্য কার্য্য

করিলে নিশ্চয়ই এ দেশের ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। কেবল কৃষির উন্নতি হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না,—কারণ ইহাতে ধন সর্ব্ব সাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে না,—ইহা দ্বারা যেমন এক্ষণে অনেক দেশে হইতেছে তেমনই হইবে,—অর্থাৎ কতকগুলি লোক ধনী হইবে ও কতকগুলি লোক অতিশয় দরিদ্র হইবে। এই জন্য দেশে যাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হয় তাহাই [illegible] হইবে, যাহাতে শ্রমজীবির মূল্য অধিক হয় তাহাই করিতে হইবে। এরূপ হইলে কেহই আর অন্নের জন্য লালায়িত হইবে না;—সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া এক্ষণে লোকে দুই আনার অধিক পায় না,—বাজারে লোকের অভাব নাই, অথচ মূলধন অল্প,—সুতরাং শ্রমের এক্ষণে মূল্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি দেশের বাণিজ্যের ও কৃষির উন্নতি হয় তাহা হইলে সেই পরিমাণে এই সকল কার্য্য সাধন জন্য লোকেরও আবশ্যক হইবে; তখন অসংখ্য লোককে আর "বেকারাবস্থায়" হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না। যদি আমরা এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ২৫ বৎসর সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে আয়ত্যাধীন রাখি,—যদি কোন ক্রমেই দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না দিই, তাহা হইলে দরিদ্রতা নিশ্চয়ই দেশ হইতে দূরীভূত হইবে। যদি সকল লোকে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর আহার ও পানীয় প্রাপ্ত হয়, যদি কাহারও কোন অভাব না থাকে, যদি সকলেই বিবাহিত হয়,—যদি সকলই সচ্ছল অবস্থাপন্ন হয় তাহা হইলে পীড়া যে নিশ্চয়ই দেশে কমিতে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। ব্যাধি কাহাদের অধিক হইয়া

থাকে? কাহাদের গৃহে ব্যাধি অধিক পরিমাণে রাজত্ব করিতেছে? বিসূচিকা ও বসন্তে কাহারা অধিক মরে? একটু চারিদিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্যাধি দরিদ্রের গৃহেই অধিক। যদি দারিদ্র্যই ব্যাধির প্রধান কারণ হয়,—চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা তাহাই প্রমাণিকৃত হইয়াছে;—তাহা হইলে দেশে দারিদ্র্য কষ্ট না থাকিলে ব্যাধি কেন থাকিবে বুঝি না। যদি সকলই সচ্ছল অবস্থাপন্ন হয়,—যদি কাহারই কোন অভাব না থাকে,—যদি সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী চলিতে থাকে তবে ব্যাধি কোন ক্রমেই মানব জাতিকে আশ্রয় করিতে পারে না।

যদি দরিদ্রতা না থাকে তবে পাপাচরণ একেবারেই থাকিতে পারে না; যদি সমাজ ও রাজ্য শাসন কঠিন হয় তাহা হইলে কেহ আর ইচ্ছা করিয়া কোন পাপাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। দরিদ্রগণ কোন পাপ করিলে তাহার কারণ উল্লেখ করিতে পারে, কিন্তু যাহার কোনই অভাব নাই সে পাপ করে কেন? সে যদি পাপ করে, যে কোন পাপই হউক না কেন,—সুরাপানই হউক বা বেশ্যা বৃত্তিই হউক,—যদি সমাজ বা রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয় থাকে তাহা হইলে সে কখনই পাপাচরণ করিতে সহসী হইবে না। সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম সকল পালন করিলে আমাদের এই রূপ সমাজ হইতে দারিদ্র্য কষ্ট, ব্যাধি যন্ত্রণা ও পাপাচরণ একবারে দূরীভূত হইবে। তখন লোকে আর কোন অভাবই বোধ করিবে না, তখন লোকে আর প্রিয়জনের ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর জন্য কষ্ট

ভোগ করিবে না,—তখন "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া আমাদের সম্মুখে দুঃখের তরঙ্গ উত্তোলিত হইবে না,—তখন আর তাহা হইলে বারবনিতাগণ আমাদিগের নগর কলঙ্কিত করিবে না;—তাহা হইলে আর এত চিকিৎসক, এত বিচারালয়, এত কারাগার সভ্য সমাজে প্রয়োজন হইবে না। তাহা হইলে মানব দিন রাত্তি সুখের মন্দিরে বিরাজ করিবে, তাহাদের চতুর্দ্দিকে সুখের তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে। তাহা হইলে আর তাহারা অকাল মৃত্যুর গ্রাসে প্রতিদিন পতিত হইবে না।

আমরা এই পুস্তকে প্রথমে জগতের উপস্থিত অবস্থা বর্ণন করিয়াছি, সেই অবস্থায় রহিলে আমাদের কোন স্থানে যাইতে হইবে তাহাই প্রথমে দেখাইলাম। তৎপরে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ম সকলের উল্লেখ করিয়াছি; সেই সকল নিয়মানুযায়ী চলিলেই বা আমরা কোথায় যাইব ও কিরূপ অবস্থায় রহিব তাহাই পরে বর্ণন করিয়াছি। উভয় চিত্রই অঙ্কিত করিয়া সম্মুখে ধারণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ চিত্র গ্রহণীয় তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

উপসংহার।

আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য মানবের দুঃখ বর্ণন ও সেই দুঃখের অবসানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পুস্তকের প্রথমে আমরা পাঠক দিগকে কয়েকটী অনুরোধ করিয়াছি এক্ষণে উপসংহারে আর কয়েকটী অনুরোধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইল তাহা কেবল পাঠ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এই পুস্তকের উদ্দেশ্য বিফল হইবে, এ কথা বলা অনাবশ্যক। কাহাকেও আমরা, যাহা যাহা বলিলাম তাহা অন্ধ হইয়া পালন করিতে বলি না। সকলকেই মিনতি পূর্ব্বক অনুরোধ করি, যে সকলই এই সকল বিষয়ের উপর চিন্তা করিয়া দেখুন। হয়তো আমরা যাহা যাহা বলিলাম সকলের মতের সহিত তাহা মিলিবে না,—হয়তো অনেকের সহিত আমাদের অনেক স্থানে মতভেদ হইবে। এরূপ গুরুতর বিষয়ে এরূপ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে মূল বিষয়ে কেহই আমাদের মতে অমত করিতে পারিবেন না,—জগতে যে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও পাপাচরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, মানব যে দিন দিন

ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি ইহা সকলে বুঝিতে পারেন তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল; যদি সকলে বুঝিতে পারেন যে বিপদ আসন্ন তাহা হইলেই আমাদের এত শ্রম সার্থক হইবে। আমরা যে উপায়ে মানুষকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে বলিলাম তাহার সহিত যদি কাহারও মতভেদ হয়, তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখুন,—যদি কোন সুউপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তাহা প্রকাশ করিয়া মানব জাতির মঙ্গল সাধন করুন।

এই পুস্তকে আমরা যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহাও আমাদের স্বকপোল কল্পিত একটী ও নহে; নানা দেশের পণ্ডিতগণ যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমরা তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিয়াছি; সকলই একবার এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া এই সকল বিষয়ের উপর চিন্তা করুন। আমাদের কথা শুনুন আর নাই শুনুন,—আমাদের প্রশংসা বা নিন্দা যাহাই করুন,—আমরা কিছুরই প্রত্যাশা করি না। আমাদের এক মাত্র অনুরোধ এই যে, অনুগ্রহ করিয়া এই সকল বিষয়ের উপর চিন্তা করুন। এই পুস্তক খানি পাঠ শেষ হইলে এই পুস্তকের উল্লিখিত বিষয়গুলি যেন মন হইতে তন্মূহুর্ত্তেই অন্তর্হিত না হয়,—যেন তন্মূহুর্ত্তেই কেহ এই সকল কথা বিস্মরণ না হন।

একবার জগতের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করুন,—একবার নরনারীর ক্লেশ দর্শন করুন,—একবার ব্যাধি ও পাপের দৌরাত্ম্য পর্য্যবেক্ষণ করুন; একবার এই সকল দেখিয়া

তৎপরে যদি চক্ষু মুদিত করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত হয়, তৎপরে যদি এই জলন্ত চিতায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তবে তাহাই করুন, আর তাহা যদি না হয়, তবে একবার সকলে মিলিয়া যাহাতে জগত হইতে দুঃখ দূরীভূত হয়, যাহাতে মানব জাতি প্রকৃত মানব পদবাচ্য হইতে পারে, যাহাতে ঈশ্বরের পবিত্র সৃষ্টি দিন দিন গৌরবান্নীত হইতে পারে তাহাই করুন।

পাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাপ করা হয় না; কত রূপ পাপাচরণ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখিলে অন্যায় কার্য্য হয় না। জগতে কোটী কোটী লোক বেশ্যা-শক্ত, সহস্র সহস্র লোক পরদারগামী, শত শত লোক পাপাচারী এ সকল কথা বলিলে বা শুনিলে পাপী হইতে হয় না। ইহাতে জগতে কুনীতি শিক্ষা প্রদান করা হয় না; পাপের চিত্র যত মানব চক্ষে অঙ্কিত হইবে মানবের ততই মঙ্গল, মানব জাতির পাপে ততই ঘৃণা হইবে। পাপ করিলে তাহার ফল কি, ইহা জানিতে পারিলে পাপে মানবের মন আকৃষ্ট হইবে না। কোন পাপ কার্য্যের পরিণাম কি, তাহা জানিলে আর কেহই পাপ পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। বাহ্যিক আড়ম্বরের দিন অতীত হইয়াছে, বৃথা ভণ্ডামীর দিন আর জগতে নাই,—অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিলে তুমি মুর্চ্ছিত হইবার উপক্রম কর কিন্তু কার্য্যে অশ্লিলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছ। আর গোপনের দিন নাই,—এক্ষণে বিজ্ঞান ও দর্শনের হস্তে

মানব জীবন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে,—আর লজ্জার ভান, পুণ্যের ভান, পবিত্র চেষ্টার ভান করিয়া বেড়াইলে পরিত্রাণ হইবে না। আর এক্ষণে পণ্ডিতগণ মানব জাতিকে পরকালের ভয় দেখান না; এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে তাঁহারা পাপের চিত্র মানব চক্ষে ধারণ করেন,—তাঁহারা বলেন,—হে মানব! দেখ যদি না বুঝিয়া সন্তানোৎপাদন কর, যদি তুমি তোমার কামবৃত্তিকে দমনে না রাখ, যদি তুমি তোমার সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন না রাখ, তবে তোমায় অনাহারে মরিতে হইবে, তবে তোমাকে দারিদ্র্য কষ্টভোগ করিতে হইবে। কামুক হইলে পরকালে গতি হইবে না, একথা আর তাঁহারা বলেন না; তাঁহারা বলেন, পরকালের কথা তো পরে, ইহকালেই তুমি তোমার জননেন্দ্রিয়ের উপর জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে তোমার দুঃখের অবধি থাকিবে না, তোমার ভোজন কদর্য্য দ্রব্য হইবে, তোমার বেশ শোচনীয় হইবে, তোমার বাসস্থান পশুদিগের গহ্বর হইতেও মন্দ হইবে।

যদি তুমি আত্মবিহারে আত্ম সমর্পণ কর,—তবে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না,—তুমি অবশেষে তোমার জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইবে,—তুমি অবশেষে উম্মত্ত হইয়া যাইবে। যদি তুমি তোমার ইন্দ্রিয় সকলের অস্বাভাবিক ব্যব্যহার কর, তবে তোমার মস্তিষ্ক ক্রমেই দুর্ব্বল হইবে, শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে,—অবশেষে অকালে তোমাকে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের আত্যধিক পরিচালনা কর,—যদি তুমি বেশ্যাশক্ত হও—তবে

তোমার পীড়ার মধ্যে যাহা হইতে আর ভয়ানক পীড়া নাই সেই উপদংশ পীড়া হইবে, তখন তোমার শরীরের মাংস ও অস্থি সকল পচিয়া পচিয়া পড়িতে থাকিবে, মৃত্যুকে শত বার আহ্বান করিলেও মৃত্যু আসিবে না—শরীর পচিয়া পচিয়া অবশেষে জগতে দুঃখের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া তবে তোমার মৃত্যু হইবে। এই রূপে প্রতি পাপাচরণের প্রত্যক্ষ ফল তাঁহারা তোমাদিগের চক্ষের উপর ধারণ করিবেন। তুমি যদি লজ্জিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে চাহ তবে তাঁহারা বলিবেন "ভণ্ড, ভণ্ডামি পরিত্যাগ কর,—আর লুকাইলে কি হইবে,—যে পাপ সাগরে ভাসিতেছ তাহাতে ডুবিয়া মুখ ঢাকিলে কি পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়?" স্ত্রীলোক হও, আর পুরুষই হও,—লজ্জার বিষয় কিছুই নাই,—একবার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখ, তোমরা কি রূপ পাপ জালে জড়িত.—হায় তুমি নীতির নামে, লজ্জার নামে, কোন কথাই কহিলে না, আর তোমার দুগ্ধপোষ্যা পঞ্চম বর্ষিয়া কন্যা আত্মবিহারে আত্ম সমর্পণ করিয়া দিন দিন নরকের দ্বারের সন্নিকটবর্তিনী হইতে লাগিল,—তুমি লজ্জার কথা ও অশ্লীলতার কথা বলিয়া যাহা মুখে আনিলে না, তোমার আদরের সন্তান তাহাতেই দিন রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। আমরা কি পাগল হইয়াছি যে অনর্থক পাগলের ন্যায় বকিতেছি? তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, হে ধর্ম্মশীল নীতিজ্ঞ ব্যক্তি! তুমি কি অস্বীকার করিতে সাহস কর, যে তোমার নিজ বাটীতেই পাপ প্রবেশ করে নাই? তোমার নিজ সন্তান সন্ততিগণ আত্মবিহারে, তোমার

আত্মীয় স্বজনগণ পরদার, বেশ্যাবৃত্তিতে; তোমার বন্ধু বান্ধবগণ সুরার্তে উন্মত্ত হন নাই? তুমি কি আমাদিগকে বলিবে, যে এই সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপাচরণ কিছুই নহে—যদি এ কথা বল তবে বলিব "রে ভণ্ড,- চুপ করিয়া থাক্, জগতের সর্ব্বনাশ সম্মুখে—তোর মিথ্যা নীতিকথা আমরা শুনি না।"

এই কারণেই, হৃদয়ে এই ভাব প্রজ্জ্বলিত থাকা বশতঃই, এই পুস্তক প্রণয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম; সেই জন্যই এই পুস্তকে পাপের যথা সাধ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি—পাপের ফল ও পরিণাম কি তাহাও যথাসাধ্য বর্ণন করিয়াছি—তৎপরে সেই জ্বলন্ত পাপাগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি তাহাও লিখিয়াছি। কোন কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হই নাই, কোন বিষয় বর্ণন করিতে দ্বিধা করি নাই।

শেষ অনুরোধ,—একবার করিয়াছি আবার করি—পাঠক পাঠিকা, যদি পুস্তক খানি হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন তবে একবার আদ্যপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করুন,—কেবল পাঠ করিলেই হইবে না; যে যে বিষয় এই পুস্তকে লিখিত হইল সেই সেই বিষয়ের উপর চিন্তা করুন। দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও পাপাচরণ দূরীকৃত করিবার জন্য আমরা যে যে উপায়ের কথা বলিয়াছি, হইতে পারে তাহা সত্য নহে—যদি তাহা হয়, তবে আইস সকলে মিলিয়া চিন্তা করি, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করি, যত দিন না পাপকে, ব্যাধিকে, দারিদ্র্যকে জগত হইতে দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারি তত দিন চিন্তা করি। মানুষ চিন্তা করিয়া আকাশের

বিদ্যুৎ ধরিয়া আনিয়াছে,—সাগরের জলে নিজ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতেছে; চিন্তা করিলে মানুষ জগতের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না? জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে—ইহাপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে? আইস সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া জগত হইতে দুঃখকে দূর করিয়া দিই।

পরিশিষ্ট।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী।

মানবের সুখ দুঃখ লইয়া অনেকানেক পণ্ডিতগণ জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। দুঃখ দূর করিবার অন্য উপায় না পাইয়া অধিকাংশেই মানবকে ধর্ম্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন,—তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই,—দেখিলেন ধর্ম্মাচরণ করিলেও লোকে দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারে না; তখন তাঁহারা বলিলেন ধর্ম্মাচরণ কর,—ফল ইহকালে না হইলেও পরকালে হইবে। তৎপরে ক্রমে লোকের দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল—তখন পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তখন পরকালের কথা ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের মূল ও কার্য্য কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই পুস্তকে সেই মত প্রচার করা হইল। যে সকল মহাপণ্ডিতগণের পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইল তাঁহাদিগের নামোল্লেখ না করিলে আমাদিগের কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা হইবে। এই জন্য পরিশিষ্ট রূপে সেই মহাপণ্ডিত গণের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের যে যে পুস্তক হইতে এই পুস্তকে

সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সেই পুস্তকের নাম এই স্থানে লিখিত হইল। এই সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সকলকেই বিশেষ অনুরোধ করি। মানবের সুখ দুঃখের কথা যাহাতে আলোচিত হইয়াছে,—যাহাতে দুঃখ দূর করিবার উপায় লিখিত হইয়াছে তাহা সকলকারই পাঠ করা কর্ত্তব্য। টিকা রূপে এই পুস্তকে কাহারও কাহারও নাম উল্লেখ হইয়াছে মাত্র,—এই স্থানে সবিশেষ লিখিত হইতেছে। ইহাঁদের জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে আমরা যে যে মতের উল্লেখ করিলাম কোন কোন পণ্ডিতগণ আমাদের সেই সেই মতের পোষকতা করিয়াছেন তাহা লিখিতেছি। প্রথম "লোক সংখ্যা" নিয়মের কে কে পোষকতা করিয়াছেন দেখা যাউক। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, "শ্রমের আধিক্যই, মনুষ্যের আধিক্য। এ বিষয়ে মাল থাস্ যাহা যাহা বলিতেছেন, যদিও সকলে ইহা এখনও স্বীকার করেন না,—কিন্তু ক্রমে করিবেন।"

জেমস্‌মিল বলেন "অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে—কিন্তু ইহার দুইটী প্রতিবন্ধক আছে—একটী দারিদ্র্য ও অন্যটী পরিণামদর্শিতা,—ইহাদ্বারা লোকে সহজে বিবাহাদি করে না—অথবা এরূপ সাবধানতা গ্রহণ করে যাহা দ্বারা অধিক সংখ্যক সন্তান হইতে পায় না।" আহারাপেক্ষা যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহা ইনি সম্পূর্ণই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ডেভিড্ রিকার্ড তাঁহার অর্থনীতিতে বলেন যে "মাল-

থাসের লোকসংখ্যা নিয়মের উল্লেখে আমার সতঃই অহ্লাদ হইতেছে।

মিষ্টার সিনিয়ার ইনসাইক্লোপিডিয়া মেট্রোপালিটান নামক পুস্তকে মালথাসের আবিষ্কৃত নিয়মের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছেন।

মকলক সাহেব তাঁহার অর্থনীতিতে বলিতেছেন "মানুষ কখনই আহারাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

এক্ষণে প্রায় ইয়োরোপের সমস্ত অর্থনীতিজ্ঞগণ লোক সংখ্যা নিয়মের পোষকতা করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক জন্ম নিয়ম ইয়োরোপীয় পণ্ডিত গণ স্বীকার করিয়াছেন কিনা। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে সকলই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এম্, এম নেগ্রিয়ার, কম্বি, রসিবোরস্কি, ফসেট, ইত্যাদি বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসাবিদ্গণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার কার্কস্ ও পেজেট বলেন যে প্রত্যেক স্ত্রী লোকের অত্যধিক সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা অছে। প্রফেসর এলেন টমসম সাইক্লোপিডিয়া অব এনাটমি এবং ফিজিয়লজি নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডাক্তার হোয়াইট হেড্, ডাক্তার কোমলি, ডাক্তার এ্যাকটন্ প্রভৃতিও প্রকৃতির এ নিয়মের পোষকতা করিয়াছেন। ডাক্তার কারপেণ্টার তাঁহার জীবনতত্ত্ব গ্রন্থে ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কৃষি নিয়ম, সকল অর্থনীতিজ্ঞগণই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দ্বিমত কাহারই নাই।

চিকিৎসক মাত্রেই প্রকৃতির পরিচালনা নিয়ম স্বীকার করেন। পেজেট, এলিসন, মুলার, ইত্যাদি বিখ্যাত জীবন-তত্ত্বজ্ঞগণ সকলই ইহা স্বীকার করেন। নীতিজ্ঞগণ ও কোন কোন দার্শনিক এ নিয়ম স্বীকার করেন না সত্য, কিন্তু এ নিয়ম যাঁহাদের জ্ঞাত থাকাই সম্ভব সেই জীবনতত্ত্বজ্ঞগণ ও চিকিৎসাবিদ গণ কেহই ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা নানা দেশের প্রধান প্রধান চিকিৎসাবিদগণের পুস্তক হইতে দেখাইতে পারি যে তাঁহারা সকলেই ইহা স্বীকার করিতেছেন, তখন অন্যের কথা অবশ্যই গ্রাহ্য নহে।

আমরা যে প্রণালীতে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্তাধীন রাখিতে পরামর্শ দিয়াছি তাহাও ইয়োরোপীয় অধিকাংশ পণ্ডিত গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জেমস্ মিল ও ফ্রান্সিস প্লেস্, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোসেফ গ্রানিয়র, বিখ্যাত জীবনতত্ত্বজ্ঞ রসিবোরস্কি, রবার্টওয়েন, "মরাল ফিজিয়লজি নামাক পুস্তকে, রিচার্ড কারলাইল তাঁহার "এভরি উয়ম্যানস্ বুক" এ, ডাক্তার নোয়েলটন তাঁহার "ফ্রুটস অব ফিলজফি" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক চিকিৎসাবিদ্, জীবনতত্ত্বজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞগণ মানব জাতিকে এই প্রণালীতে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্তাধীন করিতে বলিয়াছেন।

সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে আয়ত্তাধীন করাই যে জগতের দুঃখ দূর করিবার উপায়, লোক সংখ্যা ও আহারীয় সমান

না হইলেই যে জগতে দারিদ্র্য, ব্যাধি, পাপাচরণ, বেশ্যা-বৃত্তি, ইত্যাদি হয় ইহা জনষ্টুয়ার্ট মিল, স্পষ্টই বলিয়াগিছেন। তৎপরে জেমস মিল, মকলক, রিকার্ড, রিচার্ড কারলাইন, জন ব্যাপটিষ্টসে, হেনিরি ফসেট, হারিয়াট মারটিনো, জর্জ কোম্বি ইত্যাদি সকল অর্থনীতিজ্ঞগণই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে উপায় অবলম্বন করিলে সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন করা যায় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। মহা পণ্ডিতগণও সমাজ ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার পান নাই, তাঁহারা মনে মনে সন্তানোৎপাদন বৃত্তিকে প্রতিবন্ধক দিবার উপায় স্থির করিয়াও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ ইহা প্রকাশও করিয়া গিয়াছেন। আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি তাহাও যাঁহারা যাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন তাহাও উপরে লিখিয়াছি। প্রথম উপায়টীই সকলাপেক্ষা উত্তম; লালিমণ্ড, বাসিব্রোস্কী ও রবার্ট ওয়েন ইত্যাদি প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ প্রথম উপায়টীর বিশেষ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এই উপায়ে সকলকেই সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তিকে আয়ত্বাধীন করিতে অনুরোধ করি।

যাহা যাহা আমরা এই পুস্তকে লিখিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া স্বদেশীয়গণের অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছুই নাই—ইয়োরোপে এরূপ পুস্তক অনেক লিখিত হইয়াছে,—প্রধান প্রধান সকল পণ্ডিত গণই এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন।

একক্ষণে আমরা যে সকল পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে লিখিতেছি।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি।

জীবনী।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

ইহাঁর নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি লণ্ডন নগরে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট হইয়া বহু সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে পার্লিয়মেণ্টে প্রবিষ্ট হন। ইহাঁর রচিত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল হইতে এই পুস্তকে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। "সিস্টেমঅব লজিক," "প্রিন্সিপল অব পলিটিকাল একোনমি," "লিবার্টী।"

জেমস্ মিল।

ইনি ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা, এক জন বিখ্যাত দার্শনিক। বহুদিবস পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া হাউসে কার্য্য করেন। ইহাঁর রচিত "এলিমেণ্টস্অব পলিটিকাল একোনমি" হইতে আমরা অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

টমাস রবার্ট মালথাস্।

ইনি ইংলণ্ডে রুকারী নামক স্থানে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই প্রকৃতির লোক সংখ্যা নিয়ম আবিষ্কার করেন। ইহাঁর রচিত এসে অন্ দি প্রিন্সিপাল

অব পপুলেসন হইতে এই পুস্তকের লোক সংখ্যা নিয়মের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। ইনি বহুকাল পর্য্যন্ত হালিবরীর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন; ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ডেভিড রিকার্ড।

বলিতে গেলে ইনিই অর্থনীতি শাস্ত্রের পিতা। ইনিই অর্থনীতি শাস্ত্রকে উপযুক্তরূপ আকারে জন সমাজে আনয়ন করেন। ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত অর্থনীতিজ্ঞগণই ইহাঁর পুস্তক হইতেই যাগাযা গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লণ্ডন নগরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বানিজ্যে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন ও অবশেষে পার্লিয়ামেণ্টেও প্রবেশ করেন। ইহাঁর প্রণীত অনেক পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে আমরা ইহাঁর "প্রিন্সিপল অব পলিটিকাল ইকোনমি" হইতে অনেক কথা গ্রহণ করিয়াছি।

মাইকেল সিভেলিয়ার।

ইনি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন; বহুদিন "গ্লোব" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তৎপরে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। ইহাঁর প্রণীত "পলিটিকাল ইকোনমি" হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

জে ই কেয়ারন্স।

ইনি ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা; ইহাঁর প্রণীত

"ক্যারেক্টার এণ্ড লজিক্যাল মেথড অব পলিটিকাল ইকোনমি" দ্বারা আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

জে, আর, মকলক।

ইনি ইংলণ্ডের উইগটন্ সায়ারে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে সম্পাদকতা করেন, তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। ইনি অসংখ্য আবশ্যকীয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা নিম্ন লিখিত দুই খানি পুস্তক হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। "ডেস্‌ক্রিপটিভ ও ষ্টাটিসটিকাল একাউণ্ট অব দি ব্রিটিস এমপায়র" ও "প্রিন্সিপাল অব পলিটিকাল ইকানমি।"

জেরমী বেনথাম।

ইংলণ্ডের দার্শনিকগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জেমস্ মিল, রিকার্ড ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ইহাঁরই শিষ্য। সুখ দুঃখের ভেদাভেদ সম্বন্ধে এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ইহাঁরই মত।

আগস্ত কোমত্।

ঊনবিংশ শতাব্দির ইনি প্রধান দার্শনিক। ফ্রান্স দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "পজেটিভিজম" নামে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন,—ইহাতে মানবজাতিকে পূজা করিবার জন্যই পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি "অর্থনীতিকে" এক

নূতন তেজে বলিয়ান করিয়াছেন। সমাজ নিয়ম সকলও যে বৈজ্ঞানিক নিয়মের ন্যায়, ইহা ইনি প্রথম প্রাচার করেন বলিলে অন্যায় হয় না। সমাজ বিজ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনও ইহাঁর দ্বারা হইয়াছে। ইনি সম্প্রতি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন,—কিন্তু ইহাঁর নাম ক্রমেই জগতে দীপ্তিমান হইতেছে।

মনসোর ভিলোরমি।

ইনি এক জন বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক। মূর্চ্ছা পীড়া সম্বন্ধে ইহাঁর যতদূর বহুদর্শিতা ও জ্ঞান অন্য কাহারই তত নহে। মূর্চ্ছা, পীড়া সম্বন্ধে অনেক সাহায্য আমরা ইহাঁর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

ডন ফ্লেজে ইস্‌ট্রেডা।

ইনি স্পেন দেশীয় বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ। ইনি মালথাস্ সাহেবের মত অনুমোদন করিয়াছেন; ইহাঁর প্রণীত "কোর্স অব পলিটিকাল ইকোনমি" পুস্তক হইতেও আমরা কোন কোন সাহায্য পাইয়াছি।

এম ষ্টর্চ্চ।

ইনি রিগা নগরে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রুসিয়ার প্রধান অর্থনীতিজ্ঞ। ইনি বহুদিবস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "দিমুল্

টোরিকাল্ ও ষ্টাটিসটিকাল এশাণ্ট অব রুসিয়া" ও "কোর্স ডি ইকোনমি পলিটিক" এই দুই পুস্তক অতি সুন্দর।

এলেক্‌জেণ্ডার বেন।

ইনি এক্ষণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক উপদেষ্টা। অনেকানেক আবশ্যকীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ্ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত "হিউম্যান মাইণ্ড" পুস্তক হইতে আমরা সাহায্য গ্রহণ করিয়া "পরিচালনা" নিয়ম প্রতিপাদন করিয়াছি।

প্রফেসর জলনর।

ইনি এক্ষণে ইয়োরোপের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। লিপসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দির ইনি সর্ব্ব প্রধান বিজ্ঞানবিদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর প্রণীত অনেক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

উইলিয়ম এডোয়ার্ড ওয়েবার।

ইনিও জারমান দেশের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ। ইহাঁর সাহায্যও আমরা অনেক গ্রহণ করিয়াছি।

ডাক্তার একটন।

ইনি একজন ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক। ইনি জন-

কেহই পারেন নাই। ইয়োরোপে ইহঁার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। ইনি অনেক পরিশ্রম করিয়া তবে "প্রসটিটিউসন" নামে এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "ডিজিজেস অব রিপ্রোড়কটিভ অরগান" নামক পুস্তক জগত বিখ্যাত। আমরা এই দুই পুস্তক হইতেই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাঁর এই দুই খানি পুস্তক মানব মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার আসওয়েল।

ইনিও একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ইনি স্ত্রীব্যাধি সম্বন্ধে অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক নূতন ব্যাধি ও তাহার ঔষধের আবিষ্কার করেন। ইহাঁর প্রণীত "ফিমেল ডিজিজেস" আমাদের অনেক কাযে আসিয়াছে।

ডাক্তার ট্রল।

ইনি একজন আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া ও গঠন সম্বন্ধে ইনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত অতি সুন্দর পুস্তক "সেক্সুয়াল ফিজিয়ালজি" হইতে আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

ডাক্তার বেনেট্।

ইনিও একজন ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক। স্ত্রীব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষ বহুদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি এই

সম্বন্ধে নানা পুস্তক রচনা করিয়া মানব জাতির বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত "ফিমেল ডিজি-জের" সাহায্য আমরা অনেক গ্রহণ করিয়াছি।

চার্লস ব্রাডল।

ইনি একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি। ইনি ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর। সকলেই অবগত আছেন ইনি নাস্তিক বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ইনি নানা বিষয়ে নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমরা ইহাঁর পুস্তক সকলের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

প্রোফেসর হক্‌স্লি।

ইনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌; ইহাঁর নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহাঁর প্রণীত পুস্তক সকল আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে। আমরা ইহাঁর প্রণীত "ফিজিয়লজি" হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

এ্যানি বেসাণ্ট।

ইনি স্ত্রীলোক। বিখ্যাত ব্রাড্‌ল সাহেবের ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনিও এক জন নাস্তিকা। সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে ইনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর পুস্তক হইতেও আমরা অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

পেরেণ্ট ডাস্ত্রাটিলট।

ইনি একজন বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক, বহুকাল পর্য্যন্ত প্যারিস নগরস্থ নানা চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইনি আট বৎসর পরিশ্রম করিয়া তবে ইহাঁর "বারবনিতা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে এরূপ পুস্তক আর নাই, আমরা অনেক সাহায্য ইহা হইতে পাইয়াছি।

হেনেরি ফসেট।

ইনি সম্প্রতি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সকলেই ইহাঁর বিষয় অবগত আছেন, ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। ইনি পার্লিয়মেণ্টে থাকিয়া ভারতের হিত সর্ব্বদাই দেখিতেন। ইহাঁর প্রণীত "ম্যানুয়েল অব পলিটিকাল ইকোনমি" ও "পপারিজম্" নামক পুস্তক হইতে আমরা অনেক সংগ্রহ করিয়াছি।

জন ব্যাপটিষ্ট সে।

ইনি ফরাসী দেশের লিয়ন নগরে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ও পরে নানা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; অবশেষে ইনি প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েন। ইহাঁর প্রণীত "পলিটিকাল ইকোনমি" আমাদিগের অনেক উপকারে আসিয়াছে।

রিচার্ড কারলাইল।

ইনি এক জন ঊনবিংশ শতাব্দির বিখ্যাত দার্শনিক।

ইহার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে; ইনি লোকালয়ের গোলযোগ হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। ইহাঁর প্রণীত পুস্তক সকল হইতে আমরা অনেক সংগ্রহ করিয়াছি।

মিস হ্যারিয়েট মারটিনো।

ইনি স্ত্রীলোক, কিন্তু অর্থনীতি শাস্ত্রে ইহাঁর ন্যায় পণ্ডিতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর প্রণীত "ইলাস্‌ট্রেসন অব পলিটিকাল ইকোনমি" হইতে আমরা অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

উইলিয়ম টমসন।

ইহাঁর প্রণীত অতি সুন্দর পুস্তক "আপিল অব উওম্যান" হইতে আমরা অনেক কথা লইয়াছি।

জর্জ কোম্‌বি।

ইনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক, এখনও জীবিত আছেন। অনেকানেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "রিলেসন বিটুউন্‌ সায়ান্স এণ্ড রিলিজন" নামক পুস্তক হইতে আমরা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

এডাম স্মিথ।

ইহাঁর প্রণীত "ওয়েলথ্‌ অব নেসন" নামক পুস্তক জগত বিখ্যাত। বলা বাহুল্য যে এই পুস্তক হইতে আমরা অর্থ-নীতি সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ করিয়াছি।

মনসিয়র লালিমণ্ড।

ইনি একজন বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার, ইহাঁর মত

জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা বিষয় বোধ হয় আর কেহই অবগত নহেন। ইহাঁর প্রণীত "রেতস্খলন পীড়া" নামক পুস্তকের অনেক স্থল আমরা অনুবাদ করিয়াছি।

ডাক্তার কারপেণ্টার।

ইহাঁর ন্যায় জীবনতত্ত্বজ্ঞ আর কেহ নাই,—জীবনতত্ত্বে ইহাঁর মতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর প্রণীত "ফিজিওলজি" হইতে আমরা অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

ডাব্লু, ডাব্লু, হণ্টার।

ইনি এক্ষণে গভর্ণর জেনেরলের সভার জনৈক সভ্য। ইহাঁর প্রণীত "ষ্টাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট অব বেঙ্গল" ও "রুরাল বেঙ্গল" নামক পুস্তক হইতে আমরা অনেক কথা অবগত হইতে পারিয়াছি।

মিষ্টার মেহিউ।

ইনি বহু বৎসর যাবৎ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন নগরস্থ দরিদ্রদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইহাঁর প্রণীত অতি সুন্দর পুস্তক "লণ্ডন লেবর ও লণ্ডন পুয়র" নামক পুস্তক হইতে আমরা দরিদ্রতার বিষয় অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তক সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

হারবার্ট স্পেন্সার।

ইনি এখনও জীবিত আছেন। ইহাঁর ন্যায় দার্শনিক বোধ হয় এক্ষণে কেহই জীবিত নাই। আমরা ইহাঁর অধিকাংশ পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাঁর প্রণীত "সোসিয়লজী" এই পুস্তকের মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ডারুইন।

ইনিই প্রকাশ করেন যে বানর হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি। বলিষ্ঠের জয় নিয়মের আবিষ্কর্তা ইনি। ইহাঁর প্রণীত "ডিসেণ্ট অব ম্যান" নামক বিখ্যাত পুস্তকের কথা আমরা অনেক গ্রহণ করিয়াছি।

অন্যান্য আরও অনেকানেক গ্রন্থের আমরা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সকলের উল্লেখ এ স্থানে সম্ভব নহে।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তক খানি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও ১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীটে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

অসতী সন্ন্যাসিনী।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

লর্ড আমহার্ষ্টের ভারত শাসন কালে অনেকেই দেখিয়াছেন যে এক সন্ন্যাসিনী কলিকাতার অভাগিনী বারবনিতাগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—

আমিও ঐ নামে অভিহিতা ছিলাম।

এই পুস্তকে এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীর জীবনী লিখিত হইয়াছে।

যদি প্রণয়ের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, পাপ মধ্যে বাস করিয়া ও পাপে বেষ্টিত হইয়াও সতীত্ব রক্ষা, রমণী হৃদয়ের স্বর্গীয়তা, দৃঢ়তা, সাহস, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি দেখিতে চাহ ও যদি বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে চাহ, তবে উপন্যাস হইতেও বিস্ময়কর ও মনোহর এই সন্ন্যাসিনীর অত্যাশ্চর্য্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ কর। এরূপ আদর্শ নারী-চিত্র নারী মাত্রেরই হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।